শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সতী তুলসী

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম. এ.

এ তাবৎকাল অভিনীত অন্যান্য পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা "সতী তুলসী" নানা দিক দিয়া সম্পূর্ণ অভিনব। এই নাটকখানির প্রযোজনাতেও যে অনুপম এবং অতি সূক্ষ্ম কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেল বাংলা রঙ্গমঞ্চে তাহা সহসা আশা করা যায় না।

—অমৃতবাজার পত্রিকা

—হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ঃ

প্রথম অভিনয়—শনিবার, ১৬ই মার্চ্চ, ১৯৪০

কুমারী ইভা গুপ্তা

কল্যাণীয়াসু—

-চরিত্র পরিচয়—

শ্রীকৃষ্ণ	
ইন্দ্র	
পবন	
অঙ্গিরা	ঋষি
অংশুমান	বালক শ্রীকৃষ্ণ
সুদামা গোপ	পরে শঙ্খচূড় নামক দৈত্যরাজ
বৃহদ্রথ	ঐ সেনাপতি
পুষ্পদন্ত	গন্ধর্ব্ব নটশেখর
গোকর্ণ	মলয় রাজ
নট	

তুলসী	শ্রীকৃষ্ণ সাধিকা
শ্রীরূপা	শ্রীকৃষ্ণ সেবিকা
রূপমঞ্জরী	মলয় রাণী
নন্দিনী	ঐ সখী

সতী তুলসী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

গন্ধর্ব্বপুর সান্নিধ্য।

গন্ধর্ব্ব কন্যাদের গীত।

নাচি মোরা রূপরাণী
ঝলমল করে রূপপুরী.
ঠোঁটে খেলে চুমা চুমকি
চোখে চোখে রাঙা ফুলঝুরি।
সোনালী আলোতে কুলকুচী
হাল্কা মেঘেতে মুখ মুছি
চাঁদের নরম বালিশে ঘুমাই
জ্যোছনা সাড়ী সে যায় চুরী॥

গন্ধর্ব্ব নটকবি পুষ্পদন্তের প্রবেশ।

পুষ্প। হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ···থামো থামো
গ-কন্যা। কেন ?—কেন ?—
পুষ্প। না, কিছু হয়নি—

১মা-গ। কোনটা কিছু হয় নি নটশেখর ? নাচ না গান ?

পুষ্প। নাচ না গান ! সব-সব ! কোনটাই কিছু হয় নি !

১মা। সে কি ঠাকুর, এতদিন ধরে আমরা তবে কি শিখলুম ? আর আপনিই বা কি শেখালেন ?

পুষ্প। কচু কচু ! বুঝলে···শিখেছ তোমরা কচু···আর শিখিয়েছি তোমাদের কচু। তা নইলে, দেবরাজ দেবসভা থেকে তোমাদের পাল-কে পাল তাড়িয়ে দেন।

১মা। তা আমাদের কি দোষ বলুন ; কোথায় আমাদের ভুল সেটা দেখিয়ে দিন—তা নইলে—

পুষ্প। দেখিয়ে দেব ? তা ত দেবই ! এখনই দিচ্ছি···আচ্ছা বল দেখি, গানের প্রথম কলিটা বল তো—

১মা। (গাহিল)

পুষ্প। (সুরে তাহার অনুবৃত্তি করিয়া) হাঁ, গান তালে মানে ঠিক ! আর নাচের গৎ ?

১মা। (গৎ বলিয়া পায়ের কাজে মিলাইল)

পুষ্প। (অনুবৃত্তি করিয়া) এক দুই তিন—এক দুই তিন—বাঃ বাঃ বাঃ —খাসা চমৎকার—থেমো না চালাও—

১মা। তবে যে বললেন কিছু হয়নি ?—

পুষ্প। বলেছি !

২য়া। বল্লেন না ?—

১মা। বুঝেছি, ও রকম খুঁৎ ধরা আপনাদের মত গুণীলোকের বাই—

পুষ্প। আজ্ঞে না ধনিরা, সহজ কথা বাঁকা করে নেন আপনাদের মত সরলা অবলারাই ! আমি বলেছি কিছু হয়নি। তার মানে তোদের গান একেবারে যাকে বলে—

সকলে। কি ?—

পুষ্প। আঃ আবার বলে 'কি' ? মেয়ে জাতটার সমস্ত জীবনই একটা প্রকাণ্ড প্রশ্নবোধক চিহ্ন "কি" ? কথা কিছুতেই শেষ কর্ত্তে দেবে না। খালি কি আর কি !—ওরে হতচ্ছাড়ি মুখপুড়ীরা, আমি বলেছি একটা সহজ কথা কিছু হয়নি ; তার মানে তোদের নাচ গান সবই ঠিক হয়েছে।

১মা। সে কি ঠাকুর ?—

পুষ্প। হ্যাঁ, নিশ্চয় ঠিক হয়েছে ! ওতে তাল কাটে নি—ত্রুটী হয় নি —এক কথায় কিচ্ছু হয়নি—

সকলে। ও···হাঃ হাঃ হাঃ—

পুষ্প। হুঁ, একেবারে দন্তবিকাশ ! এখন যাও, সবাই মিলে পিয়ালবনে নাচ গানের মহলা দাওগে যাও—

১মা। কি নাচ গানের মহলা দেব ?—

পুষ্প। আঃ, আবার ঐ প্রশ্নবোধক চিহ্ন 'কি' ? আরে যাও—যাও।

১মা। বেশ যাচ্ছি। কিন্তু মহলা যে দেব ··সে নাচ হবে কোথায় ?

পুষ্প। ঐ যা, কি গেল তো এখন এল কোথায় ! যাও—

১মা। আজ্ঞে, দেবরাজ ইন্দ্র তো আমাদের সবাইকে তাঁর সভা থেকে বা'র করে দিয়েছেন।

পুষ্প। তিনি বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন ! নইলে তোমাদের কি আর 'কেন'র খোঁচায় ঐরাবত শুদ্ধ তাঁকে ত্‌দিন বাদে নাচতে হ'তো !

১মা। হ'তো নাকি ?—

পুষ্প। আঃ যাও—(গন্ধর্ব্ব কন্যাদের প্রস্থান) খালি প্রশ্ন, "কি কেন কে কবে কোথায় !" এই প্রশ্নের ঠেলায়ই ত অতিষ্ঠ হয়ে দেবরাজ

এদের দেবসভা থেকে বার ক'রে দিয়েছেন। নইলে কে কবে শুনেছে যে গন্ধর্ব্বলোকের গন্ধর্ব্ববালাদের নাচ গানের কোন ত্রুটী হয়েছে। হুঁ ঠিক! গন্ধর্ব্বলোক থেকে এই চোখা চোখা কথা কয়টাকে এবার টেনে হিঁচড়ে উপড়ে ফেলতে হবে! গন্ধর্ব্ব জাতির জীবনে প্রশ্নের কাঁটা-গাছ থাকবে না—থাকবে কেবল সমাধানের সমতল ভূমি।—

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রশ্ন না থাকলে কিসের সমাধান থাকবে নটকবি ?—

পুষ্প। এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! ঠিক সময়টাতেই—মানে আমাদের এই বিষম সমস্যার মুখেই আপনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভগবন্, গন্ধর্ব্ব আমরা আপনারই আশ্রিত! সঙ্গীত-কলার প্রথম উদ্ভব আপনার মনে—তাঁর থেকে পেলেন মহাদেব—তাঁর থেকে পেলেন দেবর্ষি—তাঁর থেকে আমরা। এতকাল ধরে দেবলোকের সঙ্গীত চর্চ্চায় সকল দায়িত্ব নিয়ে আমরাই চলে এসেছি, তানে লয়ে মানে—আজ হঠাৎ কিনা দেবরাজ দেবসভা থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিলেন! এর উত্তরে আছে একটা বিরাট প্রশ্নের সমস্যা "কেন!" সে প্রশ্নের সমস্যা থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করুন প্রভু!—

শ্রীকৃষ্ণ।—প্রশ্নের সমস্যা থেকে আমি উদ্ধার করবো তোমাদের! তা তো হয় না নটকবি! প্রশ্নের প্রহেলিকার মধ্যেই সৃষ্টির বৈচিত্র! প্রশ্নতেই আমি ভাই—প্রশ্নতেই জগৎ!—

পুষ্প। না।

শ্রীকৃষ্ণ। না ?

পুষ্প। তোমার মধ্যে প্রশ্ন নেই—শুধু আছে সমাধান!—

শ্রীকৃষ্ণ। ভুল—ভুল তোমার কবি! আমার মধ্যে যে সমস্যা উদ্বেল হয়ে আজ আমায় গ্রাস কর্ত্তে আসছে...তার আভাষ মাত্রে আজ আমি দিশেহারা হয়েছি! বৈকুণ্ঠ ছেড়ে মর্ত্ত্যলোকে ছুটে এসেছি! জানি না এ সমস্যার আবর্ত্ত আমায় কোথায় নিয়ে ফেলবে! এ তুমি বুঝবে না...এ বোঝবার শক্তিও তোমার নেই। কিন্তু নটশেখর, আমার কথা ছেড়েই দাও। বল, তোমার জীবনেও কি কোন প্রশ্ন নেই! এতকাল ছিল না? তোমার গানে—তোমার নাচে—তোমার নাট্যাভিনয়ে—কোন প্রশ্ন, কোন সমস্যার অবতারণা ছিল না?—

পুষ্প! না—আমার পা থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত সব একেবারে সমতল সমাধান!

শ্রীকৃষ্ণ। সমস্যা ছাড়া সমাধান? ভেবে দেখ নটশেখর!

পুষ্প। আমি যা বলি ..ভেবেই বলি ভগবন!

শ্রীকৃষ্ণ। তা যদি হয় তবে দেবরাজ ইন্দ্র গন্ধর্ব্বকন্যাদের সঙ্গে তোমায় তাঁর সভা থেকে বা'ধ করে দিলেন কেন?—

পুষ্প। সেটা তাঁর নিছক গোঁয়ারতুমি। এতকাল এত নাচে-গানে—অভিনয়ে দেবতাদের খুসী করে আসছি—আর আজ কিনা দেবরাজ বলে বসলেন—আমার নাচ গান ভাল লাগে না!

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার নৃত্যগীতে তালমানের ত্রুটী আছে?—

পুষ্প। কখ্‌খনো না।

শ্রীকৃষ্ণ। এবং গন্ধর্ব্ব নটশেখরের ন্যায় সৌন্দর্য্য বিলাসবিভ্রম রচনায় ত্রিলোকে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই—একথাও সর্ব্ববাদীসম্মত।—

পুষ্প। বলুন তো—আপনিই বলুন তো—দেবরাজের এ কাজটা নেহাৎ গোঁয়ারতুমি হয়েছে কিনা?—

শ্রীকৃষ্ণ। তাইতো—দেবরাজ তা' হলে তোমায় মিছি মিছি সভা থেকে—আচ্ছা, একটী কাজ করতে পার নটশেখর ?

পুষ্প। কি ?—

শ্রীকৃষ্ণ। যদি পার তবে দেবসভাতলে তোমার স্থান হবে অক্ষয়। তোমার নাচে গানে কোন প্রশ্ন, কোন দ্বন্দ্ব, কোন সমস্যাকে রূপায়িত করে তুলতে পার ?

পুষ্প। সমস্যা ?

শ্রীকৃষ্ণ। আকল্পকাল সৌন্দর্য্যবিলাসে মত্ত থেকে হয় ত দেবলোক আজ হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই দেবতারা চান আজ রূপের প্রতিমার মধ্যে অশ্রুফেনিল বেদনার আনন্দধারা। পারবে তা'র আস্বাদন দিতে ?

পুষ্প। হরি—হরি—পথ্যটা কি নির্দ্দেশ দিলেন—তাই বুঝতে পারছি না—তা আবার আস্বাদন ?—সহজ ভাষায় বলুন না ছাই কি কর্ত্তে হবে ?—

শ্রীকৃষ্ণ। বলছি—শোন গন্ধর্ব্ব নটশেখর,—দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টন করে বহুযুগ ধরে স্বর্গের একটানা সুখের স্রোত বয়ে চলেছে। তোমার নৃত্যগীত···তাতেও শুধু বিলাস সুখেরই সুর।—এবার নূতন সুর শোনাতে হবে দেবেন্দ্রকে—অনাগত ভবিষ্যতে যে ব্যথার সুর স্বর্গ মর্ত্ত্যকে প্লাবিত করে ছুটে চলবে···যে সুরে বেদনার অশ্রুমতী অজস্রধারায় ঝরে পড়বে···যে সুরের আঘাতে দেবতার পাষাণ বুকেও স্পন্দন জাগবে! পারবে—পারবে নটশেখর,—তোমার বীণাতন্ত্রীতে এমন সুরের ঝঙ্কার তুলতে ?

পুষ্প। ভগবন!

শ্রীকৃষ্ণ। জানি, তুমি পারবে না। সে আঘাত যে দেবে···নব জন্ম হবে তা'র আজি রাত্রে ঐ গঙ্গাতীরে।

পুষ্প। আজ নবজন্ম হবে ? কে সে ভগবন্, দেবতাকে যে কাঁদাবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। সে—সে—চুপ্, ওই শোন—

সুদাম। (নেপথ্যে)—

নীল পদ্ম···নীল পদ্ম—কোথায় তাপসী,

নীল পদ্ম লহ উপহার—

পুষ্প। একি ! বিকলাঙ্গ নর কিম্বা ঘোর মুর্ত্তি ভূচর খেচর—

শ্রীকৃষ্ণ। চুপ ! ক্ষিপ্রপদে আসে এই দিকে !

সুদামাব প্রবেশ।

সুদামার এক হস্ত কর্ত্তিত ; দুই চক্ষু অন্ধ, মুখে রক্তচিহ্ন···

সুদামা। নীলপদ্ম—নীলপদ্ম—

হে তাপসী, দেখা দাও—

নিয়ে যাও নীলপদ্ম অঞ্জলি আমার

শ্রীকৃষ্ণ। কে তুমি পথিকবর ?

সুদামা। সুদামা আমার নাম গোপেব নন্দন,—

কহ পান্থ, দেখেছ কি তা'রে ?

শ্রীকৃষ্ণ। কা'রে খুঁজে ফের তুমি গোপের নন্দন ?—

কহ, কি কারণ রক্তপ্লুত গণ্ডদেশ,

অন্ধ চোখে সুগভীর ক্ষত,—

বন্য জন্তু কিম্বা কোন দুরন্ত রাক্ষস

আক্রমণ করেছিল তোমারে সুদামা ?

সুদামা। না না আমারে কি হেতু আক্রমিবে ?—

কোন ক্ষতি তাহাদের করিনি ত আমি !

সত্য বটে ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল এক এসেছিল ধেয়ে—

তা'র পানে লুব্ধ নেত্রে তাকাল যেমনি—
এই বাহু—এই বাহু নিজহস্তে করিয়া কর্ত্তন
—শার্দ্দুলেরে করিনু অর্পণ।
শার্দ্দুল ফিরিয়া গেল,
কেশ স্পর্শ করিল না তা'র—
ধ্যানরতা সেই মোর প্রিয় তাপসীর।

শ্রীকৃষ্ণ। কে সে তপস্বিনী বালা? কাহার কারণ—
শার্দ্দুলেরে নিজ বাহু করিলে অর্পণ?

সুদামা। শুধু বাহু? এই দেখ,
নীলবর্ণ সর্ব্ব দেহ মোর।
ঊর্দ্ধফণা কালনাগ লেহি লেহি জিহ্বা প্রসারিয়া
তাহারে দংশিতে এল।
শির পাতি দিনু নাগরাজে,
ব্রহ্মরন্ধ্রে করিল দংশন;
হলাহলে সর্ব্বঅঙ্গ নীলবর্ণ হ'ল—
তবু মোর মৃত্যু ঘটিল না।

শ্রীকৃষ্ণ। বিচিত্র কাহিনী—
কালনাগ দংশনেও বাঁচিলে পরাণে—?

সুদামা। জান কি—জানকি কেহ
কে আমারে রাখিল বাঁচায়ে?

শ্রীকৃষ্ণ। কে?—স্বর্গবৈদ্য নিজে ধন্বন্তরী—?

সুদামা। ধন্বন্তরী—? হাঃ হাঃ হাঃ

পুষ্প। উঁহু—উঁহু—নিশ্চয় সে—
বিষহরি মা মনসা নিজে—

সুদামা। হাঃ হাঃ হাঃ—

পুষ্প। তাও নয়? তবে—?

সুদামা। সাধ্য নাই; কোন জনে না'রিবে বলিতে!
ছাড় পথ, যাব ত্বরা তার অন্বেষণে—

শ্রীকৃষ্ণ। হে সুদামা, বলে যাও—
কে তোমা বাঁচাল তবে নাগের দংশনে?

সুদামা। ধন্বন্তরী পারিত না—
বিষহরি সাধ্যের অতীত;
নিশ্চিত মরণ-বিষে বাঁচাল যে মোরে
নাম তার মৃত্যুজয়ী প্রেম।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম!—

পুষ্প। হাঃ হাঃ হাঃ কথা শোন পাগলের!
ক্ষুধিত শার্দ্দূল আর নাগের দংশনে
প্রেম ওবে রেখেছে বাঁচায়ে!
হাঃ—হাঃ—হাঃ বাতুলের প্রমত্ত প্রলাপ।

সুদামা। বাতুলের প্রমত্ত প্রলাপ!
কি বুঝিবে তুমি ভাগ্যহীন—
মৃত্যুজয়ী প্রেমের মহিমা?
প্রাণ দিয়ে কভু কা'রে বাসিয়াছ ভাল?
কহ সত্য, হৃদয় নিঙাড়ি তা'র
সর্ব্ববৃত্তি বাসনা কামনা—
সর্ব্বাঙ্গের অণু অণু সমস্ত চেতনা
নিঃশেষে নির্ম্মূল করি'
কভু কা'রে করেছো অর্পণ?

নিজহস্তে—নিজহস্তে এইমত
নিজ আঁখি উৎপাটিত করি'—
অন্তরে জ্বালায়ে শুধু
জ্যোতির্ম্ময় প্রেমের দীপালি—
এ বিশ্বের পথে পথে খুঁজেছ কাহারে ?

শ্রীকৃষ্ণ। বিস্ময়ে আতঙ্কে মোর কাঁপে কলেবর !
কা'র তরে—কা'র তরে হে সুদামা,
নিজ হস্তে করিয়াছ আঁখি উৎপাটন ?—

সুদামা। কষিত কাঞ্চনবর্ণা—নিখিলের সৌন্দর্য্য প্রতিমা
যুগ যুগ ধ্যানমগ্না পুষ্পভদ্রা তটে।
নদী তীরে জাগ্রত প্রহরী সম
প্রহর গণিনু একা তা'রি প্রতীক্ষায়।
কত যে বসন্ত তা'রে
ডেকে গেল পীক কলস্বনে,
শ্রাবণ শর্ব্বরী কত
রচিল বাসক-শয্যা নীপবনে কদম্ব কেশরে—
সে তবু দেখে না ফিরে।
যত ডাকি—কথা নাহি মুখে।
তারপর—তারপর একদিন ধ্যান হতে জাগিল কুমারী ;
সবিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহি মোর পানে
"নীল পদ্ম…নীল পদ্ম দাও" বলে কাঁদিয়া উঠিল—

শ্রীকৃষ্ণ। নীল পদ্ম !—কি আশ্চর্য্য !
তবে কি সে কুমারীর তপস্যা যতেক
সে কেবল নীল পদ্ম লাগি !

সুদামা। নীল পদ্ম। তাহারি প্রীতির লাগি'
শুধু আমি দিকে দিকে নীল পদ্ম অন্বেষিয়া ফিরি।

শ্রীকৃষ্ণ। পাওনি সে নীলপদ্মে ?
ওরে অন্ধ, এখনো কি পার নি বুঝিতে ?
এখনো কি দেখিলে না
তাপসী-বাঞ্ছিত সেই সুনীল কমলে ?

সুদামা। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখিয়াছি সুনীল কমলে।
সরোবরে প্রস্ফুটিত দেখি'
সাগ্রহে তুলিতে গেনু—
বায়ুস্পৃষ্ট তরঙ্গের ক্রূঢ় হাস্যে চমক ভাঙ্গিল !
বুঝিলাম সরসীতে না ছিল কমল—
সেথা শুধু পড়েছিল ছায়া।
সুনীল কমল মোর আপন নয়ন—

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার নয়ন ?

সুদামা। হ্যাঁ, সুনীল কমল মোর আপন নয়ন !
নিজ হস্তে সেই পদ্ম করি আহরণ
এই দেখ রেখেছি লুকায়ে।
দেখা কি দিবে না প্রিয়া ?—
বল পান্থ, সেকি মোর উপহার
লইবে না শ্রীকরে তুলিয়া ?

শ্রীকৃষ্ণ। অন্তরে বিস্ময় মানি শুনি তব কথা !
নাম গোত্রহীনা বালা—
তারি তরে নিজ বাহু দানিলে শার্দ্দূলে ?
শিরে নিলে নাগের দংশন !

—নিজ হস্তে তারি লাগি,
উৎপাটিত করিয়াছ আপন নয়ন ?

পুষ্প। হে পাগল চূড়ামণি,
লহ তুমি আমাদের ধিক্কার ফুৎকার !

শ্রীকৃষ্ণ। না-না—নমস্কার, নমস্কাব—
হে প্রেমিক শিরোমণি,
বিমুগ্ধ কৃষ্ণের তুমি লহ নমস্কার।

সুদামা। তুমি কৃষ্ণ···নিখিল-বাঞ্ছিত !

শ্রীকৃষ্ণ। বন্ধু বলি' ডাক যদি সৌভাগ্য মানিব।
শোন হে সুদামা, প্রেমের পূজারী আমি
একধর্ম্ম তোমার আমার।
আমিও বিমুগ্ধ সখা,
পরিচয়হীনা এক কুমারীর প্রেমে !
নয়নে দেখিনি তারে...তবু বাসি ভাল।
তারি লাগি আসিয়াছি বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া...
তাবি লাগি চলিয়াছি পুষ্পভদ্রা তটে।

সুদামা। পুষ্পভদ্রা তটে যাবে ?
তোমারো মানসী সেথা রয়েছে কেশব ?
কেবা সেই নারী ?—যে হোক সে হোক
তাহে মোর কিবা আসে যায় !
হ'ল ভাল, চল কৃষ্ণ, দুই জনে যাব এক সাথে
এক প্রেমতীর্থ তীরে।
তোমার প্রিয়ারে তুমি নিশ্চয় লভিবে।
আর আমার সে তপস্বিনী বালা—

বল কৃষ্ণ—আমি কি পাব না কভু তারে?
অন্ধ আমি···এ জনমে আর তারে দেখিতে পাব না!

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, সখা,—

সুদামা। নাহি দেখি কি ক্ষতি তাহাতে?
দুই চক্ষু অন্ধ আজি, পরিবর্ত্তে তা'র
এ দেহের প্রতি লোমকূপে
বাসনা কামনা মোর উদগ্র প্রখর
সহস্র নয়ন মেলি খুঁজিছে তাহারে;
চাহিতেছে স্পর্শ তা'র তৃষাতুর ক্ষুধাতুর সমস্ত চেতনা।
যাবে না লইয়া কৃষ্ণ?
পাব না কি প্রিয়ারে আমার?

শ্রীকৃষ্ণ। পাও কি না পাও সখা, কিবা এসে যায়?
প্রেম কভু প্রতিদানে চাহে না ত কিছু!

সুদামা। না না, আমি চাই···আমি তারে চাই

শ্রীকৃষ্ণ। এমন নিঃস্বার্থ ভাবে সুচনা যাহার
স্বার্থে তার সমাপ্তি ঘটাবে?

সুদামা। সখা!

শ্রীকৃষ্ণ। চাহ যদি অবশ্য পাইবে।
এ বিশ্ব জগতে, জেনো সখা,
ঐকান্তিক বাসনা কাহারো অপূর্ণ থাকেনা কভু।
কিন্তু দেখ ভেবে মনে—
পেতে চাও যারে
জেনেছ কি অন্তর তাহার?
সেও কি গো ভালবাসে তোমা?

কা'র তরে তপস্বিনী বালা
কাম্য তা'র তুমি, কিম্বা অন্য কোন জন ?

সুদামা। সে ত আমি নাহি জানি···
চাহি না জানিতে।
দুর্জ্জয় প্রণয় মোর
যদ্যপি সে নাহি চায়, আমার কামনা দিয়া
এই মোর ঐকান্তিক বাসনা লইয়া
তবু তারে করিব বিজয়।

শ্রীকৃষ্ণ। ভুল···ভুল সখা,
অনুচিত ও সঙ্কল্প তব।
ভুজবলে বিশ্বজয়ী হ'তে পারে নর ;—
কিন্তু জেন,
পরাক্রমে বশ নাহি হয় কভু
কুসুমকোমলা এক নারীর অন্তর !
সত্য যদি অন্যমনা হয় সে তাপসী
একান্ত নিকটে পেয়ে তবু পারিবে না তার অন্তর স্পর্শিতে ;
পার্শ্বে এসে তবু সে রহিবে তব আয়ত্ত অতীত।

সুদামা। কেন, কেন কৃষ্ণ পারিব না
তাপসীর অন্তর স্পর্শিতে ?
মম প্রেম ভালবাসা
সে কি তবে এত তুচ্ছ ··এত শক্তিহীন ?

শ্রীকৃষ্ণ। শক্তিহীন ! নহে শক্তিহীন সখা,
শক্তিমদে মত্ত তব প্রেম···তাই তুমি দৃষ্টি হীন আজি।

সুদামা। সখা···সখা,—

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তম···তবে তাই হোক।
বিলম্ব নহেক আর ;
প্রিয়া-সম্মিলন আগে
যাও সখা, একবার জাহ্নবী পুলিনে।

সুদামা। জাহ্নবী পুলিনে ? সেথা কেন যাব ?

শ্রীকৃষ্ণ। স্নান হেতু বড় শুভলগ্ন আজি ;
আরও এক রহিয়াছে রহস্য গোপন।
এবে কোন প্রশ্ন করিও না,
কার্য্য কর উপদেশ মত।
নিয়ে যাও পুষ্পদন্ত, অদূরে জাহ্নবী ;
ফিরে এসে, ঐ গিরিপাদমূলে পাইবে আমারে।

প্রস্থান।

পুষ্প। ধীরে ধীরে চল মহাশয়,
আমি আছি পশ্চাতে তোমার। সুদামার প্রস্থান।
তাইত কৃষ্ণের প্রেয়সী আছে পুষ্পভদ্রাতটে—
ইহার প্রেয়সী যিনি তিনিও সেখানে !
তদুপরি গঙ্গাতীরে রহস্য গোপন !
তাইত···ব্যাপারটা হ'ল কি রকম !
আগাগোড়া মূর্ত্তিমান সমাধান আমি...
আমারো মনেতে যেন প্রশ্ন জাগিতেছে !
দেখা যাক···কোথাকার জল এসে
কোথায় দাঁড়ায়।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অঙ্গিরার আশ্রম সীমা

শ্রীরূপার গীত।

নওল কিশোর·· মোর নওল কিশোর।
নাম-কুসুমে তা'র নিতি নব সুধাধার—
তনুমন করিল বিভোর॥
সখি, মালতীর মালা খুলে পরাইয়া দে লো গলে
বঁধুর নামের মধু-ডোর॥
চন্দন আর চন্দ্রমা সখি,
সে শুধু শীতল মানে
মোর শ্যামচন্দ্রের নাম সুধারস
পরশ যে নাহি জানে।
আভরণ সাজ রেখে দে রে ধনি,
আমার ভূষণ নামের লাবণি,
মম প্রাণ-দোলে দোলে নীলমণি
তার রূপের নাহিক ওর॥

পশ্চাৎ হইতে বালক অংশুমানের প্রবেশ।

অংশুমান। ও সই···সই,—

শ্রীরূপা। একি, অংশুমান! তোমার গলায় বনমালা, মাথায় ময়ূরপাখা, হাতে মোহন বেণু···এসব কোথায় পেলে অংশুমান?

অংশু। বনে বনে ঘুরে বেড়াই—বনমালার অভাব কি ভাই? সোনার ময়ূর নাচছে গাছে—চূড়া পেলাম তাহার কাছে। আর যে দেখ মোহন বেণু—এতো আমার নিত্য সাথী গোঠে যখন চড়াই

ধেনু ! ওসব কথা থাক্ গে এখন···একটী কথা বলবে খাঁটী—না বল তো ফন্দী-ফিকির সবই হ'ল গোবর মাটী—

শ্রীরূপা। কি কথা ? বল—

অংশু। লুকোবে না দিব্যি তোমার···সত্যি যাহা বল্‌বে তাহাই ! লাগছে কি আজ দেখতে আমায়—ঠিক যেন সেই কৃষ্ণ-কানাই ?

শ্রীরূপা। হ্যাঁ, দুষ্ট কৃষ্ণ কানাই-ই বটে তুমি ! কিন্তু এ বেশে কা'কে ফাঁকি দেবে সখা ?

অংশু। উহুঁ উহুঁ, সে কথাটি বলব না
ফন্দী কিছু ভাঙব না
দেখবে তখন করব যখন—
পালাও—পালাও—পালাও এখন।

শ্রীরূপা। কেন পালাব ?

অংশু। দেখছ না সই, আসছে কে ওই !

শ্রীরূপা। একি ! এযে এক তপস্বিনী ! আলুথালু রুক্ষ কেশ···বিস্রস্ত বেশ বাস···ভাব-বিহ্বল দুই চক্ষু আকাশের নীলিমায় নীলিমায় কা'কে যেন খুঁজে ফিরছে ! মরি মরি···তপস্বিনীর নিরাভরণ দেহে একি অপূর্ব্ব কান্তি ! গৈরিক মণ্ডিত সোনার তনুলতা ···ও যেন অগ্নিদেবতার আলিঙ্গনে মূর্ত্তিমতী স্বাহা ! তপস্বিনী হাসে···কাঁদে···থম্‌কে দাঁড়াল...ওই আবার ছুটে চল্‌লো ! কে ও অংশুমান ? জান ওকে ?—

অংশু। জানি গো জানি—
ও হচ্ছে এক পাগলিনী।
ওই যে হোথা গহন বন নদীর ওপারে
নিত্যি হোথা যেতাম আমি মিষ্টি ফলের তরে ;

দেখতে পেতাম চক্ষু বুজে পাগলী বসে আছে
আর এক পাগল ঠায় দাঁড়িয়ে তাহার পায়ের কাছে।

শ্রীরূপা। পাগল! কোথায় সে!

অংশু। কি জানি সই,—
ক'দিন হ'ল পাগল বুঝি ডুব মেরেছে কোথা…
পাগলী এখন কেঁদে বেড়ায় কেবল হেথা হোথা।
'কৃষ্ণ কোথায়…কৃষ্ণ কোথায়' ডুকরে কাঁদে একা,
দেখে আমার দুঃখ হ'ল,
আচ্ছা সখি, তুমিই বল—
কৃষ্ণের একি হচ্ছে উচিত? দেয় না কেন দেখা?

শ্রীরূপা। ও—তাই বুঝি তুমি কৃষ্ণ সেজেছ ওকে ফাঁকি দিতে?

অংশু। ফাঁকি দিয়ে চোখের জল মুছতে যদি পারি
দোষ কি বল? ওই যা এল!
পালাও সখি,—পালাও সখি, নইলে হবে আড়ি—

শ্রীরূপার প্রস্থান ও অংশুমানের বনান্তরালে অবস্থান।

তুলসীর প্রবেশ।

তুলসী। নীলপদ্ম…নীলপদ্ম মোর,
হায় হায়…এই ছিল—
দেখা দিয়ে পুনরায় কোথায় লুকাল!

অংশুমানের বংশীধ্বনি।

ওই ওই ওঠে মুরলীর ধ্বনি!
বংশী তানে ব্যাকুল পরাণী—
মত্ত ভৃঙ্গ সম ধায় বংশীধর চরণ কমলে।
হে ব্রজকিশোর শ্যাম,

কোথা হতে মুরলী বাজাও…
পরাণ হরণ করি' কোথায় পালাও ?
কাছে এস…দেখা দাও…
নিয়ে যাও বরমাল্য মোর—

অংশু। উঁ—

তুলসী। কে…কে তুমি কিশোর ?
কাছে এস ··কাছে এস মোর !

অংশু। উঁহু…যাচ্ছি না ক…মউ বনেতে থাচ্ছি বসে মউ—
হেথায় এসে মালা দিয়ে হও না আমার বউ !

তুলসী। মরি মরি…কী সুন্দর মূরতি শিশুর !
দুর্ব্বাদল ঘনশ্যাম…গলে বনমালা…
মৃদুহাস্য বিম্বাধরে…রূপে রসে কানন উজলা !
ঠিক যেন সেই মূর্ত্তি ! সেই মোর ধ্যানের দেবতা—
ক্ষুদ্র এ শিশুর বেশে উপনীত নয়ন সম্মুখে !

অংশু। তার মানে ?
ভাবছ বুঝি আসল নই…নকল কৃষ্ণ আমি ?
দোষ কি তাতে—ভাল জ্বালা—দাওনা এসে আমায় মালা,
না হয় হ'ব আসল নকল দুটোই তোমার স্বামী !

তুলসী। বালক—বালক—

অংশু। ও…ছেলেমানুষ পেয়ে আমায় ধরছে নাকো মনে ?
আচ্ছা, না হয় চাচ্ছ যাকে তাকেই দেব এনে।

তুলসী। দেবে ! দেবে তাঁকে এনে ?

অংশু। হুঁ, দিতে পারি এনে তাঁকে যারে তুমি চাও,
যদি আমায় পরিবর্ত্তে একটা জিনিষ দাও।

তুলসী। বল ত্বরা পরিবর্ত্তে কোন বস্তু চাও ?
হ'লে প্রয়োজন…অন্য ছার…দিতে পারি আপন জীবন—

অংশু। আহা থাক—থাক—
আসল কৃষ্ণ তরে তোমার জীবন যৌবন থাক—
আমায় শুধু দাওনা এনে নারায়ণী শাঁথ।

তুলসী। নারায়ণী শঙ্খ! কোথায় পাব!

অংশু। কেন…ওই তো হোথা পূজা বেদীর তলে!

তুলসী। কিন্তু ওযে কৃষ্ণ নারায়ণের—

অংশু। হ'লই বা তাঁর!
তাঁরি জিনিষ দিচ্ছ তাঁকে…
শাঁথ বাজিয়ে আনব তাঁকেই

তুলসী। তবে তাই হোক;
এই নাও নারায়ণী শাঁথ!
বল…বল এবে কোথা মোর কৃষ্ণ নারায়ণ!

অংশু। এল বলে…ভাবনা কি সই,
ভাল কথা…শঙ্খদানের দক্ষিণাটী কই ?

তুলসী। কি চাহ দক্ষিণা—

অংশু। বল শুধু তোমার হাতে জলভরা এই নারায়ণী শাঁথ
আমার যত তপ-শক্তি ইহার মাঝে থাক—

তুলসী। তোমার হাতে জল ভরা এই নারায়ণী শাঁথ
আমার যত তপ-শক্তি ইহার মাঝে থাক—

অংশু। তথাস্তু—তথাস্তু—হাঃ হাঃ হাঃ— প্রস্থান।

তুলসী। বালক—বালক—
একি অন্তর্দ্ধান হইল বালক!

সঙ্গে তার···একি হল···
সর্ব্ব অঙ্গ হতে মোর দীপ্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ যেন
বায়ুস্তরে গেল মিশাইয়া !
হায় হায়···তপঃ শক্তি শেষ হল মোর !
কেমনে লভিব তবে
তপস্যার ধন সেই শ্রীকৃষ্ণকিশোর !
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, সাধনার নীলপদ্ম মোর—

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । এই যে এসেছে সখি, নীলপদ্ম তব !

তুলসী । কে ! তুমি ! নিদ্রাচ্ছন্ন আমি···
কিম্বা দেখি জাগরণে বিচিত্র স্বপন !

শ্রীকৃষ্ণ । স্বপ্ন নহে, সত্য আমি শ্রীকৃষ্ণ তোমার ;
পঞ্চ বর্ষ ঘোর বনে
অনাহারে অনিদ্রায় চেয়েছ আমারে,
তাই দেবী, বর দিতে আসিয়াছি আমি ।
কহ এবে কি হেতু ডাকিলে মোরে,
কি তব প্রার্থনা—

তুলসী । অন্তর্য্যামী ভগবন,
তুলসীর অন্তরের আকুল আহ্বানে
সত্য আবির্ভূত যদি, জান নাকি···
কি প্রার্থনা জাগরিত অন্তরে তাহার—
জান নাকি···কোন বর বাঞ্ছা তুলসীর ?

শ্রীকৃষ্ণ । দেবী, বল স্পষ্ট ভাষে—

তুলসী । কি বলিব ! জান সবই—তবু চাহ শুনিবারে

রমণীর মুখে তার অন্তরের কথা !
লজ্জা নিবারণ তুমি—
কিম্বা তুমি লজ্জা বিনাশন !
যে হও সে হও···এত দিনে পেয়েছি তোমারে—
এ পাওয়ার আনন্দ প্লাবনে
যায় যদি যাক ভেসে লাজ লজ্জা সরম ভরম—
নিজ মুখে...শোন কৃষ্ণ,
নারী হয়ে নিজ মুখে করি উচ্চারণ—
হে সুন্দর, পতিরূপে বাঞ্ছা করি তোমা !

শ্রীকৃষ্ণ। তুলসী—তুলসী—এই তব বাঞ্ছা অন্তরের !
কৃষ্ণে চাহ পতিত্বে বরিতে ?—

তুলসী। কথা শুনি কি কারণ বিচলিত তুমি হৃষিকেশ ?

শ্রীকৃষ্ণ। দেবী, বক্ষে মোর মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ রতন ;
সে কৌস্তুভ মণি হতে
শ্রেষ্ঠ রত্ন বলে মানি তোমারে তুলসী ;
জীবন সফল মানি—
প্রিয়ারূপে বক্ষে পাই তোমারে যদ্যপি।
কিন্তু দেবী, জ্ঞান হয়
নিখিলের পুঞ্জীভূত জাগ্রত কামনা—
বাহু প্রসারিয়া তোমা চাহে ধরিবারে !
বিশ্বলোক চাহিছে তোমারে—
কেমনে শ্রীকৃষ্ণ তবে করিবে গ্রহণ ?

তুলসী। সে কি নারায়ণ, আমি তো চাহি না বিশ্বে !
সারা বিশ্ব পশ্চাতে রাখিয়া

সর্ব্ব কর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন
তোমা শুধু করি আকিঞ্চন—
হে দয়াল,—হে মধুর, তুমি মোরে করো না বর্জ্জন।

শ্রীকৃষ্ণ। বিচলিতা হয়ো না তুলসী,
অন্তরে বিস্ময় মানি—
তপঃশুদ্ধ তব কলেবর ..
বিশ্ব হতে বহু ঊর্দ্ধে তুমি...
তবুও কি হেতু বিশ্বের কামনা তোমা
পলে পলে স্পর্শ করিতেছে!

তুলসী। প্রভু, তপঃশক্তি হীনা আমি।
তোমারি আশায় সর্ব্ব তপঃশক্তি মোর
নারায়ণী শঙ্খসনে করেছি অর্পণ
ক্ষুদ্র এক বালকের করে—

শ্রীকৃষ্ণ। কি বলিলে? নারায়ণী শঙ্খসনে তপঃশক্তি তব
সমর্পণ করেছ বালকে!
নিরুপায়...দেবী, বুঝি আমি তবে নিরুপায়!

তুলসী। হৃষিকেশ—হৃষিকেশ—

শ্রীকৃষ্ণ। সেই তপঃশক্তি তব বিশ্বেরে শকতি দিল
স্পর্শিতে তোমারে!
সেই শক্তি লভি—
বিশ্বের কামনা পুঞ্জ উদগ্র প্রখর হয়ে
তোমা তরে প্রতিদ্বন্দ্বী মম!
বুঝিতে না পারি হে তুলসী,—
কেমনে তোমারে আমি বিশ্ব হতে লব ছিনাইয়া—

তুলসী। কি হবে উপায় তবে ?
ব্যর্থ হবে জীবন আমার !
পাব না তোমারে তবে পতিত্বে বরিতে !
হে নিষ্ঠুর, সত্য কহি,
তোমারি আশায় আমি তপঃশক্তি দিয়াছি বালকে ;
তবু যদি না কর গ্রহণ—
এ জীবন এই দণ্ডে গঙ্গাজলে দিব বিসর্জ্জন।

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ! তুলসী, আত্মহত্যা মহা পাপ তোমারে না সাজে।
যাও ত্বরা—
মধুর মিলন সাজে কর গিয়া তনু প্রসাধন।
প্রতিদ্বন্দ্বী যদি মম হয় পরাজিত—
আজি নিশা অৰ্দ্ধযামে
নিজে আমি তোমা সতী করিব গ্রহণ।
আর, পরাজিতে না পারি যদ্যপি…
আজি হতে বর্ষকাল শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ মনে
থেকো তুমি মম প্রতীক্ষায় ;
বর্ষকাল ব্রতাচারে তপঃশক্তি ফিরে পাবে যবে
বিশ্বের কামনা মুক্তা তোমারে তখন
বর্ষ পরে করিব গ্রহণ—

তুলসী। প্রভু, নারায়ণ,—

শ্রীকৃষ্ণ। চুপ্…দেবেন্দ্র বাসব সনে আসিছেন
মহর্ষি অঙ্গিরা ! যাও দেবী,—
তৃতীয় প্রহর তরে রহ প্রতীক্ষায়।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

ইন্দ্র ও অঙ্গিরার প্রবেশ।

অঙ্গিরা। বল কি দেবরাজ! স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে একথা বলেছেন?

ইন্দ্র। হ্যাঁ মহর্ষি! আমি তাঁরি মুখে শ্রুত হয়েছি—আজ এমন এক মহাবীর গঙ্গাতীরে নব কলেবর লাভ করবেন···যার দ্বারা... আমি দেবরাজ বাসব···আমারও প্রভুত্ব না কি খর্ব্ব হবে!

অঙ্গিরা। হুঁ—কোন্ বংশে তার জন্ম···মানব কিম্বা দানব সে···কিছু শুনেছ দেবরাজ?—

ইন্দ্র। তা জানি না মহর্ষি। তবে শুনেছি, আজ শ্রাবণ পূর্ণিমা রাতে তৃতীয় প্রহরে—পবিত্র গঙ্গা বারি···নারায়ণী শঙ্খ এবং বসুধার কোন শ্রেষ্ঠ সতীর তপঃশক্তির স্পর্শে সে নব দেহ লাভ করবে।

অঙ্গিরা। গঙ্গা বারি—নারায়ণী শঙ্খ এবং শ্রেষ্ঠ সতীর তপঃশক্তিতে তা'র নবকলেবর ধারণ! ভাল, দেবরাজ,—তুমি এখন কি করতে চাও?

ইন্দ্র। যে কোন উপায়ে হোক—আমি আমার সার্ব্বভৌম ইন্দ্রত্ব রক্ষা করব। তাকে কিছুতেই নব দেহ ধারণ করতে দেব না— সমস্ত দেবতাকে সম্মিলিত কবে আমি গঙ্গাতীর অবরোধ করেছি···একবিন্দু গঙ্গা বারিও যাতে আজ প্রাণী মাত্র স্পর্শ করতে না পারে।—

পবনের প্রবেশ।

পবন। গঙ্গা বারি অপহৃত হয়েছে দেবরাজ, গঙ্গা বারি অপহৃত হয়েছে।

ইন্দ্র। একি, পবন!

পবন। হ্যাঁ দেবরাজ, দেবগুরু বৃহস্পতি গণনা করে বলেছেন...তোমরা বৃথাই গঙ্গা তীর অবরোধ করেছ—গণ্ডূষ প্রমাণ গঙ্গা বারি গঙ্গা-বক্ষ হতে অন্যত্র লুক্কায়িত রয়েছে।—

ইন্দ্র। সে কি! শীঘ্র যাও···অন্বেষণ কর···অন্বেষণ কর—

অঙ্গিরা। দাঁড়াও পবন, দেবরাজ তুমি ব্যস্ত হয়ো না; গঙ্গা বারি যেথানেই লুক্কায়িত থাক—তবু যতক্ষণ নারায়ণী শঙ্খের সন্ধান না হবে ততক্ষণ তোমার শত্রু আবির্ভূত হবে না; সে শঙ্খ কেউ পাবে না···কিছুতেই না; কারণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই শঙ্খ ধরণীর অন্যত্র নেই...সে আছে শুধু আমারি আশ্রমে।—

ইন্দ্র। আপনার আশ্রমে! দেখি···দেখি···কোথায় সে শঙ্খ প্রভু!—

অঙ্গিরা। বিশ বৎসর সেই শঙ্খকে একাগ্র মনে পূজা দিয়ে এসেছি; বিশ্বের কারু সাধ্য নাই সে পুণ্য শঙ্খ স্পর্শ করে। দেখ দেবরাজ, সেই নারায়ণী শঙ্খ—একি! কি আশ্চর্য্য! এখানে তো নেই!

ইন্দ্র। কি মহর্ষি!

অঙ্গিরা। শঙ্খ—আমার নারায়ণী শঙ্খ···আমার নারায়ণী শঙ্খ—

তুলসীর প্রবেশ।

তুলসী। নারায়ণী শঙ্খ নারায়ণ গ্রহণ করেছেন প্রভু,—

অঙ্গিরা। কে! তুলসী! শঙ্খের সন্ধান তুমি জান?

তুলসী। জানবো না! আমি যে নিজের হাতে বালকরূপী নারায়ণকে দান করেছি—

অঙ্গিরা। কা'কে দান করেছ! বালকরূপী নারায়ণ···না কোন প্রতারককে! শীঘ্র ফিরিয়ে আন...শঙ্খ ফিরিয়ে আন!

তুলসী। দক্ষিণা সহ দান কি প্রকারে ফিরিয়ে আনব প্রভু?

অঙ্গিরা। দক্ষিণা দিয়েছ? কি দক্ষিণা?

তুলসী। দক্ষিণা দিয়েছি—আমার পঞ্চবর্ষ ব্যাপী তপস্যার ফল।

ইন্দ্র। সর্ব্বনাশ! নারায়ণী শঙ্খ···সতীর তপস্যার ফল···আর গঙ্গা জল?

তুলসী। আপনারা কি জানেন না যে নারায়ণী শঙ্খের গর্ভ সর্ব্বদাই গঙ্গা বারিতে পূর্ণ থাকে!—

ইন্দ্র। সত্য—সত্য! মহর্ষি, এখন উপায়? কোথায় গেল সেই ছলনাময় বালক? দেবগণ, প্রস্তুত হও...অস্ত্র সজ্জা কর...অস্ত্র-সজ্জা কর।—

ইন্দ্র ও পবনের প্রস্থান।

তুলসী। একি হ'ল! দেবগণ অমন বিচলিত হয়ে ছুটে গেলেন কেন? প্রভু, আমি কি কোন অপরাধ করেছি?—

অঙ্গিরা। অপবাধ! সর্ব্বনাশী,—ঐ শঙ্খ বালককে দান করে তুমি যে দেবগণের পবম দুর্দ্দৈবের নিমিত্ত হয়েছ। কেন দিলে শঙ্খ সেই বালককে?—

তুলসী। তিনি শুধু বালক নন...স্বয়ং নারায়ণ।

অঙ্গিরা। হোন তিনি নারায়ণ···কিন্তু এই আশ্রম মণ্ডপে প্রবেশ করে··· এই পূজাবেদী হতে আমার বিনা অনুমতিতে...এমন কি আমার অবর্ত্তমানে ওই শঙ্খ তুমি স্থানচ্যুত করলে কোন অধিকারে? জান না, পরস্ব অপহরণ করে' স্বয়ং নারায়ণকে দান করলেও দাতাকে পরস্বাপহবণ পাপে অপরাধী হতে হয়!—

তুলসী। প্রভু, আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম···তাঁকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে আমি পাপপুণ্য···ন্যায় অন্যায়...এমন কি সমস্ত বিশ্ব সংসার বিস্মৃত হয়েছিলাম।

অঙ্গিরা। বিস্মৃত হয়েছিলে—বিস্মৃত হয়েছিলে! বিস্মৃতির ঘোরে যে পাপ সাধন করেছ...তার জন্যে তোমায় যোগ্য দণ্ড নিতে হবে তুলসী—

তুলসী। কি দণ্ড ঋষিবর!—

অঙ্গিরা। তোমার প্রতি আমার অভিশাপ রইল—তোমার সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ জীবন আজ হ'তে অতল বিস্মৃতির তলে নিমগ্ন হবে। অন্য সব দূরে থাক...এমন কি অন্তরের পরম আত্মীয়কে... জীবনের শ্রেষ্ঠ আরাধ্য দেবতাকেও আর তুমি স্মরণে আনতে পারবে না!

তুলসী। ঋষিবর! ঋষিবর! একি দারুণ অভিশাপ দিলেন আমায়! সব ভুলে যাই...ক্ষতি নাই...কিন্তু আমার আরাধ্য দেবতার স্মৃতি হতে আমায় বঞ্চিত করবেন না। আমি যে তাঁরি আগমন প্রতীক্ষায় প্রতি পল গণনা করছি। তিনি এসে আমায় তাঁর বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত বক্ষে গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন... সেই আশায় আমি যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি ঋষিবর! আমার স্মৃতি লোপ হ'লে যদি তাঁকে চিনতে না পারি...যদি তিনি এসে ফিরে যান—সে যে হবে আমার মৃত্যুর অধিক যাতনা! অভিশাপ প্রত্যাহার করুন ঋষি, প্রত্যাহার করুন।

অঙ্গিরা। ঋষি-মুখ-নিসৃত অভিশাপ প্রত্যাহার করা যায় না তুলসী। আত্ম হারা হয়ে অতি কঠোর অভিশাপ দিয়ে থাকি যদি... তা হ'লে পুনর্ব্বার বলছি...আজীবন অভিশপ্তা থাকবে না তুমি। বর্ষকাল মাত্র এই অভিশাপের পরমায়ু; আর তার পূর্ব্বে যদি কোন শুভদিনে তোমার আরাধ্য দেবতা সত্যই তোমাকে বক্ষে তুলে নিতে আসেন...সেইদিন প্রিয়-আলিঙ্গনে তোমার বিস্মৃতির হবে অবসান।

তুলসী। ঋষিবর!—

অঙ্গিরা। যাও তুলসী, প্রস্তুত হও...সার্দ্ধ দুই প্রহর নিশা এখন...আর অর্দ্ধ প্রহর পরেই আমার অভিশাপ তোমায় গ্রহণ করবে।

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বনভূমি

বনবালাদের গীত

পাহাড়ীয়া মেয়ে চলি পাথর কাটিতে,
জোয়ান ভারে সরু মাজা (বুঝি) ভাঙ্গে হাঁটিতে ॥
ঝুণুঝুণু ঘুঙুর বাজে কাল পাষাণ বুকের মাঝে
চলার তালে ঝর্ণা নাচে রাঙা মাটীতে ॥

বাঁশুরীয়া শ্যামল মিতা সাজল মউয়া ফুলে
উহার সুরের ঢেউ লাগে মোর নিটোল গাঙের কূলে।
ছলছলিয়ে জোয়ার আসে আঁচল টানি লাজ তরাসে
ভুরুর শাসন মেনে জোয়ার যায় না ভাটিতে ॥

গীতান্তে প্রস্থান।

গোকর্ণ ও পুষ্পদন্তের প্রবেশ।

গোকর্ণ। চিন্‌লেন না আমায় ?

পুষ্প। না, মশাইয়ের নাম ?

গোকর্ণ। ও···বলিনি বুঝি! তাই বলুন! নাম বল্‌লে আপনি আমায় তক্ষুনি চিনে ফেলতেন···আমার নাম শ্রীগোকর্ণ।

পুষ্প। গোকর্ণ!—

গোকর্ণ। হুঁ-হুঁ—

পুষ্প। অদ্ভুত নাম বটে!

গোকর্ণ। তা মহাপুরুষদের সব কিছুই অদ্ভুত হয়ে থাকে। আমার বাবাও একজন মস্ত বড় মহাপুরুষ ছিলেন কিনা। তিনি কে—জানেন!

পুষ্প। আপনার বাবা কে···সে আপনিই ভাল জানেন!

গোকর্ণ। তিনি শ্রীশ্রী গোশৃঙ্গ

পুষ্প। বটে!

গোকর্ণ। পরমপূজনীয় ঠাকুরদা ছিলেন গোক্ষুর···তস্য পিতা গোলাঙ্গুল··· তস্য পিতা গোবুদ্ধি···তস্য পিতা গোবর—

পুষ্প। তস্য বংশধর আপনি হলেন মূর্ত্তিমান গোমূত্র!

গোকর্ণ। আজ্ঞে না, গোকর্ণ। মানে আমাদের গোটা বংশটা বলতে গেলে

পুষ্প। গোবংশ বুঝি?

গোকর্ণ। তা এক রকম বলতে পারেন। গরুর দুধ বাছুরে পায় না···পায় মাছুরে···মানে মানুষের বাচ্চারা; তেমনি আমাদের বংশের লাখো লাখো টাকা আমরা ভোগ করতে পাইনা—পায় আমাদের শ্বশুরের বাচ্ছারা...মানে আমাদের শ্যালক গুষ্ঠি?

পুষ্প। আপনার বুঝি অনেক টাকা?—

গোকর্ণ। হুঁ এবং ততোধিক শ্যালক...তাদের সবাইকে জানিও না! চিনিওনা! এই ধরুন না যেমন আপনিই একটী—

পুষ্প। কি?

গোকর্ণ। বলছিলাম কি আপনি আমার বাড়ীতে যাবেন?

পুষ্প। আপনার বাড়ী!

গোকর্ণ। মনে ভাবুন আমার স্ত্রী তরুণী—এবং মলয় রাজ্যের সেরা সুন্দরী। তার ওপর আমি রাজা হয়েও প্রাসাদে ঢুকতে পাই না···আর আমার স্ত্রী মলয় রাণী হয়ে একাকী রাজত্ব ভোগ করছেন। ভাল করে কল্পনা করুন, আমি প্রাসাদে নেই···তরুণী রাণী একা আছেন···সদর দরজা একেবারে খোলা! কি করেন আপনি তা হ'লে?

পুষ্প। সোজা রাণীর মহলে ঢুকে পড়ি।

গোকর্ণ। (সহাস্যে) তা হলে আপনি আমার একটী—আস্ত শালা।

পুষ্প। কি!—

গো। আহা, চটবেন না! না হয় আমার স্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। আপনার মত হাজার গণ্ডা ছোঁড়া রাণীর মহলে ফুরুত ফুরুত করে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে...জিজ্ঞাসা করলেই রাণী জবাব দেন 'ওরা আমার ভাই।' তার মানে। তারা সবাই নাকি এই গোকর্ণের শালা।

পুষ্প। তাই বলুন···সেই শালাদের উপদ্রবেই আপনি বাড়ী ছাড়া!

গোকর্ণ। আজ্ঞে না, শালারা এখন গা-সওয়া হয়ে গেছেন। স্ত্রীর আদেশে তাঁর স্নানের জল আনতে বেবিয়েছিলাম·· আমরা ছোঁয়া জল না হ'লে তাঁর স্নান হয় না কিনা?

পুষ্প। ও···আপনিই তা হলে সেই সতী—

গোকর্ণ। কোন সতী?—

পুষ্প। বুঝলেন না—আজ যে এক সতীর ছোঁয়া গঙ্গা জলে আর নারায়ণী শঙ্খের স্পর্শ পেয়ে সুদামা গোপের কাটা হাত জোড়া লেগেছে—অন্ধ চোখে দৃষ্টি পেয়েছে! সে এখন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান...বায়ুর ন্যায় বলবান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় রূপবান হয়েছে।—

গোকর্ণ। অ্যাঁ...বলেন কি? আপনি রহস্য করছেন না ত?

পুষ্প। রহস্য! আমি নিজে সেই সুদামাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম গঙ্গা জলে স্নান করাতে! দেবতারা গঙ্গা তীর পাহারা দিচ্ছে···আর সুদামাও স্নান না করে ছাড়বে না! একদল দৈত্য এসে সুদামার পক্ষে দাঁড়াতেই দেব দৈত্যে লড়াই বেঁধে গেল!

সেই ফাঁকে এক বালক এসে সতীর ছোঁয়া সেই জলে সুদামাকে স্নান করিয়ে দিল। সুদামা হ'ল তখন দৈত্যদের সঙ্গী…আর লড়াই দেখে আমি হলাম পগার পার।

গোকর্ণ। পগার পার হয়ে বেশ বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। কিন্তু ভাবছি সতীর ছোঁয়া জলের এত মহিমা? তা মশায়, আমার এই কুৎসিৎ চেহারাটাও সুরূপ হতে পারে?

পুষ্প। নিশ্চয়ই পারে…অবশ্য যদি সতীর সন্ধান পান।

গোকর্ণ। হেঃ আমার আবার সতীর অভাব! আরে…হাজার হাজার উড়ো শালার দৌরাত্ম্যি হাসি মুখে সইছেন আমার রাণী রূপ-মঞ্জরী। তার চেয়ে বড় সতী আবার কে? যাই রূপ-মঞ্জরীকে স্নান করিয়ে তার গা-ধোয়া জল টুক্ করে একটু খেয়ে ফেলি; তখন আমার আবার পুনর্যৌবন হবে…কেমন কিনা—স্ত্রীর গা-ধোয়া জল খেয়ে আমার পুনর্জন্ম হবে না!—

পুষ্প। গোবংশধরের উপযুক্ত কথাই বটে।

গোকর্ণ। কেমন কিনা, তা হ'লে আমায়—আশীর্ব্বাদ করুন পুনঃ মূর্ষিক ভব বলে—

পুষ্প। পুন মূর্ষিক ভব—

গোকর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে ২ উভয়ের প্রস্থান।

অপর দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্খচূড় বেশধারী সুদামার প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। অপূর্ব্ব অদ্ভুত কথা শুনাইলে সখা! তারপর!—

শঙ্খ। সমস্ত জাহ্নবী তীর অবরোধ করেছে দেবতা—
কাতরে কাঁদিয়া কহি
মস্তকে করিব স্পর্শ এতটুকু জল দেহ মোরে;

যত করি অনুনয়
ততবার তিক্ত কণ্ঠে ভৎসিল আমায় !

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ছি...দেবতার এ বড় অন্যায়।

শঙ্খ। অন্যায়ের প্রতিরোধ তরে ধেয়ে এল দানব মণ্ডল ;
কথায় বাড়িল কথা—
দেব-দৈত্য অস্ত্রে শেষে বাজিল ঝঞ্চনা।
ভীত-ত্রস্ত্র পুষ্প দন্ত আমারে ফিরাতে না'রি
জাহ্নবী পুলিন হতে গেল পলাইয়া—
সেই অবসরে রহস্য-মধুর
এক কিশোর বালক
বাহু মম করিল আশ্রয়।

শ্রীকৃষ্ণ। কিশোর বালক !
দেখেছ তাহারে সখা ?

শঙ্খ। তখনো পাইনি আঁখি কেমনে দেখিব···
কর্ণে শুধু বাণী শুনিয়াছি !
সেই কণ্ঠস্বরে—
তোমারে তখনি মনে পড়িল কেশব ;
ঠিক এই মধু কণ্ঠ···
এই মত অপূর্ব্ব রাগিণী !
গঙ্গা জলে অভিষেক সারি'
শঙ্খচূড়া দানিয়া মস্তকে
অন্তর্দ্ধান হইল কিশোর।
সে মুহূর্ত্তে দিব্য কান্তি লভিলাম সখা,
অযুত হস্তীর বল লভিলাম বাহুতে হৃদয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ। কাহিনী বিচিত্র তব, জাগে কৌতুহল
দেব দৈত্য কলহের পরিণতি করিতে শ্রবণ।

শঙ্খ। অকস্মাৎ দানবের আবির্ভাব তরে
প্রস্তুত ছিল না দেবগণ—
তাই আপাততঃ যুদ্ধ পরিহরি—
স্বর্গ পুরে ফিরে গেছে তারা।
কিন্তু মনে ভাবি, আজিকার প্রতিশোধ নিতে
পুণঃ যদি দেবগণ আক্রমণ করে দৈত্যদলে!

বৃহদ্রথের প্রবেশ।

বৃহ। হে ধীমান, উৎকণ্ঠিত দৈত্যগণ—
অপেক্ষিছে তোমার কারণ।

শঙ্খ। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) সখা,—

বৃহ। আকাঙ্ক্ষা সবার—
তুমি হবে নির্ব্বাচিত জাতির নায়ক,
দৈত্য সিংহাসনে মোরা বসাব তোমারে।

শঙ্খ। সখা, কি যুক্তি তোমার—!

শ্রীকৃষ্ণ। রাজ সিংহাসন···হীরক মাণিক্য দ্যুতি···
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রার নিক্কন—
তা হতে কি প্রিয় হবে
দীন এই গোপ সুত কৃষ্ণের বচন?

শঙ্খ। সখা—সখা,—এই কি তোমার কথা!
দৈত্য সিংহাসন ছার
জান নাকি ত্রিলোকের আধিপত্য হতে—
শ্রেষ্ঠতর কাম্য মোর বন্ধুত্ব তোমার!

নহে সিংহাসন তরে—মনে সাধ
নিপীড়িত দৈত্যকুলে করিব রক্ষণ।
আমারি কারণ দৈত্যগণ সহে যদি দেবের নিগ্রহ
আমি কি নীরবে কৃষ্ণ দূরে সরে রব ?
দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড হতে দীপ্তিমান এই দেহ মোর
দুর্দ্দিন-বান্ধবে যদি না করি রক্ষণ
কোন প্রয়োজন—কোন প্রয়োজনে তবে
করি কৃষ্ণ এ দেহ ধারণ!
দৈত্য কুলে যদি নাহি যাব—
বল কৃষ্ণ, ঘৃণ্য এ জীবন তবে কোথায় লুকাব ?
সিন্ধুতলে কিম্বা কহ প্রজ্জলিত বহ্নিকুণ্ড মাঝে ?

শ্রীকৃষ্ণ। না সখা স্থান তব দুর্দ্দিন বান্ধব
সেই দৈত্যকুল মাঝে
নবীন জীবন পথে নূতন প্রভাতে
দানব বেঁধেছে রাখী বাহুতে তোমার ;
দৈত্য পরিচয়ে তুমি আজি হতে হবে পরিচিত···
শঙ্খচূড় হবে তব নাম।

শঙ্খ। সখা, সখা,—
হে দৈত্য প্রবর,
স্বজন মণ্ডলে তব প্রদান এ শুভ সমাচার।

বৃহ। যথা আজ্ঞা মতিমান,—

শ্রীকৃষ্ণ। আরও শোন বীর,
প্রস্তুত রাখিও তুমি একখানি পুষ্প-সজ্জা সজ্জিত বিমান।

বৃহদ্রথের প্রস্থান

শঙ্খ। পুষ্প-সজ্জা সজ্জিত বিমান!
তাহে কিবা হবে প্রিয়বর?

শ্রীকৃষ্ণ। দৈত্যেন্দ্রাণী পদব্রজে যাবে দৈত্য পুরে?

শঙ্খ। দৈত্যেন্দ্রাণী!—

শ্রীকৃষ্ণ। হাসালে আমারে তুমি সখা!
দিব্য-কান্তি, সাম্রাজ্য লভিয়া—
ভুলেছ কি সেই জনে, যার তরে এত আয়োজন!
মনে নাই, দোঁহে মোরা প্রিয়ার বিরহী—
এক ধর্ম্ম···এক মর্ম্ম দুজনার···
প্রিয়ার সন্ধান লাগি দোঁহার মিতালি!

শঙ্খ। ভুলিনি সে মিতালি কেশব!
পেয়েছ কি সন্ধান প্রিয়ার?

শ্রীকৃষ্ণ। কার প্রিয়া?
বলিছ তোমার কথা অথবা আমার?
জানতো আমিও লভিব প্রিয়া—
দিয়েছিলে তুমিই আশ্বাস!

শঙ্খ। নিতান্ত নির্লজ্জ আমি
আত্মসুখে সতত আগ্রহ;
উচাটন তনুমন···আগে কহ শুনি,
আমার প্রিয়ার কথা—

শ্রীকৃষ্ণ। উঁহু...আগে শোন মোর কথা;
জান সখা, পেয়েছি সাক্ষাৎ তার!

শঙ্খ। ভাগ্যবান তুমি সখা,—
কহ ত্বরা আমার মানসী প্রিয়া—

শ্রীকৃষ্ণ। চুপ···শোন সখা,
আমার প্রিয়ারে যদি দেখ একবার
ভুলে যাবে অন্য কথা···
এমন কি প্রিয়ারে তোমার—

শঙ্খ। ভুলিব প্রিয়ারে!

শ্রীকৃষ্ণ। কারণ···মম প্রিয়া সমা অনিন্দ্য সুন্দরী বামা
নাহি কেহ চন্দ্র সূর্য্য তলে।

শঙ্খ। মিথ্যা কথা!
আমার প্রিয়ারে কৃষ্ণ দেখিতে যদ্যপি—
লজ্জিত কুণ্ঠায় তবে প্রিয়া রূপ বর্ণনায় হইতে বিরত।
অনন্দ্য সুন্দরী বামা
ত্রিজগতে শুধুমাত্র আছে একজনা;
সেই জন বাঞ্ছিতা আমার!

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তম···অনর্থক কলহের নাহি প্রয়োজন;
তৃতীয় প্রহর রাত্রি সমাগত প্রায়—
অচিরাৎ হবে এই কলহ ভঞ্জন।

শঙ্খ। সখা, ওকি সখা, ক্ষুদ্র বালকের সনে
কে ও নারীমূর্ত্তি আসি প্রবেশিল বনে!

শ্রীকৃষ্ণ। আসিয়াছে!
সম্মুখীন হওয়া এবে হবে না সঙ্গত!
চল সখা, যাই ওই বৃক্ষ অন্তরালে।

উভয়ের অন্তরালে প্রস্থান।

তুলসী ও অংশুমানের প্রবেশ।

তুলসী। কই···কই হে কিশোর,—

তৃতীয় প্রহর রাত্রি বুঝি ধেয়ে আসে•••লাগে বুঝি ঋষি-অভিশাপ
তার পূর্ব্বে কোথা পাব প্রিয়েরে আমার ?

অংশু। হেথাই পাবে, ব্যস্ত কেন অত ?
ব্যস্ততাতেই ভুল হয়ে যায়···গোল বেঁধে যায় যত।
সত্য কহি, আনতে তোমায় ধরে
কৃষ্ণ কানাই নিজে এসে বলে দিলেন মোরে।

তুলসী। আনিয়াছ কৃষ্ণের আদেশে।
কিন্তু হে কিশোর, যাত্রা কালে হেরিয়াছি মহা তুর্লক্ষণ
পাষাণ শিলায় পড়ি অকস্মাৎ স্খলিত চরণ
পদনখ রক্তসিক্ত হল ; প্রাণ কাঁপে দুরু দুরু ;
কেন হেন অশুভ ঘটিল !

অংশু। অকল্যাণে ভয় যদি হয় মনে
শুভঙ্করী মায়ের দেউল রয়েছে এই বনে।
সেথায় চল প্রণাম করে আসি
কান্না ছেড়ে ফুটবে মুখে হাসি।

তুলসী। তাই চলো কিশোর বালক,
জননীরে করে আসি ত্বরায় প্রণাম।

উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। দেখিয়াছ সখা,—

কৃষ্ণ। আমি তো দেখেছি সখা,—
যুগ যুগ পিপাসিত অন্তর ভরিয়া ;
এবে তুমি দেখে বল

তুলসী সমান হেন রূপবতী বামা
আছে কিগো এ তিন ভুবনে ?

শঙ্খ। বিস্মিত করিলে সখা,—
তুলসীরে জান তবে তুমি—

কৃষ্ণ। অহর্নিশা মৌন ধ্যান করিতেছি যারে
জানিব না তারে শঙ্খচূড় !

শঙ্খ। কি···কি বলিলে ··
তুলসীরে ধ্যান কর তুমি !
তবে কি—তবে কি এই তাপসী তুলসী—
হে কেশব, উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল মোর সমস্ত অন্তর,
সন্দেহ দোলায় আর দুলিতে না পারি···কহ স্পষ্ট করি—
তুমি কি—তুমি কি এই তুলসীরে তবে—

কৃষ্ণ। ভালবাসি হৃদয় ভরিয়া—
তুলসীই মানসী আমার।

শঙ্খ। কৃষ্ণ,—কৃষ্ণ,—

কৃষ্ণ। একি সখা, বিচলিত তুমি !
হাঃ হাঃ হাঃ বান্ধবের পরিহাস সহিতে পারনা !

শঙ্খ। পরিহাস !

কৃষ্ণ। নিতান্ত এ পরিহাস সখা !
বলেছিনু···না জানিয়া নারীর অন্তর
স্ববলে গ্রহণ করা হয়না উচিত···
তবু তুমি নাহি শোনো কথা···এতই দুর্জ্জয় তব শক্তি-মত্ত প্রেম
বলে চাহ লইতে তাহারে !
তাই আমি করিয়াছি ক্ষণিক কৌতুক—

শঙ্খ। তাই হবে! রসিক শেখর তুমি...করিয়াছ রহস্য কেবল!
কিশোর বালক মুখে ক্ষণপূর্ব্বে করেছি শ্রবণ
আপনি এনেছ তুমি তুলসীরে এ বন ভূমিতে
সে তো শুধু আমাদেরি মিলন ঘটাতে!
সখা, সখা, এই প্রীতি···এই তব অতুলন দান
ঋণী আমি শঙ্খচূড়—
আজীবন রহিবে স্মরণ—
ওই আসে তুলসী হেথায়!
সখা, যাই আমি তবে—

শঙ্খ। সেকি কৃষ্ণ, দেখিবে না মিলন মোদের?
আজ নয়···আজ পারিব না সখা,—
অন্যদিন আসিব দেখিতে।

শঙ্খ। সখা!

কৃষ্ণ। আমার দেহের কান্তি উত্তরীয় সম তোমা করুক বেষ্টন;
আমার নয়ন জ্যোতিঃ নীরবে ঝরুক আজি নয়নে তোমার!
দরিদ্র রাখাল কৃষ্ণ অর্থ বিত্তহীন···
কি তোমারে বন্ধুবর দিব উপহার!
তুলসী···তুলসীরে দিয়ে গেনু সখা,
সে যেন তোমারে পারে ভাল বাসিবারে—

প্রস্থান।

শঙ্খ। প্রিয়বর—প্রিয়বর,—

তুলসী ও অংশুমানের প্রবেশ।

তুলসী প্রিয়বর—কোথা প্রিয়বর!
কোথা যাও তুলসীরে ছাড়ি!

শঙ্খ। তুলসী—

তুলসী। কে! কে তুমি ডাকিলে মোরে?

শঙ্খ। আমি—আমি তব দীন ভক্ত···প্রেমের পূজারী—

তুলসী। না—না—না—তুমি নহ···তুমি নহ...
তোমারে চিনিনা আমি।
কিশোর—কিশোর,—

অংশু। তাকিয়ে দেখ চক্ষু মেলে
এই কি নহে তোমার প্রিয় জন?
আসনি কি এবেই দিতে সকল দেহ মন?
ভুল যদি হয় ভেবে দেখ, বল সত্য বাণী,
অন্য জনে চাও যদি সই, দেব তাকেই আনি।

শঙ্খ। তুলসী—তুলসী,—
আমি দেবী, ভালবাসি তোমা;
কত যুগ যুগান্তের প্রতীক্ষা বেদনা
দেখ মোর দুনয়নে জাগে—

তুলসী। সেই দ্যুতি নয়নে অধরে···
সেই নারায়ণী শঙ্খ চূড়া রূপে রয়েছে মস্তকে!
কি বলিলে? আমা হেতু প্রতীক্ষা তোমার!
তুমি মোর প্রেমের দেবতা!
সত্য যদি তুমি হও
তবু কেন অন্তরে সংশয়!

নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি

ওই—ওই বাজে শঙ্করী দেউলে
তৃতীয় প্রহর রাত্রি সঙ্কেত বাজনা!

চেতনা মুছিয়া যায়···স্মৃতি চলে যায়···
নেমে আসে বুঝি তীব্র ঋষি অভিশাপ !
জীবন দেবতা মোর—
তাহারেও বুঝি আজ আঁধারে হারাই !

শঙ্খ। তুলসী···তুলসী —!

তুলসী। হে সম্মুখচারী মোর,—
বিস্মৃতির ঘোরে যদি প্রিয় বলি' না চিনি তোমারে ··
চোখে যদি লাগে ভ্রম,
ক্ষমা ক'রো···ক্ষমা ক'রো গুরু অপরাধ···
এনেছি কুসুম মাল্য···কৃপা করি লহ কণ্ঠ পরে।

অংশু। সখি—সখি,

তুলসী। কাঁদিও না হে কিশোর,—
বিস্মৃতির বেশে আসে মরণ আঁধার···সময় নাহিক আর···
এ মহা মুহূর্ত্তে আজি অশ্রু-সিক্ত করিও না তুমি।
দাঁড়াও সম্মুখে মোর স্থির ধ্রুব জ্যোতি,
তোমারে রাখিয়া সাক্ষ্য তোমারে স্মরিয়া
সতী তুলসীর মালা পতিজ্ঞানে অর্পিনু ইহারে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শঙ্খচূড়ের প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান

শ্রীরূপার গীত

সে কথা আজিকে বল বল প্রিয়, আমার মনের কানে।
যে কথাটী বাজে রিণি ঝিণি ঝিণি বাদল ধারার গানে ॥
বনের কামনা আছিল গোপন মাটীর গহন তলে
জাগে সে চাঁপায় করবী কেয়ায় বিকচ মালতী দলে।
তারই সাথে মোর মনমঞ্জরী দুয়ারেতে কর হানে।
বল বল কথা রিণি ঝিণি ঝিণি বাদলধারার গানে।

প্রস্থান

ছদ্মবেশী ইন্দ্র ও পবনের প্রবেশ।

ইন্দ্র। পবন!

পবন। একি! গুপ্তবেশে স্বয়ং দেবরাজ!

ইন্দ্র। তোমার বিলম্ব দেখে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলাম…তাই নিজে দৈত্য-পুরীতে এলাম। দেবগুরুর গণনা—ইন্দ্র-বিজয়ী হবে ওই দৈত্য শঙ্খচূড়…আমি কি চুপ করে থাকতে পারি? সংবাদ বল …দেখলে পুরীর সর্ব্বত্র?

পবন। দেখেছি দেবরাজ! নব বিবাহিত সম্রাট সম্রাজ্ঞী আজই প্রবেশ করল দৈত্যপুরে, আজই তাদের ফুল-শয্যা রাত্রি!

ইন্দ্র। দৈত্যগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নয় তবে?

পবন। তা যদি থাকতো তাহলে আমি কি শত্রু রূপে পুরী প্রবেশ করতে পারতাম কিম্বা আপনিই কি পারতেন? ওরা সবাই আজ রাজাজ্ঞায় উল্লাস কর্চ্ছে!

ইন্দ্র। উল্লাসের উপকরণ?

পবন। প্রচুর বারুণী সুরা···সহস্র সুরা-সম্বাহিকা তরুণী দৈত্যপুরে প্রেরণ করেছি।

ইন্দ্র। সুরা-সম্বাহিকাগণ যদি ধৃত হয়?

পবন। ওদের শিখিয়ে দিয়েছি···মলয় পর্ব্বতের মহারাণী রাজপূজার উপচার পাঠিয়েছেন; মলয় এদের সামন্ত রাজ্য, সুতরাং আমাদের প্রতি সন্দিহান হওয়া অসম্ভব।

ইন্দ্র। তুমি চতুর। এস, সুসজ্জিত দেব সেনা পুরী পশ্চাতে অপেক্ষা কর্চ্ছে।

পবন। এ্যাঁ বলেন কি! তবে কি এই রাত্রেই—

ইন্দ্র। শত্রু বিনাশে বিলম্ব করা রাজনীতির বহির্ভূত! আমাদের অপেক্ষা কেবল দানবগণের সুরা মত্ততা উপস্থিতির সময়টুকু।

পবন। চুপ···চুপ—

ইন্দ্র। কে?

পবন। স্বয়ং সেই মূর্ত্তিমান দুর্দ্দৈব! পালিয়ে আসুন—

উভয়ের প্রস্থান।

শঙ্খচূড় ও বৃহদ্রথের প্রবেশ।

শঙ্খ। দৈত্যপুরী মধ্যে এত তীব্র সুরা কোথা হতে এল বৃহদ্রথ?

বৃহ। মলয় অধিশ্বরী উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেছেন সম্রাট।

শঙ্খ। প্রীতির দান এ নয় বৃহদ্রথ, এ মুমূর্ষ জাতিকে নিশ্চিত মৃত্যুর পানে এগিয়ে দেওয়া, এ হল কূট রাজনীতির একটা মস্ত বড়

চাল। মলয় রাণী রমণী···তাঁর আড়ালে থেকে আর কোন বড় শক্তি এ চাল চালেনি ত বৃহদ্রথ!

বৃহ। সম্রাটের ইঙ্গিত কি তবে দেবতাদিগকেই লক্ষ্য করে!

শঙ্খ। আশ্চর্য্য নয়।

বৃহ। সুরা পূর্ণ সমস্ত কুম্ভ বিষবৎ পরিত্যক্ত হয়েছে মহারাজ।

শঙ্খ। ওরা স্বেচ্ছায় সুরাপান পরিত্যাগ কর্ল না রাজ আজ্ঞায়!

বৃহ। ওরা ভাব্‌ছে এতে—

শঙ্খ উৎসবের অঙ্গহানি হ'ল?

বৃহ। এরপর উৎসব পরিত্যাগ করে কখন রণসাজে সজ্জিত হবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয়...পুরী মধ্যে তারই জল্পনা কল্পনা চলেছে।

শঙ্খ। যুদ্ধ। না···দেবতাদিগকে আমরা আক্রমণ করব না। তারা আক্রমণ করলে প্রতি-আক্রমণ করব। যাও, ওদের নির্ভয়ে উৎসব করতে বল। তীব্র-গন্ধী ঐ বিদেশী সুরার পরিবর্ত্তে ওরা পান করতে পারে আজ প্রচুর পরিমানে ওদের জাতীয় সুরা মহুয়া! আবেশ নয়···উত্তেজনা, নিদ্রা নয়···দীপ্ত জাগরণ; হিমশীতল মৃত্যু নয়···অসুরের চাই আজ উদ্বেল উচ্ছ্বসিত বলিষ্ঠ জীবন! আনন্দ···আনন্দ···প্রচার কর বৃহদ্রথ, আজ রাজ্যময় সবাই আনন্দের অধিকারী—

[বৃহদ্রথের প্রস্থান···নেপথ্যে আনন্দ কল্লোল ও যন্ত্রধ্বনি]

ঐ উৎসবের বাঁশী বেজে উঠল, সমস্ত দৈত্যপুরী আনন্দ বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল। আনন্দ···আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দ-মুহূর্ত্ত এগিয়ে আসছে। সে আনন্দের প্রাচুর্য্যে আমার চতুর্দ্দিকে যারা ম্লান মুখে···নতনেত্রে দাঁড়িয়ে আছে তাদের

সবাইকে পূর্ণ করে দিতে চাই! জীবনের অধিশ্বরী দেবী,…হে আমার ধ্যান লব্ধ স্বুবর্ণ প্রতিমা,…এসো, এ আনন্দ-লগ্নে তুমিও আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়াও! তুলসী…তুলসী,—

প্রস্থান।

অপর দিক হইতে তুলসীর প্রবেশ।

তুলসী। ঐ-ঐ আমায় আবার ডাকে! কৈ? কেউ তো নেই এখানে! তবে কার ডাক শুনে আমি বার বার এমন চম্‌কে উঠি! ওরা আমায় ফুলের সাজে সাজাচ্ছিল…আজ নাকি আমাদের ফুল-শয্যা…তাই ওরা কত আনন্দ কচ্ছে…হাসছে…গান গাইছে… আমাকে হাসতে বলে…হাসতে যাই…অমনি দুচোখ জলে ভেসে যায়। কেন পারি না…কেন হাসতে পারি না!

নেপথ্যে অংশুমান।

অংশু। তুলসী…সই—

তুলসী। ঐ-ঐ আবার ডাকে! ঐ ডাক আমায় পাগল করে দেয়! ওগো, কে তুমি…যেই হও অমন করে আড়াল হ'তে ডাক দিয়ে পালিয়ে যেওনা…সামনে এসো…আমার সামনে এসো।

অংশুমানের প্রবেশ।

অংশু। সই…তুলসী—

তুলসী। কে…কে তুমি মধুকান্তি বালক? কি করে আমার নাম জানলে? কেন তুমি ডাক্‌ছিলে আমায়!

অংশু। ডাকবো না তো কি?
তুমি যে মোর প্রাণের দোসর…
তুমি আমার সখি!

তুলসী সখি! আমি…আমি তো তোমায় চিনি না বালক!

অংশু। বাঃ, দিব্যি মেয়ে যা হোক তুমি ভাই—
এত কালের এত প্রীতি
এত ভালবাসা—
ভুলে গেলে ? এ কোন রীতি ?
মিথ্যে আমার আশা !
রাজার বাড়ী এসে সখি, ভুলেই যদি থাকো
তা বলে ভাই রাখাল তোমায় ভুলতে পারে না তো।

তুলসী। রাখাল···ওগো বনের রাখাল...কোথায় কবে তোমার সঙ্গে হয়েছিল আমার মিতালী··মনে আনতে পারি না! অতীতের পানে তাকিয়ে দেখি··সেখানে সব অন্ধকার···কোন কথা ভাবতে পারিনা···স্মরণে আনতে পারিনা! না পারি···তবু যেন মন বলে···হ্যাঁ ঐ তোর মিতা···জীবন মরণের মিতা... ইহকাল পরকালের মিতা! এসো রাখাল, তুমি আমার সঙ্গে এসো—

অংশু। কোথায় ?

তুলসী। আমার বাড়ী—

অংশু। তোমার বাড়ী।

তুলসী। হ্যাঁ···আমার গৃহে—

অংশু। যেতে তো ভাই খুবই সাধ···দেখতে পেলে বকবে না তো কেউ ? ঘটবে না তো বিষম পরমাদ ?

তুলসী। না, তোমায় কেউ বকবেনা—আমি তোমায় আমার গৃহে লুকিয়ে রাখব! আমার বুকভরা বেদনার কথা···ওগো বিশ্ব-বিমোহন রাখালিয়া বন্ধু আমার, আমি তোমায় গানে গানে শোনাব··· কেউ দেখবেনা·· কেউ শুনবে না।

অংশু। অবাক কল্লে´!

এতটুকুন্ মেয়ে তুমি, তোমার কিসের ব্যথা?

সোয়ামী এক মস্ত রাজা, সেপাই সান্ত্রী লক্ষ প্রজা—

এত পেয়েও তোমার সখি, এমন আদিক্ষ্যেতা?

তুলসী। রাখাল···রাখাল!

অংশু। কি বল্লে? বুকের ব্যথা? দুর দুর বুক কাঁপে?

বদ্যি ডাকাও মালিশ লাগাও···এক্ষনি সব যাবে।

তুলসী। রাখাল···রাখাল···এযে সে বেদনা নয় রাখাল! এতো আমি কাউকে বোঝাতে পারিনা! আমার হৃদয় শুধু কাঁদে···না-বলা কথার চাপে আমার সমস্ত হৃদয় এক সাথে গুমরে কেঁদে ওঠে!

অংশু। ছিঃ, কাঁদিসনে তুই ··কাঁদিস নে তুই আর—

কাঁদতে দেখে আমার চোখেও বইছে জলের ধার।

আঘাত যে পায়, ব্যথা কি সই, একলা তারই বাজে?

যে দেয় আঘাত তারও বুকে কঠিনতম বেদন নাহি রাজে?

তুলসী। রাখাল! তুমি কে—তুমি কে?

অংশু। চুপ···পালাই সখি, আসছে তোমার বর।

তুলসী। বর!

অংশু। হুঁ···যাওগে এবার···ফুলশয্যা···কর বাসর ঘর— প্রস্থান।

তুলসী। বাসর ঘর···ফুলশয্যা···আজ আমার ফুলশয্যা রাত্রি! তাই তো! এইতো আমি ফুলের মালা পরেছি···ফুলের মুকুট মাথায় দিয়েছি। কিন্তু কোথায় আমার বর! কোথায় আমার বঁধু!

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। আঁখি তুলে দেখ সুহাসিনী,

বর তব দাঁড়ায়ে সম্মুখে—

তুলসী। কে! তুমি!

শঙ্খ। একি! চমকিতা কি হেতু প্রেয়সী!
তোমার নয়ন ছায়ে আশঙ্কিতা বনকুরঙ্গিনী যেন চাহে ফিরে ফিরে!
লো কল্যাণী! ভয় নাই...ব্যাধ নহি আমি,
তীক্ষ্ণ বাণে যে বিধেছে তোমা—
আমারেও সেইজন বিদ্ধ করিয়াছে;
অলক্ষ্যে সঞ্চার তার···নাম পুষ্পধনু!
পুষ্পশয্যা রচি সখি, তাঁহারি ইঙ্গিতে
দাস তব প্রতীক্ষা ব্যাকুল!

তুলসী। পুষ্প শয্যা!

শঙ্খ। ভুলে গেছ? আজি সখি, প্রথম মিলন রাত্রি কুসুম-শয়ন!
এমন বিমনা তুমি মানস মোহিনী!
চেয়ে দেখ, উর্দ্ধে নীলাকাশ আজি জ্যোছনাপ্লাবিত,
নিম্নে ধরা শ্যামাঙ্গী শোভনা,
মাধবী মল্লিকা গন্ধে আকুলিত গগন পবন!
চল সখি, এ লগনে গৃহে চল মোর—
অতৃপ্ত প্রণয়গাথা কত দিবসের···কত দীর্ঘ রজনীর
প্রতীক্ষা কাহিনী—একে একে শোনাব তোমারে!

তুলসী। না না...গৃহে নয়···গৃহবাস উত্তপ্ত কঠোর;
শ্বাস মোর রুদ্ধ হয় সেথা—

শঙ্খ। সে কি প্রিয়তমে?

তুলসী। প্রভু!

শঙ্খ। দৈত্যপুরে কেহ তোমা অনাদর করেছে তুলসী?
করিয়াছে রূঢ় আচরণ?

তুলসী। না না, প্রভু,
পুরনারী দাসদাসী পরিজন সবে
বাঁধিয়াছে সমভাবে প্রীতির বন্ধনে।

শঙ্খ। তবে আমি—করিয়াছি অমর্য্যাদা তব ?

তুলসী। কিছু নয়—কিছু নয় দৈত্যেশ্বর,
তুমি মোরে দানিয়াছ অতুল গৌরব।

শঙ্খ। তবে ? বল প্রিয়ে,—
কি কারণ গৃহ মোর উত্তপ্ত কঠোর ?

তুলসী। বলিতে পারিনা প্রভু, প্রশ্ন সুধায়োনা—
সত্য কহি, আপনি বুঝিতে না'রি···
কি বোঝাব তোমা—

শঙ্খ। তুলসী···প্রিয়ে—

তুলসী। প্রভু, এক অনুনয় মোর রাখিবে কি তুমি ?

শঙ্খ। বল প্রিয়তমে,

তুলসী। আমি আমি···কিছুদিন
স্বতন্ত্র রহিতে চাই প্রভু !

শঙ্খ। স্বতন্ত্র !

তুলসী। হয় মহাভয়—
কে এক মায়াবী যেন পরম কুহকী
তোমার আমার মাঝে আসিয়া দাঁড়ায়—

শঙ্খ। মায়াবী ! কে সে প্রিয়ে ?

তুলসী। নাহি জানি !
অঙ্গে তার ধরণীর গাঢ় শ্যামলিমা···
দু'নয়নে গগনের সমস্ত নীলিমা !

সে আমারে ডাকে যেন !
কত চাহি নিবৃত্ত করিতে...
তবু আসে···তবু সে নিকটে আসে !
তোমারে হারায়ে ফেলি তাহার পশ্চাতে,
বিশ্বলোক মুছে যায়—
ধর্ম্ম কর্ম্ম কুল শীল সব ভেসে যায়—

শঙ্খ। প্রিয়ে—প্রিয়ে।

তুলসী। ব্রত···ব্রত···ব্রতাচার করিব একাকী
মায়াবীর মোহপাশ করিব ছেদন···
প্রভু ! পায় ধরি, ভিক্ষা দাও বর্ষকাল সময় আমারে।

শঙ্খ। যুগের প্রতীক্ষা শেষে
গৃহে মোর এসেছ মানসী ;
বাসর শয্যায় আসি'
বর্ষকাল রাখ যদি দ্বারের বাহিরে···
তাই হবে—তাই হবে জীবন-প্রতিমা,—
তোমার ব্রতের তরে
বর্ষকাল দ্বারদেশে রহিব দাঁড়ায়ে।
কিন্তু মোর এক কথা—
কর অঙ্গীকার, এ প্রতীক্ষাকাল শেষে
নব বর্ষে শ্রাবণ নিশীথে
যবে তব ব্রত পূর্ণ হবে
আতপ্ত আমার দেহ গাঢ় আলিঙ্গনে
ধন্য তুমি করিবে প্রেয়সী—

তুলসী। প্রভু, একি বাঞ্ছা তব মনে হীনজনোচিত !

শঙ্খ। ভেবে দেখ মানসী আমার,
উদ্বেল উচ্ছল মোর বাসনা সাগর
তোমারে ঘেরিয়া আজি নৃত্য করে প্রমত্ত তাণ্ডবে।
দুর্ব্বার সে বাসনায় স্রোত বাঁধিয়া রাখিতে পারি প্রিয়া মুখ চাহি
ঐটুকু, শুধু ঐটুকু প্রতিশ্রুতি পেলে।
বল…বল প্রেয়সী আমার, ব্রত শেষে—
আমারে করিবে ধন্য আলিঙ্গন দানে?

তুলসী। তাই হবে প্রভু, ব্রত শেষে বাঞ্ছা তব নিশ্চয় পূরাব।

বৃহদ্রথের প্রবেশ।

বৃহ। মহারাজ,
পুরনারীগণ অপেক্ষিছে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তরে।

শঙ্খ। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান!
বৃহদ্রথ, বাজাও দুন্দুভি;
অবিলম্বে সমবেত কর সেনাগণে—

বৃহদ্রথের প্রস্থান

তুলসী। সেনাদলে কি হইবে প্রভু?

শঙ্খ। উদ্দাম প্রবৃত্তি মোর
প্রতিহত হ'ল যদি আপনার গৃহের প্রাচীরে—
এইবার ভিন্নমুখী করিব তাহারে;
ঝাঁপ দিব বাধাহীন উন্মাদনা লয়ে
দেবপুরী আক্রমিয়া—
পরাজিতে বীর্য্যদম্ভী দেবতা বাসবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মলয় রাজপ্রাসাদ

নর্ত্তকীগণ ও গোকর্ণ

গোকর্ণ। দেখ, আমার এতগুলি টাকা! রাণী রাজ্য কিনতে বল্‌ল,...আমি এতগুলি টাকা খরচ করে গোটা রাজ্য কিনে ফেল্‌লাম! রাজ্য যখন কিনেছি...তখন আমি একজন রাজা।

নর্ত্তকী। তা বটেই তো!

গোকর্ণ। আর ঐ রাণী...তার যত জনা উড়ো ভাই থাক না কেন...সে যখন আমার একজন স্ত্রী...আমি তখন তার একজন স্বামী!

নর্ত্তকীগণ। তা লোকে বলে বটে!

গোকর্ণ। কেন বলবে না, তাদের মনে ভয় নেই? আমি যখন একজন রাজা...তখন রাজার মতই আমার পরাক্রম থাক্‌তে হবে; আমি কাউকে ভয় করি না...সিংহের মত এইভাবে বুক ফুলিয়ে বেঁচে আছি!

নর্ত্তকী। (হাঁচি দিল)

গোকর্ণ। (সভয়ে) ও বাবা! ওটা কি!

নর্ত্তকী। ও শুধু হাঁচি!

গোকর্ণ। তাই বল। তা...মেয়ে ছেলে অমন করে অসভ্যের মত চোয়াড়ে হাঁচি কেন? ইস্...মুচকি হাসি হাসছেন! এমনি করে মুচকি হাঁচি হাঁচতে জানো না?—

নর্ত্তকী। থাক...আপনি বলে যান—

গোকর্ণ। বলে যাবো। কি বলছিলাম...এক হাঁচিতে সব গুলিয়ে গেল।

হুঁ—আমি কাউকে ভয় করি না। এমন কি আমার রাণীকেও না।

নর্ত্তকী। রাণী যদি এ কথা শোনেন।

গোকর্ণ। ইস্...ভারী তো ভয়! শুনতে পেলেই হ'ল! রাণীর ঘাড়ে কটা মাথা যে একথা শুন্‌তে সাহস পাবেন! বা আর কার ঘাড়ে এমন কটা মাথা যে এ কথা রাণীর কাণে তুল্‌তে সাহস পাবে! কিম্বা আমারই বা ঘাড়ে কটা মাথা যে রাণী এখানে থাকলে আমি এমন কথা উচ্চারণ করতে সাহস পাব?

নর্ত্তকী। বাঃ বাঃ, মহারাজের যেমন চেহারা—তেমনি বুদ্ধি—আর তেমনি পরাক্রম।

গোকর্ণ। আমি যখন একজন রাজা এবং আমার স্ত্রীর একজন স্বামী... তখন সে সব এ রকম না থাকলে চলবে কেন?

নন্দিনীর প্রবেশ।

নন্দিনী। মহারাজ, বলি ও মহারাজ, সর্ব্বনাশ হয়েছে—

গোকর্ণ। কি? আমি সিংহাসনে বসে বেঁচে থাকতে...সর্ব্বনাশ কিসের?

নন্দিনী। সর্ব্বনাশ নয়—ভয়!

গোকর্ণ। কিসের ভয়...দেবাসুরের যুদ্ধ?

নন্দিনী। হুঁ...ইন্দ্র বজ্র ছুঁড়ছে!

গোকর্ণ। যা, সিংহাসনে-বসা আমার নাম করে গিয়ে ধম্‌কে দিয়ে আয়।

নন্দিনী। দৈত্যরাজ শূল হানছে।

গোকর্ণ। ভয় নেই—সিংহাসনে-বসা আমার নাম করে বলে আয় যে আমি ভীষণ রেগে যাচ্ছি।

নন্দিনী। —আর রাণীমা প্রাসাদে ফিরছেন।

গোকর্ণ। ভয় নেই···সিংহাসন ছেড়ে নিজের কাণ ধরে এই আমি এখান থেকে ভেগে যাচ্ছি।

নন্দিনী। আহা, করেন কি মহারাজ, করেন কি!

গোকর্ণ। কর্ল্লাম আর কি? সিংহাসনে বসেই দিনটা মাটী হয়ে গেল। ওদিকে রাজকার্য্য ত জলে ভিজে আছে।

নন্দিনী। রাজকার্য্য জলে ভিজে আছে!

গোকর্ণ। হুঁ, রাণী চান করল···কাপড় ছেড়ে পাড়া বেড়িয়ে এল···কত রাণী-কার্য্য করল! আর আমি ব্যাটা রাজা হয়ে এতক্ষণে একটা মাত্র রাজ কার্য্য···মানে রাণীর কাপড়খানা শুকুতে দিতেই ভুলে গেছি! ইস্···লোকে কি আমায় সাধে বলে গোবংশের বক্না বাছুর!

প্রস্থান।

রাণী রূপমঞ্জরীর প্রবেশ।

রাণী। নন্দিনী!

নন্দিনী। জয় হোক রাণীমা—

রাণী। জয় নয়—আজ আমার পরাজয়ের দিন···আমার রূপের পরাজয় ···আমার যৌবনের পরাজয়।

নন্দিনী। সে কি রাণীমা! জগতে এমন কে পুরুষ আছে যে আপনার রূপকে পূজা করে না—এমন কে নারী আছে আপনার রূপকে ঈর্ষা করে না?—

রাণী। আমারও সেই গর্ব্ব ছিল—কিন্তু আজ সমুদ্র-স্নানে গিয়ে আমার সব রূপ-গর্ব্ব সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বুঝি গুড়ো হয়ে ভেসে চলে গেছে!

নন্দিনী। রাণী মা!

রাণী। শোন্‌রে নন্দিনী,—
ষোড়শী রূপসী মম শতেক সঙ্গিনী
জনে জনে মূর্ত্তিমতী রতি…
জলকেলি করে সবে আমারে ঘেরিয়া
লীলামুগ্ধ সাগর সলিলে।
দেহের বসনগুলি তটভূমে খুলিয়া রেখেছি ..
নিটোল শ্রীঅঙ্গ ঘেরি গন্ধমত্ত সাগরের জল
কভু উঠে কভু নেমে যায়
লুব্ধবায়ু সুরভী কুন্তল লয়ে খেলিবার ছলে
আতপ্ত কপোলে ভালে চুম্বন বুলায়।
এমন সময়…তরুণ সুঠাম মূর্ত্তি হেরিনু অদূরে ;
লক্ষ্য করি দীর্ঘ বক্ষ তার…বড় কৌতূহল হল
হানিবারে নয়ন-শায়ক।
জলমুক্ত অর্দ্ধ নগ্নতনু
ঈষৎ বঙ্কিম করি ফিরাইনু গ্রীবা ঊর্দ্ধপানে ;
আকাশের সূর্য্যরশ্মি লোভাতুর কামুক সমান
ঝাঁপায়ে পড়িল যেন এ দেহের চূড়ায় চূড়ায়—
কিন্তু তবু অদ্ভুত তরুণ যুবা
একবারও ফিরে চাহিল না!

নন্দিনী। আশ্চর্য্য পুরুষ রাণী ; রক্তমাংসে গড়া দেহ…
কিম্বা সে পাষাণ ?—

রাণী। সেই প্রশ্ন আমারও অন্তরে।
হেলায় চলিয়া গেছে প্রথম সাক্ষাতে—
পুনঃ যদি ফিরে পাই—দেখিব নন্দিনী,

রূপমঞ্জরীর এই মুঞ্জরিত তনু
উদ্‌ভ্রান্ত করে না কারে ? কেমন সে পুরুষ ভ্রমর !
কিন্তু ভাবি কি উপায়ে পুনরায় মিলিবে সাক্ষাৎ !
ভাল কথা, দৈত্যরণে পরাজিত দেবতার কারো
রাখিস সন্ধান তুই ?—

নন্দিনী। লোকে কহে, দেবরাজ কোন দিকে গেছে পলাইয়া—
পবন, বরুণ, আর অগ্নিমহাশয়
এই তিন আশ্রিত মোদের !

রাণী। সত্য...সত্য ! চমৎকার···চমৎকার !
কোথায় তাহারা সই ?

নন্দিনী। পবনেরে রেখেছি গোশালে, বরুণেরে স্নানাগারে
কুম্ভেব ভিতর, হেঁসেলেতে অগ্নিমহাশয়।

রাণী। না না···সেথা কেন ?

নন্দিনী। প্রাণভয়ে ভীত তাঁরা···আর কোথা লুকাইব বল ?

রাণী। লুক্কায়িত রাখিবার নাহি প্রয়োজন,
সুযোগ্য সম্মান সহ রাখ সবে
মণি হর্ম্মে মোর ; আর দ্রুত অশ্বারোহী এক
অসুর শিবিরে শীঘ্রগতি করহ প্রেরণ—

নন্দিনী। ধরাইয়া দেবে বুঝি সবে ?

রাণী। দৈত্যরাজে বার্ত্তাবহ দানিবে সংবাদ—
দেবতা আশ্রিত মোর,
সাধ্য যদি থাকে···বলে জয়ে করে নিক্
সুরক্ষিত নারীব্যূহ হ'তে !

নন্দিনী ! যথা আজ্ঞা মহারাণী। কিন্তু—

রাণী। কি ভাবিস্ মনে ?—

নন্দিনী। দৈত্যপতি শঙ্খচূড় শুনিয়াছি মহা শক্তিশালী !

। জানি জানি, পরাজয় ঘটেছিল

তারই সনে রণে…সিন্ধু সিনানের কালে, শোন্‌রে নন্দিনী।

এবার সমরে—নিশ্চিত বিজয় হবে

সুন্দরী এ রূপমঞ্জরীর। [নন্দিনীর প্রস্থান।]

দৈত্য শঙ্খচূড়…দৈত্য শঙ্খচূড় !

প্রথম দর্শন হতে স্বস্তি নাহি মনে…

কখন দেখিব পুনঃ—আরও কতক্ষণে !

সময়ের ব্যবধান বড়ই অসহ…

কেমনে কাটাই কাল ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ?

শোনরে তরুণী তোরা, পারিস যদ্যপি—

ঘুম এনে দে রে মোরে…ঘুমে যদি ভুলে থাকি তায় !

মলয় কন্যাদের গীত

আয় ঘুম…ঘুম আয়…আয় ঘুম…ঘুম আয়
স্বপ্নের কুম্ কুম্ তুল্ তুল্ পাথ্‌নায়।
দশদিক ঘুম ঘুম
নিশ্চুপ নিঝ্‌ঝুম
চুপ্ চুপ্ রুম্‌ঝুম মঞ্জীর কার পায়।

গীতান্তে সখীগণের প্রস্থান ও গোকর্ণের প্রবেশ।

গোকর্ণ। নন্দিনী…নন্দিনী—

নন্দিনী। চুপ্।—

গোকর্ণ। চুপ্ কেন—কারে ভয় ! বলি, রাণী কোথায় খুঁজে দেখ।
নন্দিনী। কার হুকুম !
গোকর্ণ। কেন···তার স্বামীর হুকুম !
নন্দিনী। স্বামীর হুকুম রাণী কখনো শোনেন ?—
গোকর্ণ। তাও তো বটে, তবে বলগে তার বাবার হুকুম—
রাণী। (নিদ্রোত্থিতা) স্বামী !—
গোকর্ণ। অ্যাঁ ! পত্নীঠাকুরাণী ! প্রণাম ! আমি কিছু করিনি।
রাণী। করনি কিছু ! তুমি কোন অধিকারে আমার শয়নাগারে প্রবেশ করেছ ?—
গোকর্ণ। আমি—আমি তো আসিনি...এসেছেন আপনার বাবা—
রাণী। অশ্লীল—
গোকর্ণ। কই···না ! বাবা কথাটা যে আপনাদের মত শ্লীলতাময়ী রূপসীদের কাছে অশ্লীল...এতো জানতাম না !
রাণী। থাম অপদার্থ !
গোকর্ণ। আজ্ঞে পত্নী ঠাকুরাণী—
রাণী। কিছু বলবার না থাকে এখন যাও।
গোকর্ণ। বলবার যা ছিল···তা আপনি শুনছেন কৈ ?
রাণী। কি···সংক্ষেপে বল —
গোকর্ণ। আমি সংক্ষেপেই বলছি...রাগ করবেন না। কারণ, মনে করুন আমি কিছু বলছি না—কথা বলছেন—আপনার বাবা—
রাণী। আবার !
গোকর্ণ। দোহাই পত্নীঠাকুরাণী, অমন করে ধম্‌কাবেন না। আমি এক নিঃশ্বাসে বলছি শুনুন, আমি চিলে কোঠার উপর দাঁড়িয়ে দেখলাম—দৈত্য পতির শিবির থেকে বোধ হয় দেবতাদের

ওদের হাতে ছেড়ে দেবার জন্যে হুকুম নিয়ে আমাদের পুরদ্বারে অনেক সৈন্য নিয়ে হঠাৎ হাজির হয়েছেন—

রাণী। কে! স্বয়ং দৈত্যপতি শঙ্খচূড়?—

গোকর্ণ। (একপা একপা সভয়ে পিছাইয়া) হাজির হয়েছেন—হাজির হয়েছেন—হাজির হয়েছেন—আপনার বাবা—

ছুটিয়া প্রস্থান।

রাণী। স্বামী! নন্দিনী, শিগ্‌গীর যা, তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আয় ...অতিথিকে এইখানে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আয়।

নন্দিনীর প্রস্থান।

আমার গৃহে সে আজ এসেছে—সত্যিই এসেছে!
এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! না, অসম্ভবই বা কেন?
রূপসী মলয় রাণীর-আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবে...দেব দৈত্যকুলে
এমন কে আছে? এই যে! আসুন—আসুন দানবেশ্বর!

বৃহদ্রথের প্রবেশ।

বৃহদ্রথ। দানবেশ্বর নই মহারাণী! দানবেশ্বরের আদেশে দেবতাদের পরিত্যাগ করে...তোমায় বন্দী কর্ত্তে এসেছি আমি দৈত্য সেনাপতি বৃহদ্রথ।

রাণী। কে! বাবা!

বৃহদ্রথ। রূপমঞ্জরী! তুই এখানে মা!

রাণী। আমার স্বামীর অর্থে এই রাজ্য ক্রয় করেছি...আমি আজ মলয়রাণী—

বৃহদ্রথ। তুই মলয়রাণী! এও কি সম্ভব! ওঃ, ঈশ্বর...ঈশ্বর—

রাণী। ওকি বাবা! আমার সৌভাগ্যে তোমার ঈর্ষা হচ্ছে নাকি?

বৃহদ্রথ। ঈর্ষা! হতভাগিনী, এ সৌভাগ্যের স্তূপের ওপর বসে তুই আজ

দেশে দেশে যে স্বেচ্ছাচারের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিস—এর চেয়ে ...এর চয়ে বুঝি তোর মৃত্যুও ছিল ভাল!

রাণী। ছিঃ, নিজের মেয়েকে অমন কুকথা কি বলতে হয় বাবা? এসো, বোসো—

বৃহদ্রথ। নাঃ, সরে যা—আমায় স্পর্শ করিস্ নে তুই।

রাণী। কেন?

বৃহদ্রথ। কেন? তোর এ রাণীগিরির ইতিহাস আজ দেশের কে না জানে পাপিনী? তুই আমার কন্যা...এক সতী সীমন্তিনী ছিলেন তোর জননী—আর আজ কিনা আমার পবিত্র কুলে তুই এমন করে কালি লেপে দিলি? তোর কুৎসায় সমস্ত দেশ ছেয়ে গেছে! শুনেছিলাম উচ্ছৃঙ্খল সুরামত্ত যুবকদের পাপের সহচরী ভীষণ ব্যাভিচারিনী এই মলয় অধিশ্বরী! আমার সম্রাটের আজ্ঞায় তাই পাপিনীর পাপের বিচার কর্ত্তে এসেছিলাম আমি। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে, সে পাপিনী আর কেউ নয়—আমারি কন্যা!

রাণী। বাবা—

বৃহদ্রথ। এত পাপ ধর্ম্ম সইছে এখনও! পিশাচী, তোর স্বামী কি এখনও বর্ত্তমান? তুই তাকে এখনও হত্যা করিস্ নি?

রাণী। ছিঃ, লোকে যে তা হলে আমায় বিধবা বলবে! সধবা মেয়ের অপযশের চেয়ে বিধবা মেয়ের অপযশ শুনতে কি আরও ভাল লাগবে বাবা? দেখ, আমার স্বামী কেমন বেঁচে বর্ত্তে আছেন। স্বামী!—

গোকর্ণের প্রবেশ।

গোকর্ণ। পত্নী ঠাকুরাণী!

রাণী। বাবা—

গোকর্ণ। না না···আমি নই বাবা—

রাণী। মূর্খ! ঐ বাবা—

গোকর্ণ। ওঃ···পূজনীয় শ্বশুর ঠাকুর, দাসের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিন।

[সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

রাণী। দেখছ কি বাবা? জামাইয়ের সঙ্গে কথা বল। স্বামী, আলাপ কর।

গোকর্ণ। আলাপ! তাই তো···শ্বশুর ঠাকুর কথাই কন্ না ··কি আলাপ করি? একটা কিছু—একটা কিছু বলে মানটা তো বজায় রাখতে হয়! (কাশিয়া) দেখুন পূজনীয় শ্বশুর ঠাকুর···একটা কথা ঠিক বুঝে উঠতে পার্চ্ছি না। ঐ...ঐ যে খালটা কাটা হয়েছে···ওতে কত জল—কিন্তু ওর মাটীগুলো গেল কোথায় বলুন তো? বলুন না? পত্নীঠাকুরাণী, ইনি কথা কন্ না যে—·

রাণী। ওঁর হয়ে উত্তর আমিই দিচ্ছি। ও খালের অর্দ্ধেক মাটী খেয়েছেন তোমার বাবা...তোমার মত সুপুত্রের জন্ম দিয়েছেন বলে। আর অর্দ্ধেক মাটী খেয়েছেন ঐ আমার বাবা—তোমার মত সুপাত্রের হাতে আমায় সমর্পণ করেছেন বলে।

গোকর্ণ। না না···আমি বোকা···তাই আমার বাবা হয় ত মাটী খেয়েছেন। কিন্তু আপনার মত সেয়ানা পত্নীঠাকুরাণীর বাবা কি মাটী খেতে পারেন? আপনাকে আমার হাতে দিয়ে এই রকম এক দুই করে গুণে এক লক্ষ টাকা নিয়েছেন।

রাণী। টাকা নিয়েছেন!

গোকর্ণ। আজ্ঞে হ্যাঁ—

। কৈ...একথা তো এতদিন আমায় বল নি স্বামী!

গোকর্ণ। আমার সঙ্গে ভালমুখে কথা কইবার আপনার ফুরসুৎ কই পত্নী-ঠাকুরাণী? কেবল তো ঐ ফুরুৎ ফুরুৎ উড়ো ভাইয়ের ঝোঁক নিয়ে—

রাণী। স্বামী!

গোকর্ণ। (সভয়ে) যাই পত্নী ঠাকুরাণী—(প্রস্থান)

রাণী। তুমি আমায় বিক্রী করেছিলে বাবা?

বৃহ। দেশে সেবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ! অন্নের অভাবে চোখের সামনে তিন তিনটী সন্তান শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে গেল···মুমূর্ষু পত্নী আর তাঁর কোলের শিশুটাকে বাঁচাতে তাই অবশেষে তোকে—

রাণী। —অর্থবান ঐ জরদ্গবের কাছে বিক্রী করলে?

বৃহ। আমি আজ দৈত্যজাতির সেনাপতি সত্য, কিন্তু সে দিন আমি ছিলাম পথের ভিক্ষুক—আমার অন্য এমন কোনো বিত্ত ছিলনা ···অন্য এমন কোনো ঐশ্বর্য্য ছিলনা—

রাণী। বিত্ত! ঐশ্বর্য্য! কিন্তু আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বলতে পার, আমি তোমার কে? আমি তোমার কি? আমি তোমার বিত্ত না ঐশ্বর্য্য? না তোমার ভূসম্পত্তি যে আমায় বিক্রি করা চলে? আমি তোমার মাথার পাগড়ী···গায়ের জামা···না তোমার পায়ের জুতো যে, দরকার হলেই আমাকে যেখানে সেখানে খুলে ফেলা যায়···বা দাম পেলেই যার তার কাছে বিক্রি করা যায়?

বৃহ। রূপমঞ্জরী!

রাণী। তা যাক্‌গে···কোন বিচার বুদ্ধিতে বিক্রি করেছ তা আমি শুনতে চাই না। জুতো জোড়া বেঁচেই যখন ফেলেছ, তখন যে কিনেছে

সেই জুতো জোড়া পায়ে পরুক...কিম্বা জুতো জোড়াই তার পিঠে পড়ুক···সে দেখবার তোমার কোন অধিকার নাই।—

বৃহ। অধিকার নাই! তবে তোর এই ব্যভিচার আমাদের নীরবে সহ্য করতে হবে?

রাণী। হ্যাঁ...হবে। আমাকে যখন চরম উৎপীড়ন সহ্য করিয়েছ···তখন তোমাদেরও এটুকুন সহ্য করতে হবে! লজ্জা করেনা তোমার... আজ বাপ বলে স্নেহের দোহাই দিয়ে...সমাজের দোহাই দিয়ে ...রাজার দোহাই দিয়ে আমায় শাসন করতে এসেছ! কিন্তু যখন এক নিঃসহায়া কুমারী···যার দেহে অতুলন রূপ...মনে অসীম অনন্ত কামনা...যে পেতে চায়...ভোগ করতে চায়... জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দর পুরুষকে যে দাবী করতে চায়—সেই রক্ত-মাংসে গড়া জীবন্ত তরুণীকে যখন হাত পা বেঁধে এক জরদ্গব বৃষ-কাষ্ঠের সঙ্গে মালাবদল করান হোল—তখন কেউ দেখলেন না! আর যেমনি সেই তরুণী তার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে বাইরের সুন্দর জগতের দিকে হাত বাড়াল—তখনি শাসন করতে ছুটে এলেন জন্মদাতা পিতা! এলেন আমার সমাজ! এলেন আমার রাজ কর্ম্মচারী! কি? মাথা নীচু করে কেন? উত্তর দাওনা বাবা!

বৃহ। কি উত্তর দেব! তোর মনে পাপের অঙ্কুর বিরাট বটের মত লতা তন্তু বিস্তার করেছে! পাপ তোর মনে ভিত্ গেড়ে বসেছে! নইলে এমন কথা তুই মুখে আনতে পারলি! এ শুনলে যে দেশের বায়ু বিষাক্ত হবে—সতী ধর্ম্ম বলে কোথাও কিছু থাকবে না! ওঃ, আজ বুঝছি···এর চেয়ে আমার সেই শিশু সন্তান না খেয়ে শুকিয়ে মরত···চোখে দেখতাম সেও ভাল, সে যাতনাও

হয় ত সইতে পারতাম কিন্তু তোকে দিয়ে যে অর্থ গ্রহণ করেছিলাম, তার বিষ-স্পর্শে আজ আমার জীবন্ত মৃত্যু যাতনা। এই মুহূর্ত্তে যদি আমি সে অর্থ ছুড়ে ফেলতে পারতাম!

রূপ। দাও না ছুড়ে ফেলে! মেয়ে বিক্রি করে খাও...কিন্তু হাতে তো চকমকে হীরের আংটী!

বৃহ। ওঃ ভগবান! এই নে···এই নে পাপিনী, এ ছিল আমার রাজার দেওয়া সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয়। ঐ আংটী দেখালে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পাবি। আমাদের দৈত্য রাজ্যেশ্বরী সতী তুলসীকে একবার দেখে আসিস্। বুঝতে পারবি, জগতের সব নারীই রূপমঞ্জরী নয়...নারীর অন্য মূর্ত্তিও আছে, সে মূর্ত্তি নারীর সতীলক্ষ্মী মূর্ত্তি! প্রস্থান।

রাণী। হাঃ হাঃ হাঃ, সতীলক্ষ্মী! কথাটার মানেই আজ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। আচ্ছা, একদিন না হয় দেখেই আসব কেমন সে সতী! আর দেখবই বা কি? রূপবান্ শঙ্খচুড়কে স্বামী পেলে আমিও একজন মস্ত সতী হতে পারতাম।—

তৃতীয় দৃশ্য

পথ।

শ্রীকৃষ্ণ ও পুষ্পদন্ত

পুষ্প। এই হল আমার নাটক রচনার বিষয়বস্তু!

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ নটশেখর পুষ্পদন্ত! মহাসতী তুলসীর আখ্যায়িকা নিয়ে তুমি নূতনতম নাটকের রচনা কর। এই অশ্রুসিক্ত সকরুণ গাথা স্বর্গে মর্ত্তে সর্ব্বত্র প্রচারিত হোক!

পুষ্প। হুঁ, মহাসতীর আখ্যায়িকা যা শুনলেম···তা এর দৃষ্টান্ত দেখ্‌লে ঘরে ঘরে এমন অপূর্ব্ব সতীত্বের ধ্বজা উড়বে তাতে আর সন্দেহ নেই!

শ্রীকৃষ্ণ। পুষ্পদন্ত—

পুষ্প। আচ্ছা ভগবন্, মহাসতীটী তো আপনাকেই ভালবাসেন···তা নিজে না নিয়ে ওটিকে শঙ্খচূড়ের ঘাড়ে চাপালেন কেন বলুন তো!

শ্রীকৃষ্ণ। কি করব! তুলসী আমায় ভালবাসে···আর শঙ্খচূড় ভালবাসে তুলসীকে। শঙ্খচূড় আমার বন্ধু...আমার পরম ভক্ত। আমি নিজে তুলসীকে গ্রহণ করে সেই ভক্তের কামনা তো অপূর্ণ রাখতে পারি না পুষ্পদন্ত!—

পুষ্প। তার মানে ফল এই দাঁড়াল যে, শঙ্খচূড় ভোগ কর্চ্ছেন তুলসীকে আর তুলসী ভোগ করতে চাইছেন আপনাকে। বলি, একটা মেয়েছেলে নিয়ে যখন দুই পুরুষে ভাগাভাগি হয় তখন তার সতীত্বটাও কি ভাগাভাগি হয়ে যায় না লীলাময়?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার কথা ছেড়ে দাও। কোনো বিবাহিতা রমণীর আমাকে কামনা করায় তার সতীত্বের হানি হয় না পুষ্পদন্ত!

পুষ্প। কেন? মেয়েদের সতীত্ব ব্যাকরণের আপনি বুঝি আর্ষ-প্রয়োগ? অর্থাৎ আপনি লুকিয়ে যাতায়াত করলে দোষ নেই—যত গণ্ডগোল আমরা আর পাঁচজনের বেলায়।

শ্রীকৃষ্ণ। পুষ্পদন্ত!

পুষ্প। যাকগে—ভগবান বলছেন যখন, নাটক আমি লিখছি, কিন্তু এর উল্টো ফলটা একবার ভেবে দেখবেন! এই মহা সতীর কাহিনী শুনে শঙ্খচূড়ের মত দেশ জোড়া স্বামী বেচারাদের চোখ খুলে যেতে পারে; তাই বলছি এখন কিছুদিন মানুষের

বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘোরা আর বউ-ঝিদের মন চুরির কারবারটা একটু বন্ধ রাখবেন; নইলে ঠ্যাঙ্গানি খাবার ভয় আছে···হ্যাঁ—

প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। আমারে বাসে যে ভাল সে কি অপরাধী!
বিশ্বেরে বাসিয়া ভাল—নিজে আমি কাঁদি,
সেও তবে অপরাধ মম!
হায় মুগ্ধ মন,—কেন তোর আকুল ক্রন্দন!
কি কারণ যতক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে না পারিবি মাতাতে জগত
ততক্ষণ কাঁদিবি কেবল "অপূর্ণ···অপূর্ণ আমি"···
কোথা আছ কেবা মহাজন প্রেমের ভিখারী কৃষ্ণে—
ভিক্ষা দাও প্রেমের রতন—

প্রস্থানোদ্যত—শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। দাঁড়াও ভিখারী—

শ্রীকৃষ্ণ। কে?

শঙ্খ। আমারে চিনিতে না'র? আমি শঙ্খচূড়,
বন্ধু বলি' একদিন কোল দিলে যারে।
হে বন্ধু ভিক্ষার্থী তুমি?
ভিক্ষা আনিয়াছি প্রেমতপ্ত হৃদয়ের ব্যগ্র আলিঙ্গনে।

আলিঙ্গন দান।

শ্রীকৃষ্ণ। বন্ধুবর, কুশল সবার?

শঙ্খ। কুশল? মিতালি করিয়া কৃষ্ণ, সেই হতে
নিরুদ্দেশ তুমি; তোমার বিরহ স্মরি অন্তর কাতর,
সেই এক দুঃখ ছাড়া সকলি কুশল।

...সুসংবাদ শোন বন্ধু! পরাজিত মম করে দেবেন্দ্র বাসব,
স্বর্গ হতে পলায়িত দেবতা মণ্ডল...
আজি আমি স্বর্গ অধীশ্বর—প্রিয়া মোর
ত্রিদিবের নব অধীশ্বরী।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়া তব?

শঙ্খ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মম প্রিয়া—
এত বিস্মরণ তব! নাহি মনে প্রেমের প্রতিমা মোর
কল্যাণী সে তুলসীর কথা?—

শ্রীকৃষ্ণ। আছে মনে। তার কথা ভুলিতে কি পারি!

শঙ্খ। চলো সখা,—চল মোর গৃহে।
কর তব সখী সনে প্রীতি সম্ভাষণ।

শ্রীকৃষ্ণ। গৃহে! তুলসীর সনে মোর হবে সখা, প্রীতি সম্ভাষণ!
না—না—বন্ধুবর, পারিব না গৃহে যেতে তব!

শঙ্খ। সখা!

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষমা কর—আজ নয়...প্রশ্ন করিও না—
কহি সত্য যাব অন্য দিন।

শঙ্খ। বিচিত্র এ আচরণ তব জনার্দ্দন।
মিতা বলে ডেকে মোরে বার বার কর পরিহার...
নাহি জানি কি অর্থ ইহার! থাকুক আমার কথা,
কিন্তু কৃষ্ণ, একবারও ইচ্ছা নাহি হয়
দেখিবারে সখীরে তোমার? যার সনে তুমিই ঘটালে কৃষ্ণ মিলন
আমার। সে তোমারে দেখিবে না—জানিবে না—একবারও শুধু
অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে দিবে না—
একি কভু ভেবেছ সম্ভব?—

। সখা—

শঙ্খ। না...না—শুনিব না কোন অনুযোগ···
আজি তোমা নিশ্চিত যাইতে হবে ভবনে আমার।
আমি নহি—মনে ভাব—
তোমার সখীর হয়ে করিতেছি আমি আমন্ত্রণ।

শ্রীকৃষ্ণ। চল তবে। কিন্তু এক কথা—

শঙ্খ। কি?

শ্রীকৃষ্ণ। এক প্রশ্ন মোর—

শঙ্খ। বল সখা—

শ্রীকৃষ্ণ। নিতান্ত এ কৌতুহল তোমার সথার!

শঙ্খ। সঙ্কোচ কি হেতু বন্ধু, করহ জিজ্ঞাসা—

শ্রীকৃষ্ণ। বন্ধু! জানিয়াছ তুলসীর মন?

শঙ্খ। তুলসীর মন?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য সে কি ভালবাসে তোমা?—

শঙ্খ। ভালবাসে কিনা! ও!—হাঃ হাঃ হাঃ—
বড়ই অদ্ভুত প্রশ্ন করিলে কেশব!
প্রশ্ন করিতেছ—সতীসীমন্তিনী নারী
সত্যই কি ভালবাসে পতিরে তাহার?
হাঃ হাঃ হাঃ—

শ্রীকৃষ্ণ। সখা—

শঙ্খ। প্রেম সে তো নাহি ফুটে মুখের কথায়!
চল কৃষ্ণ, আপনি দেখিয়া তারে—উত্তর ইহার
মনে মনে বুঝিবে নিশ্চয়।

শ্রীকৃষ্ণ। মনে মনে!

শঙ্খ। আরও এক কথা শোনো—
ব্রতাচারী তুলসী এখন…
কে এক অদৃশ্য জন মাঝে মাঝে দেখা দেয়
তুলসী ও আমার মাঝারে।
তুলসীর মহা ভয়—সে নাকি সতত
আড়াল করিতে চায় প্রিয়ারে আমারে!
হে কেশব, শ্রেষ্ঠ বন্ধু তুমি মোর
একবার সমর্পণ করেছ প্রিয়ারে;
পার যদি এইবার মায়াবী কবল হতে
মুক্ত কর তারে।…
সার্থক করিয়া দাও সর্ব্ব ব্রত তার।

শ্রীকৃষ্ণ। চল বন্ধু,—দেখি আমি কি করিতে পারি!

চতুর্থ দৃশ্য

শঙ্খচূড়ের প্রাসাদ অলিন্দ।

শ্রীরূপার গীত

এপারেতে আমি কাঁদি ওপারেতে প্রিয় কাঁদে।
মাঝখানে তার বিরহ তটিনী বয়ে যায় কলনাদে॥
ওপারের আলো ছায়া
এপারে রচিছে মায়া
শুধু কি আমরা দুটী মিলিব না হাতে হাতে॥
যে কথা বলিতে না'রি
না বলে তবুও কাঁদি
তাহারি দহন জ্বালা জানাব নিশুতি চাঁদে॥

গীতান্তে প্রস্থান।

তুলসীর প্রবেশ।

তুলসী। অই...অই পুনঃ শুনি সেই গান,
ধৈরয বাঁধন মোর বুঝি পুনঃ টুটে!
কে আনিল...কে আনিল গায়িকারে আমার ভবনে!

অংশুমানের প্রবেশ।

অংশু। সই—

তুলসী। কে? তুমি! আবার এসেছ হেথা!
করি নাই বারণ তোমারে
এ প্রাসাদে পুনঃ প্রবেশিতে!
রুদ্ধ মোর পুরী দ্বারে কি সাহসে কেমনে পশিলে?

অংশু। লুকিয়ে এলাম খিড়কি দুয়ার দিয়ে—
একা আসতে লাগল ভয়, শ্রীরূপারে সঙ্গে এলাম নিয়ে।
সই, রাগ কোরো না তুমি
একটু আমায় নাও না বুকে ঠোঁট দুখানি চুমি।

তুলসী। বালক—বালক!—
আমি শঙ্খচূড়-বধূ রাখিও স্মরণ!

অংশু। হলেই বা তার বউ—তাতে কি—আমি ছোট্ট ছেলে,
কি দোষ হবে তোমার গালে একটী চুমো খেলে।

[হাত ধরিল]

তুলসী। না—না—শিশু নহ—শিশুরূপে ছদ্মবেশী পরম মায়াবী।
স্পর্শে তব রোমাঞ্চিত তনু...
বাক্যে তব চঞ্চল অন্তর হতে হে নব তস্কর,
সরম ধরম মোর এক সাথে সব খসে যায়।

তুমি যাও—যাও ত্বরা থেকো না হেথায়।
নহে জেনো আহ্বানিব দণ্ডধারী দ্বার-রক্ষীগণে—

অংশু। পালাই তবে! রক্ষী আছে প্রাসাদ ভবনে।
মন-দুয়ারে রক্ষী কোথা?
সেথাই সখী, নিত্য তবে আসব গোপনে। প্রস্থান।

তুলসী। স্বামী মোর সত্যব্রত বীর শঙ্খচূড়।
জীবে দয়া...ন্যায় নিষ্ঠা···দাক্ষিণ্য অতুল ··
ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি···বীর্য্যে গরীয়ান
একনিষ্ঠ প্রেমময় স্বামী-ভাগ্যে গরবিনী আমি!
তবু মোর একি মতিভ্রম!
কি কারণ সর্ব্বেন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত হয় না তাহাতে?
কি কারণ পরিহরি তাঁহার অর্চ্চনা—
ধায় মন অনির্দ্দিষ্ট অন্ধকার পানে?
না—না—এ যে মোহ···এ যে প্রলোভন!
রমণীর পাতিব্রত্য আচরণ পথে
এ যে এক সর্ব্বনাশা সুন্দর কুহেলি!
স্বামী—স্বামী—জীবন দেবতা মোর—
দেখা দাও অভাগিনী পত্নীরে তোমার;
চালাও ধর্ম্মের পথে···
জীবন বেষ্টিয়া মোর কেবল শূন্যতা...শুধু সেথা নিবিড় আঁধার।
ধ্রুব জ্যোতি সম তুমি দেখা দাও বিভ্রান্ত এ নয়ন সম্মুখে।

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। এই যে এসেছি প্রিয়া, কেন আকুলতা—
নলিন নয়ন কোণে কেন জলধারা?

তুলসী। এসেছ…এসেছ স্বামী !
হে আমার জীবন দেবতা,—
আমি চির অপরাধী চরণে তোমার—
তব প্রাপ্য সেবা আমি দিইনি তোমারে !

শঙ্খ। ছিঃ ছিঃ একি কহ প্রিয়তমে !
আমি কি জানিনা সতী, কত ভাল বাস তুমি মোরে !
তব প্রেম ধ্যান জ্ঞান…তুমি মোর শক্তির আধার…
ইন্দ্র দর্প খর্ব্ব করি স্বর্গ অধিকার—তা হতে গরব মোর
ওগো সতী, বধূরূপে তোমারে লভিয়া।
আঁখি মুছে দেখ সুহাসিনী,—
এসেছে মোদের গৃহে অপূর্ব্ব অতিথি !…
আবাহন কর তাঁরে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে !

তুলসী। অতিথি—কোথায় অতিথি ?

শঙ্খ। এস সখা, কিসের সঙ্কোচ ?
পত্নী মোর বান্ধবী তোমার,
সম্ভাষণ কর "সখি" বলে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। সখি—

তুলসী। (সহসা আর্ত্ত…চকিত হইয়া) একি ! কে ! কেও ! এসো…এসো বন্ধু, এসো মোর জীবন বাঞ্ছিত,…ও—না-না—চলে যাও—সরে যাও—কে তুমি তস্কর ! স্বামী—স্বামী—যাই—পালাই—পালাই —বিভীষিকা…মহা বিভীষিকা !—

শঙ্খ। তুলসী…তুলসী !

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, আমি যাই—

শঙ্খ। না—দাঁড়াও কেশব। তুলসী, তুলসী,—
আঁখি তুলে চাও···ভয় কারে ?
দেখ চেয়ে আমি তব সম্মুখে দাঁড়ায়ে।

তুলসী। তুমি !

শঙ্খ। আমি...স্বামী তব···ইন্দ্রজয়ী বীর শঙ্খচূড় !

তুলসী। স্বামী তুমি ? তবে কারে ভয় ! কেন ভয় !

শঙ্খ। তুলসী, জাগ্রতে দুঃস্বপ্ন কোনো দেখেছ কি প্রিয়া ?

তুলসী। স্বপ্ন ! সত্য বুঝি স্বপ্ন দেখিয়াছি !
দুঃস্বপ্ন কি সুখস্বপ্ন নাহি জানি প্রভু.
বিস্মৃতির ধূমজালে আচ্ছাদিত চৈতন্য মাঝারে
চকিত বিদ্যুৎ দাম স্ফুরণ সমান—
যেন এক স্বপ্ন দেখিয়াছি !
তুমি পার্শ্বে আছ মোর ..
এই তো বাড়ায়ে বাহু অনুভব করি দেব, সান্নিধ্য তোমার !
তবে আর আশঙ্কা কিসের ?

শঙ্খ। কিসের আশঙ্কা সতী !
পূজা কর···পূজা কর অতিথিরে মম।

তুলসী। অতিথি (শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া) আবার !
আবার কেনবা সুপ্তিমগ্ন চেতনার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা জাগে ?
বিস্মৃতির মাঝে পুনঃ একি দীপ্ত বিদ্যুৎস্ফুরণ ?
প্রভু, কে এই অতিথি তব ভীষণ ভয়াল ?

শঙ্খ। ভীষণ কাহারে কহ অবোধ বালিকা ?
এযে সুকোমল পদ্মদল বিকচ বয়ান···

এযে দুর্ব্বাদল ঘনশ্যাম উৎপল নয়ান...
ওষ্ঠপুটে হের ঐ বহিতেছে কি মধুর
বিশ্ব-প্রীতি অমিয়া নির্ঝর···
চরণারবিন্দযুগে ঐ হের
শোভা পায় পূর্ণিমার শত সুধাকর!
ইহারে ভীষণ কহ? হা মুগ্ধা বালিকা,
বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের হারে মধ্য-মণি সম এই অরূপ রতন
ভাগ্য বশে বন্ধু আজি মোর ··
তুমি তার হয়েছ বান্ধবী...
দেখিছ না, কি প্রীতি-বিহ্বল চোখে
তোমা পানে চাহিছে কেশব!
যাও...যাও...পূজা কর···ধন্য কর রমণী জীবন!

তুলসী। আমি এঁর করিব অর্চ্চনা?
তুমি স্বামী...কর অনুমতি!

শঙ্খ। আমি অনুমতি করি—
জান না বালিকা—এই বন্ধু, এই মিত্র হতে
লভিয়াছি জীবনের কতখানি পরম সম্পদ!
অন্যকথা দূরে থাক্—এই তুমি···এই তুমি
বধূরূপে আজি মোর সম্মুখে দাঁড়ায়ে
তোমারেও লভিয়াছি প্রিয়া, একমাত্র ইহারি প্রসাদে!—

তুলসী। ইহারি প্রসাদে?

শঙ্খ। হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুত্বের মূর্ত্তিমতী উপহার তুমি।
আমি স্বামী...আমা হতে শ্রেষ্ঠতর প্রীতি অর্ঘ্য দিয়ে
ইহারে অর্চ্চনা কর, দিনু অনুমতি। যাই আমি

নিজ হস্তে চয়ন করিয়া আনি সুগন্ধী কুসুম···
সখারে সাজাব আজ মাল্য বিভূষণে।

প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। সখি!—

তুলসী। হে অতিথি, বোসো এইখানে;
পতির আদেশে মম
গন্ধোদক পুষ্পদলে পুজিব চরণ!

শ্রীকৃষ্ণ। সখি!—

তুলসী। আজ্ঞা কর অতিথি দেবতা!—

শ্রীকৃষ্ণ। অতিথি দেবতা! আমি শুধু তব গৃহে অতিথি দেবতা!
যেদিন চলিয়া গেছে···নিদারুণ ঋষি-অভিশাপ বিস্মৃতির আবরণে
তোমা হ'তে স্মৃতি তার রেখেছে ঢাকিয়া!
বিস্মৃতিতে আছ ভাল···একা কাঁদি স্মৃতির তাড়নে!
কাঁদি একা···ক্ষতি নাই—অশ্রুজল শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্বল।
আমি কাঁদি··জাগিও না তুমি—
নাহি চাহি শুনিবারে সেই তব পুরাতন প্রিয় সম্বোধন।
কিন্তু হে তুলসী, পতি তব শঙ্খচূড় বান্ধব আমার—
সেই সূত্রে একবার...শুধু একবার—
"সখা" বলি ডাকিবে না মোরে?
রাখিবে এতই দূরে···এত কাছে এসে!

তুলসী। ভাল, তাই হবে। 'সখা' বলি ডাকিব তোমারে।
স্বামীর বান্ধব তুমি—আমারও—

শ্রীকৃষ্ণ। একি—একি দেবী,—রুদ্ধবাক্ তুমি!
কাঁদিতেছ সখি! কেন?

তুলসী। কেন ? কে বলিবে কেন কাঁদিতেছি—
কে বুঝিবে কি মোর বেদনা !

শ্রীকৃষ্ণ। সখি, তবে কি...তবে কি তুমি—
ভুল নাই অতীত কাহিনী !

তুলসী। নাহি জানি কি অতীত···নাহি জানি
এ ব্যথার কোথা পরিণতি !
এই—এই দুটী পাদ-নখ-দর্পণ মাঝারে—
চেয়ে চেয়ে দেখি যেন অতীতের খণ্ড খণ্ড ছবি !
লঘু মেঘ প্রায় কত স্বপ্ন ভেসে আসে
আবার মিলায় ! স্মৃতি দাও...স্মৃতি দাও হে মায়াবী,
অর্দ্ধ জাগরিত এই স্মৃতির আলোকে
কাছে পেয়ে পাই না তোমারে,
এ যাতনা এযে আর সহিতে না পারি !
কে তুমি—কে তুমি এলে অতিথির বেশে
প্রেম ধর্ম্ম—প্রাণ ধর্ম্ম—তুলসীর সর্ব্বস্ব হরিতে !

(তুলসী শ্রীকৃষ্ণের জানুতে মুখ লুকাইল···শ্রীকৃষ্ণ তাহার মুখ তুলিয়া নিজের মুখের কাছে লইয়া সহসা উচ্চকিত হইয়া উঠিলেন।)

শ্রীকৃষ্ণ। না—না—আমি যাই—
জানি মনে হে তুলসী, কে তুমি কৃষ্ণের !
তবু লৌকিক নিয়মে তুমি শঙ্খচূড় বধূ !
যাই—যাই এখনি পালাই।

তুলসী। না—না—যেও না চলিয়া—বড় মোহনীয় তুমি
বড়ই মধুর তব তীব্র প্রলোভন !
হে সুন্দর,—ক্ষণেক দাঁড়াও—

অভাগিনী তুলসীর রাখ এ মিনতি !

(রূপমঞ্জরী আসিয়া তাহাদের সকৌতুকে দেখিতেছিল। এইবার সম্মুখে আসিল)

রূপ। ইনিই তুলসী ?

(তুলসী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় সরিয়া গেল।)

তুলসী। কে—কে তুমি রমণী !

রূপ। আমি এক অসতী রমণী—
সতী দেখি' পুণ্য হবে
এই অভিলাষে মোর—হেথা আগমন।
শুনিয়াছি শঙ্খচূড়ে সর্ব্বজন পতি কহে তব ;
ইনি তবে কোন ভাগ্যবান ?

কৃষ্ণ। আমি কৃষ্ণ—শঙ্খচূড় বান্ধব আমার—

রূপ। সে ত সুনিশ্চিত বন্ধু যদি নহ—
অন্য কোন পুরুষের সনে
সতীর কি হয় কভু এমন প্রণয় !

কৃষ্ণ। দুর্ভাষিণী—

রূপ। থাক...যাই আমি।
এসেছিনু দৈত্যরাজ তরে এক লিপিকা লইয়া—
বড় প্রয়োজন তাঁরে—
দয়া করে দিও লিপিখানি—

(তুলসীকে লিপি দান।)

নমস্কার আদর্শ বান্ধব,—
নমস্কার হে আদর্শ সতী,— প্রস্থান।

তুলসী। ও ! একি হল ! ভগবান—ভগবান—

কৃষ্ণ। সখি—(হাত ধরিলেন)

তুলসী। স্তব্ধ হও…দূরে যাও…স্পর্শিও না মোরে।

নির্ম্মম নিষ্ঠুর,—এখনো দাঁড়ায়ে হেথা!

জান না কি, কি কলঙ্ক…কি কালিমা

লেপিলে আমার সীমন্তের সিন্দুর বিন্দুতে?

স্পর্শ করি দিয়াছ কালিমা—

স্পর্শ করি দিয়াছ অখ্যাতি—

রমণীর সর্ব্বনাশে যাহা আছে বাকি

দুঃসাহসী হে কেশব, সেই শেষ সর্ব্বনাশ

পুনঃ যাহে করিতে না পার

সেই হেতু দিনু অভিশাপ—

পুনর্ব্বার কর যদি তুলসীর অঙ্গ পরশন

পাষাণ…পাষাণ শিলায় তুমি হবে পরিণত।

চন্দ্র সূর্য্য অভ্যুদয়—কভু যদি মিথ্যা হয়ে যায়

তবু জেনো সুনিশ্চিত—

সতী তুলসীর এই তীব্র অভিশাপ

কোন ক্রমে হবে না খণ্ডন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অলকানন্দা তীর।

ইন্দ্র ও পবন।

ইন্দ্র। এই শিবদত্ত শূল ?—

পবন। এই শিবদত্ত শূল শুন দেবরাজ।
দেবত্রাস মহাবল শঙ্খচূড় বিনাশ কারণ
তব উপদেশ মত ভিক্ষা মাগি লইলাম শঙ্করের পাশে ;
এ শূলের ধারা দেশে মহাকাল,
মূল দেশে শিব, মধ্যভাগে ব্রহ্মশক্তি করে অধিষ্ঠান।
সূচীতীক্ষ্ণ অগ্রভাগে কৃষ্ণ নারায়ণ যদি—
নিজ শক্তি করেন অর্পণ
তবে হবে মহাদৈত্য বিনষ্ট ইহাতে।

ইন্দ্র। বিলম্বে কি কাজ তবে দেবতা পবন ?
চল যাই শ্রীহরির পাশে ;
শক্তি ভিক্ষা করি তাঁর, শঙ্খচূড়ে মহাশূলে বিনাশ করিব।
স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণে পুনরায় স্বর্গপুরে ফিরায়ে লইব।

পবন। আরও এক কথা আছে দেবেন্দ্র বাসব—
কহিলা শঙ্কর, যতদিন তুলসী ও শঙ্খচূড়
রবে সম্মিলিত…ততদিন নাহি হবে দৈত্যের মরণ।

ইন্দ্র। সে কি হে পবন ! চতুর্শক্তি অধিষ্ঠিত মহাশূল
হানি যদি তারে ?

পবন। সেও ব্যর্থ হবে দেব, তুলসীর সতীত্ব প্রভাবে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাকাল মহেশ্বর সনে
ত্রিলোকের সর্ব্ব জীব যত শক্তি ধরে
তা হতে অধিক শক্তি সতীত্বে নারীর—
এই তত্ত্ব শুনিয়াছি মহেশেরই মুখে!

ইন্দ্র। বিষম সমস্যা দেখি হল উপনীত···
কেমনে বিনাশি তবে দুর্দ্ধর্ষ সে দৈত্য শঙ্কচূড়ে।

পবন। এক পন্থা আছে দেব, বড়ই কঠিন—

ইন্দ্র। কোন পন্থা, শীঘ্র কহ দেবতা পবন!

পবন। শঙ্খচূড়-রূপমুগ্ধা মলয় সুন্দরী
পাতিয়া মোহিনী মায়া নিজবাসে আমন্ত্রিত করেছে দানবে।
অলক্ষ্যে রহিয়া আমি করেছি শ্রবণ—
আজি নিশা অর্দ্ধযামে শঙ্খচূড় যাবে তার গৃহে ..
সেই অবসরে মোরা
যদি পারি তুলসীরে কোন মতে করিতে হরণ—

ইন্দ্র। অপূর্ব্ব মন্ত্রণা তব দেবতা পবন!
শঙ্খচূড় তুলসীরে বিচ্ছিন্ন করিয়া
মহাশূলে বধিব দানবে। হের···হের ঐ শশধর মস্তক উপরে,
নিশা অর্দ্ধযাম এবে আসন্ন হয়েছে···
আর কেন—চল ত্বরা দৈত্যপুরে অলক্ষ্য সঞ্চারে।

(উভয়ে প্রস্থানোদ্যত ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। দেবেন্দ্র বাসব!

ইন্দ্র। কে! কৃষ্ণ নারায়ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। চমৎকার—চমৎকার তব আয়োজন
মহাবল শঙ্খচূড় বিনাশ কারণ!

নিত্যকাল সহি আমি লোকের গঞ্জনা
ননীচোরা…দধি চোরা—নারী চোরা বলি।
অনার্য্য গোপের পুত্র দরিদ্র রাখাল
চৌর্য্য অপবাদে মোর কিছু মাত্র এসে নাহি যায়।
কিন্তু তুমি লোক-পূজ্য
স্বর্গাধিপ দেবেন্দ্র বাসব…একি হীন তব আচরণ!
নারীচুরি অপবাদ সাজে কি তোমারে!
ছিঃ ছিঃ! ফিরে যাও দেব আখণ্ডল।—

ইন্দ্র। নারায়ণ, আমি নিরুপায়;
শঙ্খচূড় তুলসীরে বিচ্ছিন্ন না করিতে পারিলে
দৈত্যবধ না হবে সম্ভব। স্বর্গ অধিকার হারা রহিব আমরা।
দেবতার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা কারণ
তুলসী হরণ দেব,—আজি প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ। কেমনে হরিবে তারে ভেবেছ উপায়!

পবন। শঙ্খচূড় আজি প্রভু, রহিবে না দৈত্যপুরী মাঝে!
না থাকুক শঙ্খচূড়…
ভেবেছ কি সে কারণ অরক্ষিতা রয়েছে তুলসী!
হা মূর্খ দেবতা,
শক্তি-স্বরূপিনী যেই নারীর কারণ
চতুর্শক্তি সম্মিলিত শিবশূল ব্যর্থ হয়ে যায়
ভেবেছ কি অনায়াসে তাহারে হরিবে!
জেনো স্থির, পাপ বাঞ্ছা কর যদি মনে—
অমরত্ব তোমাদের রক্ষিতে নারি'বে
অগ্নিসম সতীদেহ, স্পর্শমাত্র দগ্ধ হয়ে যাবে।

ইন্দ্র। প্রভু, প্রভু, কি উপায় হবে তবে ?
শঙ্খচূড়ে কেমনে বধিব ?
জান তুমি দেবকার্য্য সৃষ্টির পালন...
দেবকার্য্য ত্রিলোকের শৃঙ্খলা রক্ষণ !
অসুরের আবির্ভাবে লুপ্ত হল দেবের গৌরব।
বিশ্বম্ভর—কর ত্বরা যে হয় উপায় !

শ্রীকৃষ্ণ। উপায় ! তুলসী হরণ কভু নহেক সম্ভব।
অন্যরূপে যদি হয় বিচ্ছেদ তাদের...
দেবরাজ, শিবশূল আপাততঃ থাক মোর কাছে।
সুযোগ যদ্যপি দেখি...মম শক্তি শূল অগ্রে
করিব অর্পণ ! যাও এবে ; চিন্তিবার দেহ অবসর।

ইন্দ্র ও পবনের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। চিন্তা...চিন্তা...চিন্তা-সাথী কেবল আমার !
বলেছিনু তুলসীরে বর্ষ গতে পুনরায় শ্রাবণ নিশীথে
বধূরূপে তোমা দেবী, করিব গ্রহণ !
ঋতু-চক্র ঘুরে গেল...শ্রাবণ পূর্ণিমা পুনঃ ফিরিয়া আসিল...
কেমনে রক্ষিব এবে নিজ অঙ্গীকার—?
তুলসী যে নহে মোর, সে যে আজ শঙ্খচূড় বধূ।

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। জনার্দ্দন, জনার্দ্দন, তুমি হেথা একাকী দাঁড়ায়ে !
দেখিয়াছ দেবেন্দ্র বাসবে !—

শ্রীকৃষ্ণ। দেবেন্দ্র বাসবে !

শঙ্খ। ক্ষণপূর্ব্বে এই দিকে নিশার আঁধারে
জ্ঞান হয় দেখিয়াছি ছায়া মূর্ত্তি তাঁর—

সঙ্গীরূপে বাসবের আছে অন্যজন !
স্বর্গচ্যুত দেবরাজ কি কারণ—
ফিরে মোর পুরী সন্নিকটে নিশা যোগে তস্কর সমান !
বড়ই সন্দিগ্ধ সখা, অন্তর আমার।

শ্রীকৃষ্ণ। কিসের আশঙ্কা সখা, তুমি বীর দেবতার ত্রাস !

শঙ্খ। আশঙ্কা নহেক কৃষ্ণ, আমার কারণ…
আমন্ত্রিত আজি আমি বহুদূর মলয় প্রাসাদে…
পুরীতে রব না আমি ভয় সে কারণ…
অরক্ষিতা তুলসীর লাগি।
বন্ধু, মম অনুরোধ, রহ তুমি আজি নিশা
আমার প্রাসাদে ; যাবৎ না ফিরি আমি
রহ সখা, প্রিয়ার প্রহরী—

শ্রীকৃষ্ণ। তুলসী কারণ তব মিথ্যা ভয় সখা,
তিনলোকে কেহ নাই স্পর্শিবে যে
কেশ-অগ্র সতী তুলসীর।

শঙ্খ। জানি সখা শক্তি তুলসীর ;
তারি শক্তি করিয়াছে শঙ্খচূড়ে দেবের অজেয়।
তবু…তবু সখা, বিকল অন্তর !
দীন আমি পথের ভিক্ষুক,
লভিয়াছি ত্রিলোক দুর্ল্লভ রত্ন সুন্দরী তুলসী ;
সদা ভয় সে রতনে কখন হারাই।
কথা রাখ জনার্দ্দিন, রহ তুমি পুরী মাঝে মম প্রতিনিধি

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, ক্ষমা কর মোরে ;
তুলসীর সন্নিধানে পুনর্ব্বার না’রিব যাইতে—

শঙ্খ। কেন সখা!

কৃষ্ণ। প্রশ্ন করিও না বন্ধু, সত্য কহি. নিতান্ত অক্ষম।

শঙ্খ। তবে...তবে কি উপায় হবে!
শ্রেষ্ঠ বন্ধু তুমি মোর···একমাত্র তব ভুজবলে পারি
করিতে প্রত্যয়। অন্য কারে করিব নির্ভর!
সখা, মন্ত্রপূত-শক্তি তব দানিবে আমারে ?—

কৃষ্ণ। মম শক্তি!

শঙ্খ। হ্যাঁ, কর-ধৃত ঐ তব দীপ্তিমান শূল অগ্রভাগে
শক্তি তব দান কর মোরে। ঐ শূল জাগ্রত প্রহরী রবে
রক্ষিতে প্রিয়ারে—

কৃষ্ণ। এই শূল করিবে গ্রহণ!
জান প্রিয়বর, এই শূলে শিবশক্তি ব্রহ্মশক্তি
কাল শক্তি করে অধিষ্ঠান!

শঙ্খ। ত্রিশক্তির সনে থাক শ্রেষ্ঠশক্তি কৃষ্ণ নারায়ণ।
শক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিয়া আজ্ঞা দেহ দীপ্ত মহাশূলে
যে দুর্ম্মতি তুলসীর কেশঅগ্র স্পর্শিতে যাইবে
শূল তারে নির্ব্বিচারে নিহত করিবে।—

কৃষ্ণ। তবে তাই হোক; বন্ধু, লহ এই চতুর্শক্তি
উজ্জীবিত শিবের ত্রিশূল;
তুলসী রক্ষণ হেতু এই শূল করিনু অর্পণ।
দুঃসাহসী যেই জন সতী তুলসীর কভু—
অমর্য্যাদা করিতে যাইবে
এই শূল সুনিশ্চিত তাহারে বধিবে।

শূল দান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মলয় প্রাসাদের কক্ষ।

জনৈক নটের গলার চাদর ধরিয়া টানিয়া
গোকর্ণের প্রবেশ···সঙ্গে পুষ্পদন্ত।

পুষ্প। আঃ, একি কচ্ছেন!

গোকর্ণ। আমি আর কি কর্চ্ছি—আপনারাই করাচ্ছেন।

পুষ্প। আঃ—এঁর গলা ছাড়ুন।

গোকর্ণ। উনি আগে আমার পত্নীর কাঁধ থেকে নামুন।

পুষ্প। উনি ত আপনার পত্নীর কাঁধে চড়েন নি।

গোকর্ণ। আমিও তো ওঁর গলা হাত দিয়ে ধরিনি!

পুষ্প। আঃ, ওঁর লাগে যে—

গোকর্ণ। আর উনি যখন আমারি সামনে আমার পত্নীকে প্রাণেশ্বরী বলে ডাকছিলেন—তখন বুঝি আমার শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছিল?

পুষ্প। প্রাণেশ্বরী বলছিলেন!

গোকর্ণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই দুখানি কান উঁচিয়ে পষ্ট শুনেছি। ওঃ দিনে-দিনে হল কি! আগে তবু গিন্নি আমায় দেখলে ছোড়াদের ভাই বলত···আর আজ কিনা আমাকে দেখেও গিন্নি ওকে পষ্ট বললে 'তুমি আমার পতি!'

পুষ্প। ওঃ এই কথা, তা বলে উনি কি সত্যি সত্যিই আপনার স্ত্রীর পতি হলেন নাকি?—

গোকর্ণ। আরে, সত্যি পতি হলে আর গোল ছিল কি! উনি যে পতির উপর উপরি-পতি।

পুষ্প। তা এক রকম বটে—

গোকর্ণ। কি, স্বীকার কচ্ছ—স্বীকার কচ্ছ! তা হলে, তবে আজ আর তোমাদের কারু রক্ষা নাই।

পুষ্প। আজ্ঞে চটবেন না, আপনি গোড়াতেই গলদ করে বসেছেন।

গোকর্ণ। গোড়ায় গলদ করলুম আমি না তোমরা—?—

পুষ্প। গলদ করেছেন আপনি…আর আমরা যা করেছি, তার নাম অভিনয়।—

গোকর্ণ। অভিনয়!—

পুষ্প। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি গন্ধর্ব্ব নট-শেখর; নূতন নাটক রচনা করে উপযুক্ত নায়িকার সন্ধানে এসেছিলাম—মলয় প্রদেশে। আপনার স্ত্রী আমার নাটক শুনে নায়িকা সাজতে নিজেই স্বীকৃতা হলেন; তাই আপনার গৃহে বসে এঁকে নিয়ে তাঁকে নায়িকার ভূমিকা অভ্যাস করাচ্ছিলেম।

গোকর্ণ। হুঁ—ঐ রকম পরস্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে! তা আমার স্ত্রী নায়িকা হবেন…আর উনি কি হবেন?

পুষ্প। উনি হবেন নায়ক।

গোকর্ণ। রোসো, ব্যাপারটা একবার তলিয়ে দেখি। আমার স্ত্রী…যে সে ভদ্রঘর নয়…একেবারে মলয় রাজ্যের রাণী! তিনি হবেন নাটকের নায়িকা! আর উনি…এক ইচড়ে-পক্ক-নাটুকে-কানাই রাত দিন ধোপ-দোরস্ত হয়ে বেড়ান…উনি হবেন নায়ক!

পুষ্প। আজ্ঞে, নায়িকার ভূমিকায় অমন অভিজাত বংশের সুশিক্ষিতা তরুণীরই দরকার!

গোকর্ণ। কেন?

পুষ্প। এ তো গতানুগতিক একঘেয়ে নাটক নয়! এ হল নূতন মনস্তত্ত্ব-মূলক…মানে তারুণ্যের হিন্দোলময় সুরুচিপূর্ণ অভিজাত

নাটক। এ নাটক অভিজাত তরুণী না পেলে মোটে জমবেই না।

গোকর্ণ। তার মানে শেষ পর্য্যন্ত নাটক জমতে জমতে দেখা যাবে… আমার গিন্নি আর উনিও সেই সঙ্গে একেবারে জমাট বেঁধে গেছেন—এ্যাঁ!

পুষ্প। ছিঃ, কি যে বলেন?

গোকর্ণ। দেখ, ওসব চালাকী চলবে না। আমি অনেক সয়েছি আর সইব না। আমার গিন্নীকে আমি নাটক করতে দেব না—দেব না —দেব না।

পুষ্প। আপনি তাঁকে নিষেধ করবেন!

গোকর্ণ। নিষেধ করব! আরে, নিষেধ করবার ক্ষমতা থাকলে আজ এমন ঠুটো-জগন্নাথ হয়ে বসে থাকব কেন? তবে একথা সত্যি, রাণী যদি নাটকে নামেন—আমিও তা হলে প্রলয় নাচন নাচব! তাধিন—তাধিন ধিন—থিয়া থিয়া থিয়া—

পুষ্প। ওকি করছেন! থামুন থামুন!

গোকর্ণ। তা হলে বল নাটক বন্ধ করবে? নইলে, এই তাধিন তাধিন ধিন থিয়া থিয়া—

পুষ্প। আহা, শুনুন শুনুন, আপনার যদি নাচতে এতই সাধ হয়ে থাকে তা হলে আপনিও নাটকের একটী ভূমিকা গ্রহণ করুন না কেন?

গোকর্ণ। কি ভূমিকা?

পুষ্প। আপনিও একটী নায়ক হবেন।

গোকর্ণ। তার মানে? আমিও নায়ক…উনিও নায়ক…দুই নায়কের মাঝখানে নায়িকা মাত্র একজনা…সে আমার স্ত্রী!

পুষ্প। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ ত আধুনিক সমস্যামূলক অভিজাত নাটকের বিশেষত্ব!

গোকর্ণ। হুঁ, তুই নায়কের সঙ্গে নায়িকার সম্পর্ক হবে কি? আগে বল, উনি তাঁর কে হবেন?

পুষ্প। উনি হবেন তাঁর উপপতি—

গোকর্ণ। তা তোমাদের স্বভাবে মানান-সই হবে বটে। আর, পতি হবে কে?

পুষ্প। আজ্ঞে, পতির ভূমিকারই অভাব ছিল···সেইটেই আপনার।

গোকর্ণ। ও হরি! পতির অভাব থাকলে কি হয়···উপপতিটী ঠিক আগেই এসে জুড়ে বসেছেন! তা বসুন—পতি হয়ে যদি একবার রূপ-মঞ্জরীর পাশে দাঁড়াতে পারি···তাহলে দেখব তখন—

কত জলের মাছ তুমি কত জলে ফের
টেনে তুলবো ড্যাঙ্গায় যাদু, কানে দিয়ে গেরো।

পুষ্প। আহা, চলুন এখন···ভূমিকা মুখস্থ করবেন।

গোকর্ণ। তা চল। বলি হ্যাঁগা, নাটকে নেমে রূপমঞ্জরী দু'চারবার আমায় সোহাগ করে পতি বলে ডাকবে ত?

পুষ্প। তা আর ডাকবে না!

গোকর্ণ। এ্যাঁ ডাকবে নাকি? ইস, আমার ভারি আহ্লাদ হবে তখন! জীবনে কখনো তো তার সোহাগ পাইনি—জীবনে না হোক এবার নাটকে নেমে সত্যিই যদি আমি আমার স্ত্রীর সোহাগ পাই—আমার ভারী আহ্লাদ হবে তা হলে! তোমরা সাবধান থেকো...তখন আমায় নাটকের কথা ধরিয়ে দিও কিন্তু—কারণ সোহাগ-কাঙ্গালী আমি···হয়ত আহ্লাদে একেবারে ভ্যা করে কেঁদে ফেলব।

———

তৃতীয় দৃশ্য

মলয় প্রাসাদ অভ্যন্তরস্থ চত্বর

একপার্শ্বে নব-নির্ম্মিত নাটমঞ্চ

নন্দিনী, শঙ্খচূড় ও বৃহদ্রথের প্রবেশ।

নন্দিনী। সম্রাট জয়তু। সুস্বাগত…সুস্বাগত—

শঙ্খ। রাণী কোথায় ?

নন্দিনী। ব্যস্ত হবেন না…অবিলম্বেই তিনি উপস্থিত থেকে সম্রাটের প্রীতিবর্দ্ধন করবেন।

শঙ্খ। আমি কারু প্রীতিবর্দ্ধন করতে আসিনি…আমি এসেছি তাকে শাস্তি দিতে।

নন্দিনী। সেকি সম্রাট!

শঙ্খ। লোক মুখে শুনেছিলাম সে স্বৈরিণী…রূপ-পসারিণী। আমারি সাম্রাজ্যের কোন অভিজাত বংশীয়া বিবাহিতা রমণী স্বৈরাচারে মত্ত হবে, সমাজে অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলা আনয়ন করবে…এ আমার রাজশক্তির নিদারুণ অবমাননা। ঐ—ঐ বৃহদ্রথকে প্রেরণ করেছিলাম মলয় রাণীকে শৃঙ্খলিতা করে নিয়ে যেতে। কিন্তু বৃহদ্রথ রাণীকে ধরতে পারলো না…নীরবে শুধু শৃঙ্খল ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

নন্দিনী। তাই কি সম্রাট নিজে এলেন রাণীকে বন্দিনী করতে? আমাদের আমন্ত্রণ লিপি আপনি পান নি তবে?

শঙ্খ। আমন্ত্রণ পেয়েই তো আরও বিস্মিত হলাম! যাকে ধরতে আমার শ্রেষ্ঠ সেনা-নায়ক ব্যর্থকাম, সে আজ নিজে যেচে আমায় ধরা দিতে চায় কেন?

নন্দিনী। রাণী ধরা দিলেন…না সম্রাটই ধরা দিতে এলেন ?

শঙ্খ। এ কথার অর্থ ?

নন্দিনী। রূপ-সমৃদ্ধা এক তরুণী, সমাজ যাকে জানে ব্যভিচারিণী বলে… তারি আমন্ত্রণে গভীর নিশীথে তার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎকারের জন্য আগমন—এর কি অন্য অর্থ হয় সম্রাট ?

শঙ্খ। দুর্ভাষিণী !

নন্দিনী। মার্জ্জনা করবেন সম্রাট।

শঙ্খ। মনে রেখ, আমি একা আসিনি। আমার সুসজ্জিত সেনাদল প্রাসাদ-পুরদ্বারে। তারা আমার ইঙ্গিত মাত্রে এই মলয়প্রাসাদ ভূমিসাৎ করে দিয়ে রাণীকে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে যাবে।—

নন্দিনী। এক দুর্ব্বলা রমণীকে বন্দিনী কর্ব্বার জন্যে ইন্দ্র বিজয়ী সম্রাট শঙ্খচূড়ের এ এক বিচিত্র আয়োজন বটে ! আপনার বাহুবল প্রকাশেরও প্রয়োজন হবে না সম্রাট, রাণী এখনিই আপনার সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করবেন।

শঙ্খ। বৃহদ্রথ আমার পার্শ্বে থাকবে।

নন্দিনী। মার্জ্জনা করবেন, আমাদের আমন্ত্রণ ছিল শুধু আপনাকেই। যারা আপনার সঙ্গী, তাদের স্থান প্রাসাদের অভ্যন্তরে নয়… পুরদ্বারে।

শঙ্খ। তবু শুধু বৃহদ্রথ—

নন্দিনী।—সম্রাট কি একাকী রাণীর সম্মুখীন হতে ভয় করেন ?—

শঙ্খ। ভয় ! বৃহদ্রথ !

বৃহ। আমায় চলে যেতেই আদেশ করুন সম্রাট, আমি এখানে উপস্থিত থাকতে সত্যই অক্ষম। পুরদ্বারে আপনার দ্বিতীয় আদেশের প্রতীক্ষায় থাকব আমরা। প্রস্থান।

শঙ্খ। এইবারে রাণীকে আনয়ন কর।

নন্দিনী। আসবেন বই কি এবার, মহামান্য সম্রাটের সম্মাননায় আমরা এক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছি। আগে সেই অভিনয় দর্শন করুন।

শঙ্খ। না না ··আগে রাণী—

নন্দিনী। রাণীর সত্যিকারের জীবনই এক অভিনয় সম্রাট; অভিনয়েই তাকে খুঁজে পাবেন। ওই যন্ত্র-সঙ্গীত সুরু হল! আপনি উপবেশন করুন···একটু ধৈর্য্য ধরে থাকলেই সেই বিচিত্র-রূপাকে চিনে নিতে পারবেন।

মঞ্চের যবনিকা সরিয়া গেল।

যন্ত্র-সঙ্গীত,···সেই সঙ্গে অর্দ্ধ-নগ্ন-তনু উষসী রূপিনী রূপমঞ্জরীর নৃত্য ভঙ্গীতে প্রবেশ। অঙ্গচূড় বেশধারী গোকর্ণ তাহাকে ধরিতে গেল, ধরিতে পারিলনা···অনুসরণ করিয়া প্রস্থান করিল। বনের পশ্চাৎ দিক হইতে সরিয়া গিয়া সভয়ে তাকাইতে তাকাইতে উষসীর পুনঃ প্রবেশ। শ্রীকান্তরূপী পুষ্প দন্ত তাহাকে ধরিল; নৃত্যছন্দে এই অংশ অভিনীত হইবার সময় নেপথ্যবর্ত্তিনী মলয় কন্যাগণ নিম্নোক্ত গীতটী গাহিল।

মলয় কন্যাদের নৃত্যোৎসবের গীত

নন্দিনী। (উষসীর নৃত্যের সঙ্গে) নাচে চঞ্চলা বনহরিণী।

ঠমকি ঠমকি নাচে শঙ্কিত চোখে চাহে
তরঙ্গ রোলে নাচে মৃদু তটিনী।
ফুল যে জাগিল তাহা কহে তার মধু-রস গন্ধ,
যৌবন জাগিল যে কহে তাহা মদালস ছন্দ।
ব্যাকুল তনু-মন জাগিল শিহরণ
নূপুরে বাজিল রিণিঝিণি ॥

সহসা দারুণ বিরহ শায়ক নিঠুর বেদনা হানে।
কাহারে খুঁজিয়া বসিয়া উঠিল তীব্রব্যথার গানে।
হায়গো হায়—
দক্ষিণ বাতায়নে দীপ নিভে যায়।
প্রিয় কোথায়, প্রিয় কোথায়!
বাসন্তী ফুল দল ভূঁয়ে ঝরে যায়।
প্রিয় কোথায়, প্রিয় কোথায়!

নৃত্যভঙ্গীতে অঙ্গচূড় বেশধারী গোকর্ণের প্রবেশ।

ললিতা। (গোকর্ণের নৃত্যের সঙ্গে) সুন্দরি, এসো সুন্দরি,
এসেছি তোমারে স্মরি।

নন্দিনী। কে তুমি, কে তুমি, কহ কথা?
কে দিল তোমা মোর ফুলবারতা?
না গো না, তোমারে চাহিনি আমি,
তব সনে আমি নারিব যাপিতে মিলনের মধুযামী।

ললিতা। সুন্দরি, এসো সুন্দরি।

নন্দিনী। ভয়ে মরি, ওমা ভয়ে মরি—
যাই আমি যাই—

[প্রস্থান]

ললিতা। যেথা যাও যাব পিছে—
আশা মোর নহে মিছে, আমি চাই তোমা চাই।

[প্রস্থান]

(মৃদুযন্ত্রসঙ্গীত।...উষসীর পুনঃ প্রবেশ)

নন্দিনী। ছায়াসম কায়া লয়ে ভয়াল আসিছে পিছে পিছে!
আসিবে না প্রিয় আজো রাতে? প্রহর গণিব তবে মিছে!
হায় গো হায়—
প্রিয় কোথায়...প্রিয় কোথায়?

নেপথ্যে বংশীধ্বনি।

ওকি, বাঁশী বাজে ! কে বাজায় ? কেগো বাঁশুরীয়া ?
শোনো শোনো কান পেতে, বাঁশী ডাকে "প্রিয়া প্রিয়া ।"

শ্রীকান্ত বেশে নটের প্রবেশ ।

মঞ্জুশ্রী । (নটের নৃত্যের সঙ্গে) প্রিয়া, প্রিয়া,—

নন্দিনী । একি, শ্রীকান্ত ! তুমি এলে কি,
মম সুন্দর সাথী,—
গীতি উৎসবে ভরে দেবে কি
আজি বাসন্তী রাতি !

মঞ্জুশ্রী । উষসী, ওগো উষসী,
এস মম ব্যাকুল বক্ষে,
কাঁপন জাগুক তরুণ হিয়ায়
স্বপন নামুক চক্ষে ।

নন্দিনী । হেথা নহে, হেথা নহে, ভয়াল আসিছে পিছে ধেয়ে,
চল বঁধু, মালা দিব নিরজন মধু বনে যেয়ে ।

নৃত্যছন্দে উভয়ের প্রস্থান ।

যবনিকা পড়িয়া গেল ।

শঙ্খ । কি আশ্চর্য্য ! এরা যেন আমাদেরি অঙ্গসজ্জার অনুকৃতি করেছে ! কি বললে নাম উষসী—শ্রীকান্ত···আর-আর—

নন্দিনী । অঙ্গচূড়—

শঙ্খ । নামের পর্য্যন্ত ব্যঙ্গ অনুকৃতি ! তোমাদের উদ্দেশ্য কি ?

নন্দিনী । আর যাই হোক, সম্রাটকে কিম্বা তাঁর পরিজনকে ব্যঙ্গ করবার দুঃসাহস আমাদের নেই—

(যবনিকা উত্তোলন)

(অঙ্গচূড়রূপী গোকর্ণ ও শ্রীকান্ত রূপী পুষ্পদন্তের প্রবেশ)

গোকর্ণ । শুনহে শ্রীকান্ত, অঙ্গচূড়-বন্ধু তুমি বহু দিবসের,

এক উপকার সখা, মম তরে করিতে হইবে...
উষসী নামেতে এক রূপসী তরুণী
এই বনে করিছে বিহার—
তারে তুমি সমর্পণ কর মম করে—

শ্রীকান্ত। উষসী! না-না অসম্ভব!

গোকর্ণ। কেন অসম্ভব! জান তুমি শকতি আমার!
সে নারীরে না লভি যগ্যপি—
বাণে বাণে বনভূমি ভস্ম করি বাতাসে উড়াব;
কোন কথা শুনিব না আমি।
চাহ যদি আপন মঙ্গল, কর অঙ্গীকার বন্ধু,
উষসীরে দানিবে আমারে!

শ্রীকান্ত। বেশ, তাই হবে সখা!

গোকর্ণ। ওই আসে সুন্দরী হেথায়!
যাই অন্তরালে এবে
মধুর মিলন সাজে বিভূষিত করি কলেবর।
(গোকর্ণের প্রস্থান···উষসীরূপিনী রূপমঞ্জরীর প্রবেশ)

রূপ। প্রিয়তম, প্রিয়তম, চলে গেছে দুরন্ত দানব? (বক্ষ লগ্ন হইল)

শ্রীকান্ত। চুপ! (নেপথ্যে দেখাইল)

রূপ। একি? যায় নি দানব!
প্রতিজ্ঞা তাহার ছলে বলে আমারে লভিবে!
বল প্রিয়, কি হবে উপায়!

শ্রীকান্ত। তুমি তারে কর মাল্য দান।

রূপ। না-না সে যে অসম্ভব!
আমি শুধু ভালবাসি তোমা!

। কিন্তু—

রূপ। তুমি ভালবাস প্রিয়, আমি ভালবাসি,
বিভ্রাট ঘটাল আজি অঙ্গচূড় আসি!
ভাল, এক কার্য্য করি প্রিয়,
পত্নীরূপে থাকি তার গৃহে,
তুমি দেখা দিও সেথা নিতি সঙ্গোপনে—

শ্রীকান্ত। উত্তম!

রূপ। ঐ-ঐ আসে দৈত্য হেথা, দেহ মালা পরাইব গলে;
তুমি রহ কুঞ্জের আড়ালে।

শ্রীকান্তের প্রস্থান।

অঙ্গচূড়রূপী গোকর্ণের প্রবেশ।

গোকর্ণ। এই যে দাঁড়ায়ে হেথা উর্ব্বসী সুন্দরী!

রূপ। এস প্রভু, মাল্য দিয়ে তোমা আজি পতিরূপে বরি (মাল্যদান)—

গোকর্ণ। প্রিয়া...প্রাণেশ্বরী!

রূপ। অঙ্গস্পর্শ কর না এখন···আছে এক ব্রত মোর
যাও এবে···ব্রত শেষে তোমারে ভজিব।

গোকর্ণ। কর তবে ইচ্ছামত ব্রত; মাল্য দিয়ে ধর্ম্ম পত্নী হয়েছ যখন
তবে আর কারে আমি ডরি!
কি আনন্দ···কি আনন্দ···
তুমি আজ সত্য সত্য প্রেয়সী আমার!
যাই, বন্ধুগণে সুসংবাদ জানাইয়া আসি—

প্রস্থান।

রূপ। যাক্...চলে গেছে!

উঃ দৈত্য সহবাস হতে এতক্ষণে শ্বাস ছেড়ে বাঁচি।
(শ্রীকান্তকে ডাকিল)
এস প্রিয়, ততক্ষণ বিহার করিব ওই সরোবর তীরে।
চল প্রাণেশ্বর—(উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া গমনোদ্যত)

শঙ্খ। দাঁড়াও রমণী !

পুষ্প। আ-হা-হা-হা, কি করেন—কি করেন—
এ যে অভিনয় !

শঙ্খ। স্তব্ধ হও ঘৃণিত কুক্কুর—
দূর হও…দূর হও সবে।

(পুষ্পদন্ত ও নন্দিনীর সভয়ে প্রস্থান)

(রূপমঞ্জরীর প্রতি)
সত্য বল কেবা তুমি ? কি অর্থ ইহার ?

রূপ। মলয়-সুন্দরী আমি,
দেখিয়াছ যাহা সবই তার মিথ্যা অভিনয়।

শঙ্খ। মিথ্যা অভিনয় ছলে
কালসর্প যদি কেহ কণ্ঠেতে জড়ায়
জান নাকি কালসর্প দংশিতে না ভুলে ?
চাহ যদি আপন মঙ্গল…সত্য কহ,
আমন্ত্রিয়া আমারে হেথায়
কেন এই অভিনয় তব ?—

রূপ। যদি বলি এই অভিনয়—
বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে
তোমার জীবন-নাট্য সত্যানুসরণ ?—

শঙ্খ। স্তব্ধ হ রে দুর্বৃত্তা রমণী।
পুনর্ব্বার হেন কথা উচ্চারণ করিস যদ্যপি
জিহ্বা তোর উৎপাটিত করিব পিশাচী!

রূপ। পিশাচী···পিশাচী আমি···
স্বৈরিণী...পাপিনী বল···
দাও দণ্ড···দাও অভিশাপ···
হাসিতে হাসিতে সব শির পাতি লব।
তবু জানি একথা নিশ্চয়—
জগদেক সুন্দর পুরুষ, তোমারে লভিয়া স্বামী
যে রমণী করে ব্যভিচার···
তা হতে পিশাচী নহি, হে সুন্দর,
কদর্য্য স্বামীরে ত্যজি'
প্রাণ যদি তব পানে ধায়।
তুমি কহ, সত্যই কি অপরাধী আমি
অসতী সে তুলসী হইতে?

শঙ্খ। তুলসী অসতী!
শুনিতেছ হে আকাশ, শুনিতেছ স্থির কর্ণে মাতা বসুমতী!—
দ্যুলোক ভূলোক জ্যোতি
অগ্নিসমা পরিশুদ্ধা কন্যা তব তুলসী অসতী!
না না···একি কথা উচ্চারণ করি!
বায়ুস্তর বিষাক্ত হইবে···
রুদ্ধ হয়ে যাবে আজ ত্রিলোক নিশ্বাস!
অসম্ভব···কভু নয়···শোনরে স্বৈরিণী,
কক্ষভ্রষ্ট চন্দ্র দিবাকর সম্ভব যদ্যপি হয়

তবু জেনো শঙ্খচূড় না করে প্রত্যয়
তুলসীরে ব্যভিচারী অসতী বলিয়া।

রূপ। আর, যদি ইহা সত্য হয়…
নিজ চক্ষে জলন্ত প্রমাণ যদি দেখ গৃহে ফিরে
কর পণ, প্রিয়া বলি আলিঙ্গনে আমারে ধরিবে?

শঙ্খ। আলিঙ্গন! হ্যাঁ, করি পণ দিব আলিঙ্গন!
যাই আমি, সত্য যাহা নিজ চক্ষে করি নিরূপণ।
তুমি ততক্ষণ…বৃহদ্রথ! বৃহদ্রথ!

বৃহদ্রথের প্রবেশ।

মলয় প্রাসাদ ব্যাপী জ্বালাও অনল—
লেহি লেহি অনল শিখাব তপ্ত আলিঙ্গন মাঝে
এই রমণীরে ত্বরা কর সমর্পণ—

রূপ। সম্রাট! সম্রাট!

শঙ্খ। চমকিতা কি হেতু সুন্দরী?
নারীধর্ম্ম অর্থ যদি শুধু ব্যভিচার…
পতি হতে গোপন-প্রণয়ীসঙ্গ কাম্য যদি হয় রমণীর…
হে বহুবল্লভা নারী,
জ্বালাময় আগ্নেয় পর্ব্বত সম
শঙ্খচূড়-আলিঙ্গন প্রতীক্ষা করিয়া
করহ সুরত লীলা বহ্নি আলিঙ্গনে।
বৃহদ্রথ, জ্বালাও আগুন, জ্বালাও আগুন—

রূপ। সম্রাট! সম্রাট!

বৃহ। প্রভু, আমার কন্যা, রূপমঞ্জরী আমার দুহিতা—

শঙ্খ। দুহিতা! হাঃ হাঃ হাঃ কে দুহিতা, কে বনিতা

কে কাহার মাতা ?

নারী আজ ব্যভিচারী···নর আজ শুধু অত্যাচারী।

অত্যাচার...অত্যাচার···স্বর্গে মোর লেগেছে আগুন···

মলয় প্রাসাদ মাঝে শিখা তার দাউ দাউ উঠুক নাচিয়া

আগুন···আগুন—

(অগ্নিসংযোগ, চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ। বৃহদ্রথ রূপমঞ্জরীকে টানিয়া লইয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে প্রস্থান করিল।)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লতাকুঞ্জ

দৈত্যপুরবালাদের গীত

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমার এ কাঁদন ভোলাব।
দোলোন চাঁপার মুকুল সখীর খোঁপায় দোলাব।
তমাল ডালে ঝুলন দোলে দুলব দুজনে,
মুখর হবে জ্যোৎস্নানিশি বিহগ কূজনে।
মধুর প্রেমের স্বপন বঁধুর হিয়ায় বুলাব॥

গীতান্তে প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরূপার প্রবেশ।

শ্রীরূপা। ঐ শুন নারায়ণ!
শ্রাবণ পূর্ণিমা রাতে প্রণয় চঞ্চল
দৈত্যপুর-বালাগণ, গাহিতেছে বাদলের অভিসার গাথা!
আজি নিশি মত্ত সবে মিলন উৎসবে...
মনে আছে হে কেশব,—
বলেছিলে তুলসীরে বর্ষ অন্তে এ নিশায়
তার সনে মিলিত হইবে?—

শ্রীকৃষ্ণ। আছে মনে; কিন্তু সখী,—
সে মিলন বুঝি এবে হোল অসম্ভব!

শ্রীরূপা। অসম্ভব!

শ্রীকৃষ্ণ। তুলসী যে নহে মোর—
সে যে আজ শঙ্খচূড় বধূ!

শ্রীরূপা। তাই বলে ব্যর্থ হবে তুলসীর যতেক সাধনা!
বিস্মৃতির মোহ মাঝে
তোমা জ্ঞানে তোমারি স্মরণে
শঙ্খচূড়ে দিয়েছিল মালা!
তুমিই তো তুলসীরে করিয়াছ নির্ম্মম ছলনা!
জানিতে তখন তুমি, আজও ভাল জান,
তুলসী সে কৃষ্ণগত-প্রাণা।
তবু কহ, শঙ্খচূড়-বধূ বলি'
করিবে না গ্রহণ তাহারে?
কি কারণ কহ কৃষ্ণ,
তারে তুমি শঙ্খচূড়ে করিলা অর্পণ?

শ্রীকৃষ্ণ। শঙ্খচূড় দেহে মনে ভালবাসে তারে,
শঙ্খচূড় কোনদিন তুলসী ব্যতীত
অন্য কোন রমণীরে—
প্রিয়ারূপে ভাবেনি স্বপনে;
এমন সাধনা তার করিব বিফল?

শ্রীরূপা। তাই প্রীত করিবারে তারে
কৃষ্ণগত-প্রাণা সেই সতী তুলসীরে—
তারই করে করিলা অর্পণ?

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরূপা! শ্রীরূপা! নাহি জান তুমি
তুলসী লাভের লাগি কী দারুণ আকুলতা
জেগেছিল শঙ্খচূড় প্রাণে!

শ্রীরূপা। আকুলতা!
কামনা-পঙ্কিল মনে
বিশ্বধ্যেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়ারে
বাসনা-অগ্নিতে দৈত্য চাহে আকর্ষিতে!
হে দয়াল করুণা আকর,
তারি আকুলতা তোমা এত যদি করিল চঞ্চল···
জিজ্ঞাসি হে করুণা-সাগর,
তুলসীর মনে কিগো
আকুলতা নাহি ছিল তোমারে লভিতে?
তুলসীর কৃষ্ণপ্রেম, সে নহে কি
দানবের প্রেম হতে আরও গবীয়ান?
বিচলিত তুমি কৃষ্ণ, দানবের বেদনা স্মরিয়া···
আর···আর···তুলসীর উদ্বেলিত অন্তর মাঝারে
কত ব্যথা...কত অশ্রু নিশিদিন ঝরে
একবারও দেখিলে না তাহা!
তুমি ন্যায়-অবতার—
তব পার্শ্বে জিজ্ঞাস্য আমার,
সত্য বল, কোন সে বিচারে তুমি শ্রেষ্ঠ প্রেমিকারে তব
বলি দিলে দানবের কামনা বেদীতে?

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও হে শ্রীরূপা,
জেন মনে, আগ্নেয় পর্ব্বতে যবে হয় বিস্ফোরণ—
বৃথা সখী, বাধা দেওয়া তায়।
ঊর্দ্ধপানে ক্ষণিক উঠিয়া
অগ্নিশিখা যেইক্ষণে বুঝিবারে পারে

আকাশ নহেক তার আয়ত্ত অধীন—
আপনি সে নীচে নেমে আসে।
তুলসী সে দ্যুতিমতী আকাশ-দুহিতা—
শঙ্খচূড় মৃত্তিকার জ্বলন্ত-কামনা—
যতদূরে যেতে পারে বাধা আমি দিইনি তাহারে;
নিষ্ফল আক্রোশে এবে
পুনরায় ফিরিবে সে মাটীর সীমাতে।

শ্রীরূপা। কিন্তু কতদিন···আরও কতদিন তবে
তুলসীরে তোমা লাগি কাঁদিতে হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ। কাঁদিছে তুলসী!
শ্রীরূপা, দেখিতেছ তাহার বেদনা!
শ্রীকৃষ্ণ সাধিকা তুমি···
পার না কি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে পশিতে?
সেথা কি দেখিতে না'র
—রাত্রি দিন বহিতেছে কি সে প্রভঞ্জন
তুলসীর দুঃসহ বিচ্ছেদে!
তুলসীর বেদনায় তবু সাথী আছে,
বন্ধু আছে বিস্মৃতিরূপিনী—
বিস্মৃতি ভুলায় ব্যথা চন্দন প্রলেপে।
আর—আর···আমার কে বেদনার সাথী?
প্রিয়া নাই···আছে জেগে শুধু তার—
জ্বালাময় স্মৃতি অভিশাপ!
সে স্মৃতি আঁকড়ি কাঁদি···তাও চুপি চুপি—
আর্ত্তনাদ করিতে পারি না—

মম প্রিয়া শঙ্খচূড়-বধূ…
নিজ হস্তে আপন বাঞ্ছিতা নারী শঙ্খচূড়ে করেছি অর্পণ !

শ্রীরূপা। নারায়ণ, ক্রন্দন তোমারে সাজে,
তুমি চির বেদনা-বিলাসী।
বিস্মৃতিতে তুলসীরে ভাব কি কেশব,
অপার স্বস্তিতে আছে—শান্তি আছে প্রাণে ?
গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় অবলুপ্ত স্মৃতি
অব্যক্ত বেদনা ভরে নিশিদিন করিছে চঞ্চল !
নিদ্রা আছে বিস্মৃতিতে, কিন্তু নিদ্রা শুধু স্বপ্নময় !
দেখা যায়—আধ আধ, কিন্তু তবু ধরা নাহি যায় !
চাই—কিন্তু কারে চাই বলিতে পারি না !
হে নির্ম্মম বেদনা-বিলাসী, ফিরে নাও তুলসীরে,
এ যাতনা কর অবসান।—

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরূপা, এবে নহে—
বলেছি ত' তুলসী-মিলন তরে এখনও হয় নি সময়।

শ্রীরূপা। হয় নি সময় ? আছে মনে,
পণবদ্ধা আছিল তুলসী—বর্ষ অন্তে ব্রত শেষে—
শঙ্খচূড়ে দিবে আলিঙ্গন ! আছে মনে—
আজি সেই বর্ষ অন্ত নিশা ?

শ্রীকৃষ্ণ। আছে মনে আজি সেই বর্ষ অন্ত নিশা—
আজি রাত্রে তুলসী সে শঙ্খচূড়ে দিবে আলিঙ্গন !

শ্রীরূপা। এখনো বলিছ কৃষ্ণ, আসেনি লগন !
শ্রীকৃষ্ণ-বাঞ্ছিতা নারী বিস্মৃতির ঘোরে—
সত্য যদি করে আজি প্রতিজ্ঞা পালন,

সত্য যদি হয় তার জীবনের মহা সর্ব্বনাশ—
এ চরম মুহূর্ত্তেও হে কুহকী, পাষাণ সমান তুমি
দূরে সরে রবে ?
এ দারুণ সঙ্কটেও করিবে না তাহারে উদ্ধার !

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরূপা ! শ্রীরূপা !

শ্রীরূপা। বিচিত্র—বিচিত্র এ লীলা লীলাময় !
ঐ ঐ আসে তুলসী হেথায় !
ক্ষণে চাহে নীল নভে
ক্ষণে নীল তটিনীর জলে···
অর্দ্ধ জাগরণ মাঝে নীলকান্ত প্রিয়রূপ
ক্ষণে ক্ষণে বুঝি মনে পড়ে !
আমি যাই—গানে গানে জাগরিত করিব তাহারে
যে বাঞ্ছিত-প্রিয়-নাম অলক্ষ্যে হারায়ে গেছে বিস্মৃতির মাঝে
—সেই নামে গানে গানে উজ্জীবিতা করিব তাহারে ;
স্মৃতি জাগরূক হয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি যবে কাঁদিয়া উঠিবে
দেখিব পাষাণ, কেমনে তাহাবে তুমি ধরা নাহি দাও ? [প্রস্থান।]

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরূপা, শ্রীরূপা, জাগায়ো না স্মৃতি লেখা তার !
আজি বর্ষঅন্ত নিশা—
ঋষি-অভিশাপ শেষে আজি হবে স্মৃতি জাগরিত
স্মৃতি জাগরণ পূর্ব্বে তুলসীর পণ রক্ষা কেমনে করিব !
শ্রীরূপা, শ্রীরূপা, (প্রস্থান। তুলসীর প্রবেশ।)

তুলসী। আকাশ সুনীল আজ—নীল উপবন—
বিশ্ব প্রকৃতির রঙ্গে চক্ষে লাগে সুনীল অঞ্জন !
কেন আজ নীলবর্ণ এত ভাল লাগে ?

মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি যেন
নীলাঙ্গ পুরুষ এক মৃদু হাসি সম্মুখে দাঁড়ায়—
স্বপ্ন পুনঃ ভেঙ্গে যায়···সে পুরুষ মিশে যায়
আকাশের ধরণীর গাঢ় নীলিমায় !
নিখিলে চাহিয়া তাই, মুগ্ধ প্রাণ নেচে ওঠে
মত্ত ময়ূরীর মত মেলিয়া কলাপ !
কি আনন্দ শিহরণ—কি বিচিত্র বিদ্যুৎ স্ফুরণ···
অঙ্গে অঙ্গে খেলা করে মোর!
ঘুম হতে কেন জাগি ? কে জাগায় ?
কে আমারে ডেকে যায় বাঁশরী-সঙ্গীতে !

শ্রীরূপার প্রবেশ ও গীত।

আজি মাহ শাওণ অতি তুরিত পবন
গগন কাঁদিয়া মূরছায়।
গহীন আঁধিয়ারে পরাণ কাঁপে ডরে
কোথা গেল মম শ্যামরায়॥
রোপিয়াছিনু সখী, নব নীপতরু
আমার আঙ্গন পাশে।
ছেয়ে গেল তরু মুকুলে মুকুলে
প্রিয় তবু নাহি আসে।
যে বন বিহগে শিখাইনু নাম
কল-কাকলীতে গাহে অবিরাম
চঞ্চল শিখী মেলিয়া কলাপ
শ্যাম ভাবি মেঘ পানে চায়॥
কোথা গেল মম শ্যামরায় ?

প্রস্থান।

তুলসী। শ্যামরায়—শ্যামরায় !

এতক্ষণে—নামমন্ত্র লভেছি তাহার !

কোথা তুমি বঁধু শ্যামরায়,

এস ত্বরা—তুলসী ডাকিছে—

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। তুলসী !—

তুলসী। কে ?

শ্রীকৃষ্ণ ! আমি—আমি—

তুলসী। বলিও না—কথা বলিও না।

হে চির-বচনাতীত অব্যক্ত মধুর,

কথার অতীত তীরে আসিয়া দাঁড়াও…

অনুভূতি মাঝে এস—এস আলিঙ্গনে—

শ্রীকৃষ্ণ। আলিঙ্গন !

না—না…করিতেছ ভ্রম সতী,

পণ-বদ্ধা নহ তুমি মোরে আলিঙ্গিতে।

ভ্রম—ভ্রম সতী, সরে যাও,

পার নাই আমারে চিনিতে।

তুলসী। চিনি নাই এখনও তোমারে ?

দুর্ব্বাদল ঘন শ্যাম এই মূর্ত্তি ধেয়ানে দেখেছি…

এই নীলোৎপল আঁখি স্বপনে দেখিয়া—

কত নিশি আঁখি জলে একাকী ভেসেছি !

এস—এস হে আনন্দ-ঘন-নওল-কিশোর,

ব্যাকুল বাহুতে এস—

যুগের প্রতীক্ষা মোর করহ সফল।

শ্রীকৃষ্ণ। সতী, ক্ষমা কর মোরে,
আসি নাই সফল করিতে তব জীবন সাধনা।
মনে আছে, হে কল্যাণী, তুমি আজ শঙ্খচূড় বধূ!

তুলসী। কে সে শঙ্খচূড়!
আমি ত চিনিনা তারে!
আমি বধূ···আমি দাসী কৃষ্ণ কেশবের।

শ্রীকৃষ্ণ। এক বর্ষ যাপিয়াছ বিস্মৃত জীবন,
সে জীবনে শঙ্খচূড়ে পতিরূপে করেছ বরণ।

তুলসী। শঙ্খচূড়ে পতিরূপে করেছি বরণ!
আমি—আমি এই তাপসী তুলসী
বরমাল্য দিছি শঙ্খচূড়ে?
না—না মিথ্যাকথা! হে বিশ্ব কুহকী,
তপস্থার পরিপূর্ণ সিদ্ধি ফল দানিতে আসিয়া
এ তোমার অপূর্ব্ব কৌতুক!

শ্রীকৃষ্ণ। দেবী—দেবী, কেমনে বোঝাব তোমা
আজি নহে শ্রীকৃষ্ণের কৌতুকের দিন!
কহি সত্য বাণী—বিস্মৃত জীবনে
ছিলে তুমি শঙ্খচূড় বধূ;
শুধু তাই নহে, শপথ করিয়াছিলে
ব্রত অন্তে বর্ষশেষে আলিঙ্গন দানিবে তাহারে।

তুলসী। কেশব—কেশব!

শ্রীকৃষ্ণ। আজি সেই বর্ষ অন্ত শ্রাবণ শর্ব্বরী,
হে তুলসী, আজিকে করিতে হবে সেই তব প্রতিজ্ঞা পালন,
দিতে হবে শঙ্খচূড়ে আজি আলিঙ্গন।

তুলসী। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, একি মর্ম্মভেদী বাণী কর উচ্চারণ
পঞ্চ বর্ষ এক মনে তোমারে পূজেছি—
কৃষ্ণ ধ্যান – কৃষ্ণ জ্ঞান—
কৃষ্ণ বিনা জীবনের অন্য সত্ত্বা কখনো জানিনি...
সেই মোরে, হে কেশব,
দিতে চাহ একি মহা ভয়াবহ ভীষণ নিয়তি!
না—না...কভু নয়—কভু নয়—
শঙ্খচূড়ে আলিঙ্গন দানিতে না'রিব।
কৃষ্ণে সেবি' আমি চির সতী—
অসুরের কামনা বেদীতে
সে সতীত্ব কোন রূপে নাহি দিব বলি।

শ্রীকৃষ্ণ। তুলসী! তুলসী! মনে রেখ পণবদ্ধা তুমি!

তুলসী। হে পাষাণ, কাঁদায়োনা—কাঁদায়োনা তুলসীরে আর।
জীবন সাধনা তার করো না নিস্ফল।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু সতী,—আমা-তরে সাধনা তোমার
সেও তো হবে না পূর্ণ—
পণ রক্ষা নাহি কর যদি।

তুলসী। পণ! রমণীর সতীত্ব রতন—
তুচ্ছ কাঁচখণ্ড প্রায় দিব বিসর্জ্জন।

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণে যদি ভাল বাস···দিতে হবে তাও বিসর্জ্জন।
মনে রেখো, একদিকে আমি কৃষ্ণ
অন্য দিকে ধর্ম্ম কর্ম্ম নিখিল সংসার—
বল দেবী, কারে তুমি চাও?

তুলসী। নারায়ণ—নারায়ণ,

এ যে বড় সুকঠিন সমস্যায় ফেলিলে আমারে !
তোমা তরে সতী-ধর্ম্ম দিব বিসর্জ্জন ?

শ্রীকৃষ্ণ। পণ রক্ষা নাহি কর যদি
জন্ম জন্মান্তর তবে সেই পণ ভঙ্গ পাপ—
বাধা দিবে কৃষ্ণের মিলনে।
ঐ আসে শঙ্খচূড় হেথা ; যাই আমি—
যে কর্ত্তব্য হয় তব কর ত্বরা স্থির।
জেনো সুনিশ্চিত, কৃষ্ণে যদি বাঞ্ছা কর সতী,—
আগে হবে প্রতিজ্ঞা পূরাতে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

তুলসী। প্রতিজ্ঞা পূরণ ..প্রতিজ্ঞা পূরণ !
শঙ্খচূড়ে দিতে হবে আজি আলিঙ্গন !
নহে আমি শ্রীকৃষ্ণ পাব না !
সতী ধর্ম্ম ! কিসে ধর্ম্ম ?
কেন ভয় ? কেন বা সঙ্কোচ ?
ধর্ম্ম মিথ্যা—মিথ্যা কর্ম্ম—
মিথ্যা মোর নিখিল ভুবন—
একমাত্র ধ্রুব সত্য নারায়ণ নিত্য নিরঞ্জন।
পাই যদি সেই মোর অরূপ রতন,
বাধা দিতে আসিওনা ধর্ম্ম কর্ম্ম সংস্কার আমারে।
কৃষ্ণে চাই—কৃষ্ণে চাই—
কৃষ্ণ হেতু আলিঙ্গন দিব শঙ্খচূড়ে—

(শঙ্খচূড় বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। তুলসী…তুলসী—

তুলসী। কে—তুমি !
সরে যাও…সরে যাও স্পর্শিওনা মোরে।

কৃষ্ণ। কোথা যাবো জীবন মানসী ?
বর্ষ-প্রতীক্ষার শেষে উদগ্র বাসনা লয়ে
আসিয়াছি আলিঙ্গন দানিতে তোমারে।
নিষ্ঠুরা রমণী, সে প্রতিজ্ঞা হ'লে বিস্মরণ !

তুলসী। আবার প্রতিজ্ঞা ?
নারায়ণ ! কি সঙ্কটে ফেলিলে আমারে !
কি করিব—কি করিব বল হৃষিকেশ ?

কৃষ্ণ। প্রিয়া—(হস্তধারণ)

তুলসী। ওঃ আগুন—আগুন যেন জ্বলে ওঠে স্পর্শেতে তোমার—
ছেড়ে দাও—সরে যাও—কৃষ্ণ নারায়ণ…কৃষ্ণ নারায়ণ !

কৃষ্ণ। কেবা কৃষ্ণ নারায়ণ—
স্বামী তব বীর্য্য দীপ্ত দানব সম্রাট—
আলিঙ্গন না দিয়া তাহারে
আজি আর হে তুলসী নাহি পরিত্রাণ।

তুলসী। কৃষ্ণ নারায়ণ ! কৃষ্ণ নারায়ণ !
রক্ষা কর কৃষ্ণ নারায়ণ !

(তুলসীকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত…বৃহদ্রথের প্রবেশ।)

বৃহ। দাঁড়াও তস্কর…একি প্রভু !

কৃষ্ণ। বৃহদ্রথ, কুঞ্জদ্বারে রহিও প্রহরী—
অসুস্থা তুলসী, প্রাণী মাত্র সেথা যেন পশিতে না পারে—
বিশেষতঃ জান তুমি করিতেছি তস্করের ভয় !
সাবধান, ত্যজি দ্বার এক পদ যাবে না কোথাও !

বৃহ। যথা আজ্ঞা দানব ঈশ্বর।

(শ্রীকৃষ্ণ ও তুলসীর প্রস্থান।)

বৃহ। এতক্ষণে ফেলিলাম স্বস্তির নিশ্বাস !
রাজাদেশে দগ্ধ করি মলয় প্রাসাদ,
দগ্ধ করি ব্যভিচার-পাপে-পাপী আপন নন্দিনী
একবিন্দু অশ্রু জল ফেলি নি তখন !
তবু মোর কেঁদেছিল প্রাণ সতী-রাণী তুলসীরে স্মরি !
মহাভয় ছিল প্রাণে, ভ্রমে অন্ধ দৈত্যরাজ
না জানি কি অনর্থ ঘটায় !
সংশয় কাটিয়া গেল, নিজে প্রভু মহিষীরে
লইলেন সমাদরে লতাকুঞ্জ মাঝে।
কৃষ্ণ নাকি তস্কর সমান ফিরে মহিষীর পিছে !
সুনিশ্চিত মিথ্যা এ ধারণা—

শঙ্খচূড়ের প্রবেশ।

শঙ্খ। মিথ্যা নয় সে ধারণা—
নিজে আমি দূর হতে উপবনে দেখেছি কৃষ্ণেরে।
বৃহ। একি ! প্রভু হেথা পুনরায় !
একাকিনী মহিষী কোথায় ?—
শঙ্খ। মহিষী ! সে কি ! কোথায় তুলসী !
বৃহ। ভৃত্যসনে পরিহাস সাজে না সম্রাট !
এই মাত্র মহিষীর সনে আপনি পশিলা প্রভু,
ওই দূর লতা কুঞ্জ মাঝে ;
আদেশ করিলা মোরে রক্ষী সম রহিতে হেথায় !

শঙ্খ। কি…কি বলিলে, আমি তোমা করেছি আদেশ !
বৃহদ্রথ ! মতিভ্রংশ হয়েছে তোমার !
জাগরণে স্বপ্ন দেখিয়াছ !

বৃহ। অসম্ভব ! এও যদি স্বপ্ন হয়—
প্রভুর অস্তিত্ব হেথা সেও স্বপ্ন তবে।

শঙ্খ। স্বপ্ন নহে ! মলয় সুন্দরী কথা—
সুনিশ্চিত সত্য তাহা হলে !
নিশ্চয়…নিশ্চয় পশেছে কৃষ্ণ তস্কর সমান
মম ছদ্ম-বেশ ধরি তুলসীরে লয়ে !
সরে যাও…সরে যাও শীঘ্র বৃহদ্রথ,—
লতা কুঞ্জে তস্করে ধরিব।

বৃহ। তস্কর ! তস্কর পশেছে আসি লতা কুঞ্জ মাঝে !
না-না ..ক্ষমা কর মহারাজ, আমি দ্বার ছাড়িতে অক্ষম।

শঙ্খ। বৃহদ্রথ !—

বৃহ। প্রভু। তুমি আর পূর্ব্ব-গামী সেই জন
এক মূর্ত্তি…একই কণ্ঠস্বর—
বিন্দু মাত্র বুঝিতে অক্ষম
কেবা প্রভু—কেবা প্রতারক !
রাজ ভৃত্য…চির দিন নির্ব্বিচারে রাজ আজ্ঞা করেছি পালন,
সেই আজ্ঞা আজও আমি নিশ্চয় পালিব।

শঙ্খ। রাজআজ্ঞা…পথ ছাড় মোরে—

বৃহ। শুনেছি প্রথম আজ্ঞা পথ রোধিবারে,
তিলমাত্র স্থান ত্যাগ নিষেধ রাজার—

শঙ্খ। বৃহদ্রথ—বৃহদ্রথ, ওরে অন্ধ, আমি—আমি তোর রাজা !

বৃহ। ভগবান, কি দারুণ সঙ্কট মাঝারে প্রভু, ফেলিলে আমারে—
কার আজ্ঞা করিব পালন !

শঙ্খ। বিলম্ব সহিতে না'রি শোন বৃহদ্রথ,
শ্রেষ্ঠ ভৃত্য তুমি মোর, তবু আজ হলে প্রয়োজন
সুনিশ্চিত জেনো মনে···তব রক্তে রঞ্জিয়া কৃপাণ
লতা কুঞ্জে পশিতে হইবে।

বৃহ। তাই কর মতিমান—
সংশয় আকুল মম হৃদয় মাঝারে বিদ্ধ করি শাণিত কৃপাণ
লতা কুঞ্জে হও অগ্রসর—জীবন থাকিতে আমি
না পারিব পথ তেয়াগিতে।

শঙ্খ। হত্যা...হত্যা···
না-না—শ্রেষ্ঠ ভৃত্য তুমি মোর
পারিব না বধিতে তোমারে।
বৃহদ্রথ, কাল বয়ে যায়—
মনে হয়, সর্ব্বনাশ হ'ল বুঝি হায় !
সত্য-সত্য আমি সম্রাট তোমার—
করযোড়ে করিছি মিনতি
তুলসীর কাছে মোরে যেতে দে বারেক।

বৃহ। সত্য যদি তুমি দৈত্যেশ্বর,
বলিতে কি পার মোরে—
কি ফল লভিবে এবে কুঞ্জে প্রবেশিয়া ?
মম মহাভ্রমে তস্করে যত্তপি আমি
পূর্ব্বভাগে ছাড়িয়াছি পথ
মৃত্যু দণ্ড দাও মোরে...তবু ভেবে দেখ...

সে তুলসী এখনো কি তুলসী তোমার ?
এখনো কি গ্রহণীয়া বন্দনীয়া সতী সে তুলসী ?

শঙ্খ। সত্য সত্য—ওঃ বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ,
মৃত্যুবাণ হানিলি আমারে !
একে মোর জীবন্ত মরণ !
না—না কি হেতু মরিব আমি ব্যভিচারী রমণীর শোকে !
মরি যদি, সর্ব্বনাশী তুলসীরে বধিয়া মরিব,
পাপীনীর সর্ব্বদেহ শরানলে বিদগ্ধ করিব !
এই অস্ত্রে ··এই অস্ত্রে
না—না—হবে না ইথে—পাপিনীর পাপসঙ্গী মায়াবী কেশব !
ব্রহ্মশর ..লয়ে আসি অস্ত্র ব্রহ্মশর—

(ছুটিয়া প্রস্থান।)

বৃহ। ব্রহ্মশর আনিবারে ধেয়ে গেল উন্মাদ সমান,
এই কি সম্রাট তবে ?
সত্যই কি দৃষ্টিহীন আমি !
ওকি হোথা জ্বালামুখী অগ্নির বিকাশ···
ওকি হোথা ভীষণ গর্জ্জন···
মহাঅস্ত্র শূন্য পথে গর্জ্জিয়া উঠিল···
কে হানিল—কে বধিল কারে ?
কৃষ্ণ কিম্বা শঙ্খচূড় অথবা তুলসী—
কে পড়িল ভূমিতে লুটায়ে ?
হায় হায়, রাজভৃত্য···রাজ-আজ্ঞা পালন করিতে
সত্যই কি সাধিলাম রাজার বিনাশ !

(প্রস্থান।)

(অপর দিক হইতে বিস্রস্তবেশা তুলসীর প্রবেশ।)

তুলসী। গ্লানি! গ্লানি!
গ্লানি আজ ছেয়ে গেল সর্ব্ব অঙ্গে মোর!
শিলাতলে ছিন্নমালা—বিদলিত ফুল—
নখক্ষত দেহে মোর—
রতি-পরিমল গন্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে!
কীট-দংষ্ট ফুল আমি, আমি কলঙ্কিতা,
দেবতা মন্দির মাঝে নাহি আর এতটুকু স্থান…
পরিত্যক্তা বিদলিতা পথের ধূলায়!
গেল গেল ..জীবনের সর্ব্বকাম্য একসাথে শেষ হয়ে গেল!
আর কেন...কোথা আছ মরণ আঁধার,
অস্পৃশ্যা বলিয়া মোরে তুমিও ত্যজিবে?

(শ্রীরূপার প্রবেশ।)

শ্রীরূপা। মৃত্যু বাঞ্ছা কেন কর দেবী?
তুলসী। আর…আর মোর স্থান কোথা তবে?
শ্রীরূপা। তুলসী—
তুলসী। চুপ—ডাকিয়ো না নাম ধরে মোর—
নাম শুনে মেঘের গুণ্ঠনে ঐ মুখ ঢাকে লজ্জিত আকাশ ··
নিখিল নিঃশ্বাস বায়ু পাপীনীর দেহচাপে রুদ্ধ হয়ে আসে…
সর্ব্বংসহা বসুমতী, অসতীর পাদস্পর্শে থরথর কাঁপে।
আমি যাই—আমি যাই…মরণের নাহি মৃত্যুভয়—
মরণ তো পাপিনীর ছায়া স্পর্শে মরিয়া যাবেনা!
বক্ষে তার ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

শ্রীরূপা। তুলসী—তুলসী! কোথা যাবে তুমি!
আজি তব প্রিয়তম শ্রীহরির মিলন সময়!

তুলসী। শ্রীহরির মিলন সময়?
হাঃ—হাঃ অপূর্ব্ব অদ্ভুত কথা শুনালে তাপসী!
ধর্ম্মভ্রষ্টা নিপতিতা আমি! শ্রীহরির বক্ষে পাব স্থান!
বন্ধু মোর দয়াল শ্রীহরি!
ছি-ছি...একি কহি,
ঐ নাম উচ্চারণে নহি অধিকারী—
পাপিনীর পূতিগন্ধ মুখবাষ্পে নাম তাঁর অশুচি হইবে।

শ্রীরূপা। নাম কি অশুচি হয়—শ্রীকৃষ্ণ-সাধিকা?
অশুচিরে শুচি করে—তাইত সে সুন্দরের নামের মহিমা!
নারীধর্ম্মে হয়েছ পতিতা?
পতিত পাবন তিনি জান না কি বালা?
জ্ঞান হয়, তোমা উদ্ধারিতে তাঁর আজই বুঝি হয়েছে সময়।

তুলসী। না—না—জাননা তাপসী,
যে পাতকে কলঙ্কিতা আমি
তা হতে অধিক পাপ নাহি সৃষ্টি মাঝে।
নারী যদি সতীধর্ম্ম দেয় বিসর্জ্জন
সে নারীর মহাপাপ
বিশ্বম্ভর নারায়ণও ধরিতে অক্ষম।

(প্রস্থানোদ্যত...শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। তুলসী! তুলসী!

(শ্রীরূপার প্রস্থান।)

তুলসী। একি নারায়ণ! সরে যাও—সরে যাও—

ছায়াস্পর্শ করিওনা মোর,
ঐ বরতনু মাঝে লিপ্ত হবে কলঙ্ক কালিমা—
সরে যাও···সরে যাও ত্বরা !

শ্রীকৃষ্ণ। কলঙ্কী এ শ্যামচন্দ্র সখী, কিবা তার কলঙ্কেতে ভয় ?
আজি তুমি পণ-মুক্তা, তাই সখী,
আজি হল শ্রীকৃষ্ণের মিলন সময়।
এস—এস মোর তৃষাতুর ব্যগ্র-বক্ষ মাঝে !

তুলসী। না—না—কভু নহে, স্পর্শ তোমা করিতে না'রিব···
অসতী···অসতী আমি পাপিনী তুলসী—

শ্রীকৃষ্ণ। কে তোমা অসতী বলে ?
কৃষ্ণ আরাধনা তরে অসুরে দিয়েছ যদি
রমণীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সতীত্ব রতন—
তপস্যায় পূর্ণাহুতি দিয়েছ তুলসী,
কৃষ্ণে লভিবার তরে এত বড় দান
শ্রীরাধা ব্যতীত আর কোনো নারী করেনি কখনো !
ওগো কৃষ্ণা-প্রিয়া, কিবা লজ্জা···কিবা ভয় ?
ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহা-সতী তুমি। (হস্তধারণ।)

তুলসী। একি স্পর্শ—একি স্পর্শ মোহনীয় !
সর্বেন্দ্রিয় ভাবাবেশে উন্মদ চঞ্চল !
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, শঙ্খচূড়-স্পৃষ্টা আমি
মোরে তুমি করিলে গ্রহণ !

তুলসী। শঙ্খচূড়-স্পৃষ্টা তুমি ! না—না শুন সুবদনি,
এতক্ষণে কহি তোমা রহস্য কাহিনী ;
কৃষ্ণ-লাগি কত ত্যাগ করিবারে পার

শুধু তার পরীক্ষা করেছি,
সতী, নহ তুমি দানব-স্পর্শিতা…
শঙ্খচূড় নাহি ইহ লোকে !

তুলসী। সে কি নারায়ণ ! কোথা শঙ্খচূড় ?

কৃষ্ণ। আপনি সে নিয়োজিল শিবশূল তোমার রক্ষণে,
মোহ-মদে অন্ধ দৈত্য তোমার বধের লাগি
ব্রহ্মশর সন্ধানিতে উদ্যত হইয়া
শিবশূলে ক্ষণপূর্ব্বে আপনি মরিল।

তুলসী। মৃত—মৃত শঙ্খচূড় !
তবে আমি নহি কৃষ্ণ, দানব-ধর্ষিতা !
কিন্তু…কিন্তু ওই লতাকুঞ্জ মাঝে কে আমারে লয়ে গেল তবে ?

কৃষ্ণ। করেছিনু পণ সতী,
শ্রাবণ পূর্ণিমা রাতে মোদের মিলন।
তুমিও বিস্মৃতি ঘোরে করেছিলে পণ
শঙ্খচূড়ে এ নিশায় দিবে আলিঙ্গন ;
দুই পণ রক্ষা হেতু…রক্ষিবারে সতীধর্ম্ম তব…
ওগো নারায়ণ-প্রিয়া, নিজে আমি ধরেছিনু শঙ্খচূড় বেশ।

তুলসী। তুমি নিজে তুলসীরে করেছ গ্রহণ !
এত দয়া…এত দয়া যদি তব প্রভু নারায়ণ,
কি কারণ অবিচার করিয়াছ শঙ্খচূড় প্রতি ?
তোমার দয়ার রাজ্যে কি কারণ শঙ্খচূড়
লভিল এ নির্ম্মম নিয়তি !

কৃষ্ণ। কৃষ্ণ-প্রিয়া তুলসীরে করিল কামনা—
তাই তার হেন মৃত্যু হল !

তবু তার একনিষ্ঠ উদগ্র সাধনা
পরিতৃপ্ত করেছে আমারে।
স্মৃতির স্মরণে তার, আমি কৃষ্ণ করিনু প্রচার…
শঙ্খচূড়-দেহ-অস্থি শঙ্খ নামে হইবে আখ্যাত ;
দেবপূজা শুভব্রতে যে করিবে শঙ্খনাদ…
কিম্বা সেই ধ্বনি যতদূরে যেজন শুনিবে
তাহারি কল্যাণ হবে যেন শুচিস্মিতে।

তুলসী। একি নারায়ণ, বলিতে বলিতে কি কারণ স্খলিত বচন !
সর্ব্বদেহে জাগিছে কম্পন !
একি প্রভু, কলেবর হল তব হিমানী-শীতল !
প্রভু ! নারায়ণ ! একি হল তব !

কৃষ্ণ। মনে নাই হে তুলসী,
নিজে তুমি দিলে অভিশাপ—
স্পর্শিলে তোমারে আমি শিলাখণ্ডে হব পরিণত !
সতীধর্ম্ম রক্ষিতে তোমার
আজি আমি শঙ্খচূড় মূর্ত্তি লয়ে স্পর্শেছি তোমারে,
অব্যর্থ তোমার শাপ সে হেতু লাগিল।
বিদায় তুলসী, পাষাণ হইয়া যাই…
দাও লো বিদায়—

তুলসী। নারায়ণ, কোথা যাবে অভাগিনী তুলসীরে ফেলি,
বুদ্ধিহীনা নারী আমি অজ্ঞানে দিয়েছি শাপ…
ওগো নিত্য নিরঞ্জন, সে কেন বা স্পর্শিবে তোমারে ?
এ শাপ খণ্ডন কর…করগো খণ্ডন—

কৃষ্ণ। খণ্ডন হয়না ইহা। হও তুমি নারায়ণ-প্রিয়া…

লৌকিক আচারে ছিলে শঙ্খচূড়-বধূ…
সেই তোমা স্পর্শিয়াছি বলে…কৃষ্ণ নারায়ণ আমি…
তবু শাপ লাগিল আমারে—

তুলসী। প্রভু—প্রভু—

কৃষ্ণ। কাঁদিওনা হে প্রেয়সী,
তুলসী ও নারায়ণ অভিন্ন সতত…
আজি হতে হব আমি নারায়ণ-শিলা
তুমি হবে বৃক্ষরূপা নারায়ণ-প্রিয়া ;
পবিত্র তুলসী পত্র নারায়ণ-শিলা বক্ষে অর্পিত না হলে·
কোন দিন কোন কালে শিলা পূজা পূর্ণ নাহি হবে।

প্রথম অভিনয় রজনীর

সংগঠনকারীগণ ঃ

সত্বাধিকারী	শ্রীসলিলকুমার মিত্র বি. কম্
অধ্যক্ষ	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র
প্রয়োগ শিল্পী	শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ বি. এস্-সি
মঞ্চশিল্পী	শ্রীপরেশচন্দ্র বসু
সুরশিল্পী	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
নৃত্যশিল্পী	শ্রীসাতকড়ি গাঙ্গুলী
মঞ্চ তত্বাবধায়ক	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
স্মারক	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
ঐ সহকারী	শ্রীসুকুমার কাঞ্জীলাল
রূপসজ্জাকর	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
আলোক সম্পাতকারী	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
ঐ সহকারী	শ্রীবেস্‌পত্‌ রাম
আবহ সঙ্গীত নিয়ন্ত্রক	শ্রীদুলালচন্দ্র মল্লিক

যন্ত্রী সঙ্ঘ ঃ

শ্রীবিদ্যাভূষণ পাল
শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
শ্রীমথুরামোহন শেঠ
শ্রীললিতমোহন বসাক
শ্রীবনবিহারী পাইন
শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

শিল্পী-সমাজ ঃ

শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীসুশীল রায় (এমেচার)
ইন্দ্র	শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
পবন	শ্রীউমাপদ বসু
পুষ্পমূর্ত্তি	শ্রীবঙ্কিম দত্ত
অংশুমান	শ্রীমতী শেফালিকা (বোদা)
অঙ্গিরা	শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শঙ্খচূড়	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বৃহদ্রথ	শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়
গোকর্ণ	শ্রীরণজিৎ রায়
নট	প্রাচ্য নৃত্য-শিল্পী ললিতকুমার
তুলসী	শ্রীমতী সরযূবালা
শ্রীরূপা	শ্রীমতী দুর্গারাণী
রূপমঞ্জরী	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী
নন্দিনী	শ্রীমতী লীলাবতী
সখি সঙ্ঘ	তারকবালা, চুনিরাবালা, সরসী, তিনকড়ি, বীণাপাণি, দুই জনা শান্তি, ইরা, হাসি, আশা, রবি, পারুল, মুক্তা, টুনি, সত্য, নমিতা গুপ্তা।